আর্য্যনারী গাথা।

অর্থাৎ

কাব্যাকারে ঐতিহাসিক ভারতীয় প্রধান প্রধান রমণীর কথা।

জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যাপক
শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, বিরচিত।

কলিকাতা।
৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট পিপল্‌স্ প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সন ১৩৩০

উপহার

পরম পূজনীয় মধ্যমাগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

গ্রন্থখানি

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল

আর্য্যনারী গাথা।

ভারত নারী।

ভারত রমণী সম রমণী কোথায়
পতিপ্রাণা ধর্ম্মশীলা অতুল দয়ায় ?
সহিষ্ণুতা, সুশীলতা, পবিত্রতা ক্ষমা
স্নেহভক্তি ঋজুতার নাহিক উপমা।
বীরের রমণীগণ সমর অঙ্গনে
অনায়াসে তেজেছে দেহ পর প্রহরণে।
পঞ্জাবে অনঙ্গপাল মামুদের সনে
দেশের উদ্ধারে যবে নামিলেন রণে,
দেশ হিতে সঁপিবারে সাধের জীবন
সাজিল প্রকৃতিকুল ত্যজি পরিজন;
সমগ্র পঞ্জাবভূমে রণ আয়োজন
চলে ভূপতির পাশে ধনী কি নির্দ্ধন।
তাদের রমণীগণ বেচি আভরণ
সংগ্রামে ব্যয়ের হেতু দিয়েছিল ধন।
আজিও সে পূত কথা পুরাবৃত্ত গায়
ধন্য অবলার পণ স্বদেশ রক্ষায়।
কোথায় এমন নারী আছে ত্রিভুবনে
সর্ব্বসুখ ত্যাগ করে পতির মরণে।
যা দেখালে ভারতের বীরাঙ্গনাগণ
কোন কালে কোন দেশে না হবে এমন

ডাহির পত্নী।

সিন্ধুকূলে সিন্ধু নামে রমণীয় দেশ
ধন ধান্য যুত লোক দেব নির্ব্বিশেষ।
তথায় ব্রাহ্মণজাতি নৃপতি প্রধান
করিতেন আধিপত্য ডাহির ধীমান।
অধীনে আত্মীয় রাজ্য আছিল অনেক,
কুটম্ব দায়দগণ শাসিত যতেক।
বৌদ্ধ-হিন্দু সমভাবে পালিত রাজন
প্রাণপণে করিতেন প্রজার রঞ্জন।
প্রথমে যবন যবে লোলুপ নয়নে
চাহিল ভারত পানে রতন লুণ্ঠনে,
সিন্ধুর উপর পড়ে আক্রোশ তাহার
করিল দানব দাপে পরে ছারখার।
বোগদাদে যবনরাজ সিংহের বিক্রম
ওয়ালিদ নাম তার রণস্থলে যম।
বাড়াইয়া নিজ রাজ্য তুরস্ক পারশে
পশ্চাতে ভারত ল'তে চিন্তিল মানসে।
হাজ্জাজ, সামন্ত ছিল ইরাকের পতি,
পালিল কালিফ আজ্ঞা হয়ে শীঘ্রগতি।
পাঠাইল সেনাপতি কাশিম বীরেন্দ্রে
সিন্ধু বাহি এল সেই সিন্ধুদেশ কেন্দ্রে
দেবল নামেতে স্থান দেবপুরী সম
পশিয়া করিল নাশ তাহার ভরম।
পৌঁছিল এ কুসংবাদ রাজধানী মাঝে

যবন এসেছে দেশে সাজি রণসাজে।
অযুত অযুত বলে সদর্পে বিহরে
প্রজার পীড়ন করে জাতি ধর্ম্ম হরে।
শুনি শিহরিল শান্ত নাগরিকগণ
কি হবে কি হবে ভাবি আকুলিত মন।
চৌদিগে অশুভ চিহ্ন প্রকাশ পাইল,
অকস্মাৎ কাল মেঘ গগন ছাইল।
দিবসে শৃগাল করে ঘোর আর্ত্তরব,
বায়ুতে শবের মূর্ত্তি হেরিছে মানব।
সিন্ধুপতি মহাবীর ডাহির সুধীর
ক্ষণেক চিন্তিয়া কন বচন গম্ভীর।
কহিবারে সমুদ্যত হেরি নৃপতিরে,
সভ্যগণ তাঁর পানে চাহিলেন ফিরে।
যেমন শীতের অন্তে বসন্ত পবন
সেই মত বাঞ্ছনীয় তাঁহার বচন।
সুসঙ্গত মিত ভাষে কন নরপতি,
ভয়ের কারণ কিছু নাহিক সম্প্রতি।
তোমাদের রাজা যবে সমর শয়নে
রাখিতে কুণ্ঠিত হবে পামর যবনে;
তখন করিও ভয় ওহে সভ্যগণ
এখন উচিত হয় যুদ্ধ আয়োজন।
মম পিতামহগণ পালিয়া যতনে
স্বর্গবাসী তোমাদের পিতামহগণে,
এ অধমে ন্যস্ত করি এই রাজ্য ভার
গিয়াছেন স্বর্গধামে; এখন আমার
উচিত সাধিতে হয় বীরের ধরম,
রণের কারণ হয় বীরের জনম।

এত যদি কহিলেন নৃপতি কেশরী
উজলিল সিংহাসন তাঁর প্রভা ধরি।
তখন মন্ত্রণাদক্ষ মন্ত্রীর প্রধান
করদ্বয় যুক্ত করি হন আগুয়ান।
কহেন সুমিষ্ট ভাষে রাজারে সম্ভাষি
জলদগম্ভীর রব স্বরেতে প্রকাশি ;
হে যশস্বী ক্ষিতীশ্বর, তোমারি উপর
ধন প্রাণ আমাদের করিছে নির্ভর।
উচিত রাজার যাহা, তব অনুজ্ঞায়
করেছ প্রকাশ দেব সন্দেহ কি তায় ?
তব সম বীরধর্ম্মা যার শির'পরে
শত্রুর মুমূর্ষু হস্তে সে দেশ কি ডরে ?
কিন্তু ক্ষম অপরাধ ; এ দাস যা কহে
বুঝিতেছি, সিন্ধুপতি অনুমত নহে।
এখনি যুদ্ধের কথা ঘোষণা করিতে
বাসনা আমার প্রভো নাহি লয় চিতে।
যুদ্ধ হতে শঙ্কি আমি না বুঝ রাজন,
নিজের জীবন নহে ভয়ের কারণ।
অকারণ রক্তপাত পরিহার তরে
পুনঃ পুনঃ বুধগণ প্রতিষেধ করে।
যবন সেনানী, হেন অসম্ভব নয়,
আপনার রাজ্য ইহা না জানে নিশ্চয়।
দূত মুখে সমাচার দেন নৃপবর
ত্যজিবারে যবনেরে এ রাজ্য তৎপর।
তাহে যদি পামরের চেতনা না হয়,
সমুচিত শাস্তি তার দিও মহাশয়।
এ কথা যদ্যপি মন্ত্রী নিবেদিল ভূপে

সভ্যগণ প্রশংসিল সবিশেষরূপে।
রাজার অনুজ্ঞা লয়ে গেল বার্ত্তাবহ
যথায় যবন সেনা সেনাপতি সহ।
কাশিম বয়সে ছিল অতীব নবীন
সমর সাধিতে তার প্রতিজ্ঞা কঠিন।
হাসিয়া ফেলিল দূরে সিন্ধুর লিখন,
প্রত্যুত্তরে এই বার্ত্তা করিল প্রেরণ।
ওহে হিন্দুপতি যদি শান্তি ইচ্ছা কর,
এ দুএর একটীতে করহ স্বাক্ষর।
সত্য ধর্ম্ম ইসলাম করিয়া গ্রহণ
পূর্ণরাজ্যে সুখ কর নিরুদ্বেগ মন।
কিম্বা অঙ্গীকার কর বোগ্দাদ রাজনে
সামন্ত হইলে তুমি, নিরূপিত পণে।
তৃণ মাত্র তব রাজ্য না করিব ক্ষতি
অবিবাদে ফিরে যাব স্বদেশের প্রতি।
যবনের পাশ হতে এই লিপি লয়ে
ডাহিরের আগে দূত দিল যে সময়ে,
অপমানে নৃপতির ললাট কুঞ্চিত
ঘর্ম্মবারি দুকুল করিল আকুঞ্চিত।
নয়নে জ্বলিল বহ্নি সূর্য্যের সমান
ক্রোধেতে কাহারো মুখ দেখিতে না পান
হায় দেবি ভগবতি, হিন্দুর কপালে
হেন ঘোর পরাভব কেন গো লিখিলে?
পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জনমি রাজন
ধর্ম্মের সহিত রাজ্য করেন পালন,
পাপাচারী দানব যবন অহঙ্কারী
কর্কশ কহিল নাহি মর্য্যাদা বিচারি।

ধৈর্য্যশীল মহাবীর ধার্ম্মিক নৃপতি
সম্বরি মনের বেগ কহেন ভারতী।
শুন সভ্যগণ এই যবন পামর,
বিনা যুদ্ধে সিন্ধু হতে হবে না অন্তর।
যদি তোমাদের দেহে ব্রাহ্মণ শোণিত
বিন্দু মাত্র থাকে তবে সাজহ ত্বরিত,
কর রণস্থল শত্রুলোহিতে রঞ্জিত,
আপন অস্থিতে কিম্বা কর ধবলিত।
বীর্য্যে রাজ্য উপার্জ্জন—বীর্য্যেতে রক্ষণ
বীর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ রাজ্যের পতন।
রক্ষা বা পতনে কিম্বা রাজ্য উপার্জ্জনে
কিছুমাত্র বিভিন্নতা না গণহ মনে।
কিন্তু বীর্য্য প্রকাশেতে আর অপ্রকাশে
বিশেষ ভিন্নতা আছে ত্রিলোক সকাশে।
এত যদি কহিলেন ব্রাহ্মণ কেশরী
উগ্র গরলের মত বহিল সঞ্চরি
রক্ত রক্তবহা-পথে যোদ্ধা সবাকার,
উদ্বেগ উচ্ছেদে হ'ল ক্রোধের বিস্তার।
কালানল সম অঙ্গে সরিছে উত্তাপ,
বিলম্ব না সহে আর ধরিবারে চাপ,
—মারিবারে অরি, তরবারী ক্ষুরধার,
মুষল মুদ্গর ভল্ল অস্ত্রের সম্ভার।
তখন নৃপেন্দ্র কন মেঘমন্দ্র রবে
তবে ত্বরা করি সাজ যবন আহবে।
যাও পুত্র জয়সিংহ বীরচূড়ামণি
তব বলে বিপক্ষেরে তৃণ তুল্য মানি।
তখনি ঘোষণা হ'ল নগরে নগরে

সাজিলেন জয়সিংহ যবন সমরে।
চন্দ্রপুত্র কচ্ছরাজ কক্ষনরপতি
ডাহির পিতৃব্যপুত্র অসীম শকতি;
জয়সিংহ ভাগিনেয় চঞ্চ মহামতি
বীরসিংহ তনয় ভাটিয়া দুর্গপতি
ধাবিলা রাজন ধারণ পুত্র বীর
সুবা নামে খ্যাত বলে আয়স-শরীর,
ধাবাল চন্দ্রের সুত বৈকনন রাজ
যুবরাজ সাহায্যেতে মিলিল অব্যাজ।
ত্বরিত চলিল সেনা দেবল নগর
যথাকালে আরম্ভিল তুমুল সমর।
অগণিত সৈন্যঠাট সমুদ্র সমান
রণরঙ্গে পণ কৈল নিজ নিজ প্রাণ।
হইল ভীষণ রণ দুই তিন দিন
নহে কোন পক্ষ জয়ী কোন পক্ষ ক্ষীণ।
দুই সৈন্যে অতঃপর করিল নির্ণয়
যুবরাজে কাশিমেতে দ্বন্দ্ব অভিনয়।
কাশিম হারিলে হারে আরব অযুত
হার হ'বে হিন্দুর হারিলে রাজসুত।
সম্মত হইল উভে; হেরিবারে রণ
মধ্যেতে রাখিয়া স্থান সরে সৈন্যগণ।
রঙ্গস্থলে উজলিল দুই মহাবীর
গগনে উদয় যেন যুগল মিহির।
স্বর্ণময় আভরণ করি পরিহার
উভয়ে ধরিল দুই মল্লের আকার।
যেন দুই মত্তকরী পদ্মের কাননে
সেই মত যোঝে দোঁহে অন্যোন্যের সনে

প্রভাত হইতে রণ অবিরাম চলে
কে কাহাকে পাড়িবারে নারে রণস্থলে।
কখন বজ্রের মুষ্টি কাশিম খাইয়া
দূরেতে পতিত হয় রক্ত উগরিয়া
আবার উঠয়ে বীর শাল তরু যেন
অঙ্গে শোভে জবা সম শোণিতের ফেন।
কখন ভারত বীর পড়ি ভূমিতলে
নিমেষে লাফিয়া উঠে অরি-উরঃস্থলে।
কভু যবনের দলে পড়ে হাহাকার,
কভু হিন্দু মোহাবেশে করয়ে চীৎকার।
ক্রমে দিবসের পতি, নভঃ-সিংহাসন
পরিহরি চলিলেন বিশ্রাম ভবন।
নির্ভয়ে জগৎরাজ্য চোর অন্ধকার
নিজ সহচর লয়ে কৈল অধিকার।
অন্ধকার সমাগত হেরিয়া যবন
ক্ষুরধার কিরীচেরে করিল গ্রহণ।
বক্ষঃ ভেদ করি অস্ত্র করিল গমন
অমনি হিন্দুর দলে উঠিল ক্রন্দন।
হ'ল সিন্ধুপতিসুত পতিত ভূতলে
সাধিল আপন কার্য্য, চৌর, চৌরছলে।
তখনি কৌশলময় মায়াবী আরব
আক্রমিল হিন্দু সৈন্য যেমন দানব।
হীনমতি হিন্দুগণ বিশ্বাসেতে ভর,
আছিল যতনহীন করিতে সমর
পলাইল পালে পালে; আরব কেশরী
লইল সংগ্রাম জিনি দেবল নগরী।
এ দিগে রাজার সুত পাইয়া চেতন

চতুর্দ্দিক জনশূন্য করে নিরীক্ষণ।
একাকী চিতোরে চলে জয়সিংহ রায়
সাদরে চিতোররাজ রাখিলেন তায়।
সাহায্য প্রদানে করিলেন অঙ্গীকার
সমরের আয়োজন হইল আবার।
এদিগে যবনগণ নাশিয়া দেবল
নিরুন নগর প্রতি চালাইল বল।
বাজরা চন্দ্রের পুত্র পাইল নিধন
সাধিয়া অসাধু কার্য্য প্রফুল্ল যবন
পশ্চাৎ মিরানে গিয়া করে উপদ্রব
পড়িল তথায় ঘোর হাহাকার রব।
পাঠাল কাশিম দূত ইস্লামী মৌলানা,
যাও কহে এস যথা ডাহিরের থানা।
ডাহির ব্রাহ্মণাবাদে করেন যাপন
পুত্রের বিপদে ভগ্ন আকুলিত মন।
আসিয়া মৌলানা তথা পৌছিল যখন,
ব্যগ্র হয়ে তার পানে চাহে সভ্যগণ;
এই সেই ছন্নমতি ত্যজি নিজ রাজে
শক্রর করিছে দৌত্য পরিহরি লাজে।
দাঁড়ায়ে রাজার অগ্রে রহিল দুর্জ্জন,
শিষ্টের উচিত নাহি করিল বন্দন,
হেরিয়া পাপিষ্ঠে নাহি নমাইতে শির
ক্রোধে অভিমানে রাজা হইলা অস্থির।
কেন তুমি চির রীতি করিলে হেলন
হইয়া দেবলবাসী না কর বন্দন।
শুনি দূত উচ্চ শির কহিলা রাজায়
তব রাজ্যে প্রজা যবে ছিলাম হে রায়

তখন বন্দনা তোমা ন্যায্য করিয়াছি,
মহম্মদ ধৰ্ম্মে এবে মন সঁপিয়াছি।
পৌত্তলিকে কেন রায় করিব বন্দন,
তোমারে নিকৃষ্ট বলি জানে মোর মন।
পুনঃ পুনঃ অপমানে ক্লেশিত হৃদয়
কহিলা ডাহির বীর হয়ে ক্রোধময়;
অরেরে নির্ব্বোধ তুই না হইলে দূত
দেহ হতে শির তব করিতাম চ্যুত।
উত্তরিলা মৌলানা কর্কশ অহঙ্কারী
আরবীর নাহি ক্ষতি যদি আমি মরি;
অথচ আমারে যদি করহ নিধন
বিলক্ষণ শাস্তি দিবে আরবী তখন।
শুনি নিদারুণ কথা ওষ্ঠ দংশে রায়
ক্রোধে রসনায় নাহি বাক্য উভরায়।
বাপ্পাবিল ঘোর চক্ষে চাহে দূত পানে
তাহা দেখি দুষ্ট দূত বাক্য বাণ হানে।
বৃথা ক্রোধ, নৃপ যদি হও মুসলমান
কাশিম তোমায় ক্ষমা করিবে বিধান।
শুনি রাজা ক্ষোভে স্তব্ধ বচন না সরে
এখনো জীবন দুঃখে কেন না নিঃসরে।
কহিলেন শশীকর মন্ত্রী মহাশয়
যাও দূত কাশিমেরে কহিবে বিষয়।
স্বধর্ম্ম ছাড়িতে হিন্দু কভু নাহি জানে
তৃণ হেন জ্ঞান করে আরব স্থুল্তানে;
মহম্মদ ধর্ম্ম তারা অপধর্ম্মগণে,
মিত্রতা না করে তারা শত্রু জাতি সনে;
যদি রণসাধ থাকে মিটাক্ দুর্ম্মতি

শাস্তির কারণ মোরা সাজিব সম্প্রতি।
আমার সম্মুখে মূঢ় মোর মহারাজে
না মানিলি নীচ; শাস্তি পাইবি অব্যাজে।
সম্বাদ লইয়া দুষ্ট কাশিমেরে কহে
সেনানীর চক্ষু হতে বহ্নিস্রোত বহে।
মারিতে মারিতে প্রজা পৌছে হিন্দবাড়ী
প্রজাগণ ব্যাকুল পলায় তাড়াতাড়ি।
রাজার নিকটে গিয়া করে নিবেদন
বিষাদে অমাত্য হল বিরস বদন।
জ্যেষ্ঠ যুবরাজ ফুফি আছে পলায়িত
জয়সিংহ চিতোরেতে আছে লুক্কায়িত,
ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধরাজ্য শত্রু কবলিত,
নাজানি হিন্দুর ভাগ্যে কি আছে লিখিত।
কহিলা ডাহির শুন সচীব প্রধান
হিন্দবাড়ী জীব মম হবে অবসান
কোষ্ঠী পত্রে লিখা আছে মোর অস্থিচয়
হিন্দবাড়ী ভূমিসাৎ হইবে নিশ্চয়।
যে তোমরা যথা ইচ্ছা কবহ গমন
আমি সংগ্রামের তরে করি আয়োজন।
জিজ্ঞাসা করিল রায় গণক সকলে
সম্মুখে কি পিছে শত্রু দেও গণি ব'লে।
উত্তরিলা সকাতর জ্যোতির্ব্বিদগণ
অমঙ্গল হবে ফল করিলে এ রণ।
পশ্চাতে জানিবে শত্রু তব মহারাজ
না জানি কি দাঁড়াইবে রণে গেলে আজ।
শুনি মহারাজ কোপে ফিরান নয়ন
চাহ কিহে বুধগণ আমার নিধন।

যোড়হাত করি তবে কহে বুধগণ
নিজ হতে প্রিয় রাজা তোমার জীবন,
কেন দুঃখ কর রায় বিধির নির্ব্বন্ধে
শাস্ত্রমত বিধি নৃপ, কর এ সম্বন্ধে।
শুনি জিজ্ঞাসেন রাজা বিষাদিত চিত,
কি উপায় এবিষয়ে কহ হে বিহিত।
উত্তরিলা বুধগণ হিতৈষী রাজার,
গড়হ শুক্রের এক প্রতিমা সোণার
তাহারে সম্মুখে রাখি রণে কর গতি
হবে জয়, আশা ধর, ওহে সিন্ধুপতি।
পণ্ডিতের বাক্য মত করিল রাজন
বিদায় লইল করি চরণ বন্দন।
রাওয়ার দুর্গে পরে লইল আশ্রয়
ভেজিল অগণ্য সৈন্য রণের আশয়।
ঘোর রণ হইল নগর বহির্ভাগে
দুই পক্ষে বহু বীর পরাণ তেয়াগে।
এদিগে যবনগণ লয়ে খনি তৈল
বর্ত্তিকা কিরচি ঘোর অগ্নিকাণ্ড কৈল।
বিস্তর গৃহস্থ তাহে বিনষ্ট হইল
দৈব ক্রমে এক খণ্ড ডাহিরে পৌছিল।
হস্তী পৃষ্ঠে আস্তরণ জ্বলিয়া উঠি ল
হস্তীপক সহ হস্তী ভয়ে পলাইল।
দধিতোয় নাম ধরে তথা স্রোতস্বতী
তাহে উত্তরিল করী পৃষ্ঠে নরপতি
চৌদিকে যবন চয় ডাহির উপরে
শাণিত নিশিথ চয় বরিষণ করে।
ক্ষত বহি রক্ত পড়ে তবু মহাবীর

নিবারিছে শরবৃন্দ বাঁচায়ে শরীর।
পরে হস্তী হতে বীর লম্ফ দিল জলে
তীরে উঠি আক্রমিল যবন সকলে।
কিন্তু শত্রুগণ রহে নদীকূল ভরি
একা বীর কত ক্ষণ মারিবেক অরি।
কাটিল যবন অস্ত্রে স্কন্ধ সহ হাত
হইল অজস্র তাহে রুধিরের পাত।
পড়িল ভারত বীর নদী উপকূলে
যবন লইল তার মাথা কাটি তুলে।
স্বদেশ স্বধর্ম্ম আর প্রজার রক্ষণে
মরিলা নরেন্দ্র পাপ শত্রু প্রহরণে।
ভেজিলা কাশিম শির বোগদাদ নগরে
তুরুষ্কে কাশিম বীরে প্রশংসা না ধরে।
এদিগে ব্রাহ্মণ এক ডাহিরের দেহে,
লুকাইয়া রাখি দিল কোন গুপ্ত গেহে,
প্রকাশ করিয়া দিল ব্রাহ্মণ-আবাদে
গিয়াছেন মহারাজ অন্য জনপদে।
ধ্রুব করিবেন তিনি যুদ্ধ পুনরায়
ছাড়িওনা নাগরিক সংগ্রাম চেষ্টায়।
লড়িল বিপুল বীর্য্যে নাগরিকগণ
পুন জয় সিংহ আসি মিলিল তখন,
পিতার মরণ বুঝি ক্ষুফি মহাশয়
আলোরের মহাদুর্গ করিল আশ্রয়।
আলোরে বিপক্ষ পাছে করে আক্রমণ
এই হেতু করে বীর যুদ্ধ আয়োজন।
এ দিগেতে জয়সিংহ পেয়ে পরাজয়
পুন বন্ধুরাজগণে লইল আশ্রয়।

এই জয়সিংহ হতে কদাপি যবন
স্থির হয়ে সিন্ধুরাজ্যে করেনি যাপন।
এথায় নগর রক্ষা করিবার তরে
ষোড়শ সহস্র প্রজা করবাল ধরে।
কিন্তু তারা যুদ্ধ কার্য্যে নহেক শিক্ষিত
কাশিমের সেনা তাহে অতি অপ্রমিত
আরব হইতে নিত্য নব সেনা আসে
তার বলে কাশিম হিন্দুরে তৃণ বাসে।
হইল অদ্ভুত রণ মরিবে সকল
নগরের মাঝে হ'ল ঘোর কোলাহল।
কিছুতেই বশ নহে ব্রাহ্মণ সকল,
স্বাধীনতা ভোগ করি ধরে উচ্চ বল
গণে মরণেরে তৃণ হতে লঘু করি
বিষম ফাফরে তবে পড়ে হিন্দু অরি
নাহি ইচ্ছা কাশিমের, অত্যাচার তরে
হাজাজ সন্নিধি দূত ভেজিল সত্বরে।
জয়ের সংবাদে বীর হয়ে ফুল্লমতি
কাশিমে উত্তর দিল হর্ষযুত অতি।
ভ্রাত তব জয়বার্ত্তা শুনি মো সবার
অন্তরে বিপুল হর্ষ হতেছে সঞ্চার।
ঈশ্বরের অভিপ্রায় পুরাতে যতন
যে করে, সহায় ঈশ, তার সর্ব্বক্ষণ।
আশীর্ব্বাদ করি তুমি কাফেরের ধাম
অবিলম্বে প্রচারিবে ঈশ্বরের নাম।
বিস্তারিতে ঈশ্বরের দীপ্তি সর্ব্বস্থান
জানি আমি, ভ্রাত তুমি পণিয়াছ প্রাণ
কিন্তু এক বিধি তব হেরি বড় ভুল

বিজিত কাফের প্রতি কেন অনুকূল।
কাটিবে শস্যের মত কাফের দেখিলে
কেমনে ঈশ্বর-প্রীতি হইবে নহিলে ?
পাপবীজ বৃদ্ধি নাহি পায় ভূমিতলে
কর হেন যত্ন ভ্রাত তরবারী বলে।
অনুজ্ঞার অনুরূপ না চলে সেনানী
নিরস্ত্রে নিধনে করে প্রতিষেধ বাণী।
কিন্তু সেনাপতি বাক্য শুনে কয়জন
জয়োল্লাসে যারে পায় করিছে হনন।
অত্যাচারে নগরে উঠিল হাহাকার
বলে ধরি সতীত্ব লুঠিছে ললনার!
লাদি নামে গুণবতী ডাহির রমণী
কেমনে এ অত্যাচার সহিবে অমনি,
অভিমানে বহে নেত্রে অগ্নিময় জল
রণ বিনা হৃদনল কে করে শীতল।
পতিপথ লইবারে সাজিলেন সতী
সঙ্গে চলে রণ শেষ সৈন্যের সংহতি।
হেনকালে কোন বালা রবি সম তেজে
অশ্বপৃষ্ঠে আসিছেন রণসাজ সেজে
কে তুমি হে বীরাঙ্গনে, জিজ্ঞাসেন রাণী
উত্তরিলা বালা উচ্চ ওজস্বিনী বাণী।
আমি তব পুত্রবধু দাসী ও চরণে,
আজ্ঞা কেন না হইল আসিবারে রণে;
তব পুত্র পলাতক শুনেছ গো রাণী
তিরস্কার নাহি কর কাপুরুষ মানি।
আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী তাঁহার দুর্ণাম
কেমনে সহিব তাই ত্যজি গৃহ ধাম

সাজিলাম রণ সাজে ফিরাইব আজি
বিমুখ যবনে করি সহ গজবাজী।
কাছে আনি স্নুষাধনে চুম্বিয়া চিবুকে
রাখিলেন ক্ষণে রাণী স্ববিশাল বুকে।
কহিলেন বীরজায়ে পুত্রশোক মম
দূর হল শুনি তব বাণী অনুপম,
যুঝিবারে যদি বাছা করিয়াছ পণ
মোর সনে একত্রেতে না করহ রণ।
যবন বিভক্ত করি, নিজ সৈন্য ঠাট
ভিন্ন ভিন্ন পুরদ্বারে করিছে বিভ্রাট।
তুমি এক দ্বার দেখ আমি এক দ্বার
যোধগণ দেখুক যে দ্বার আছে আর।
এইরূপ স্থির করি সিন্ধুরাজ-জায়া
রণে সমর্পণ করিলেন নিজ কায়া।
দুইবার যবনেরে পরাভব করি
রক্ষিলেন, অত্যাচারে, আপন নগরী।
কিন্তু যবনের অপ্রমিত সেনাচয়
তত জমে যতবার পরাজয় হয়
পুত্রবধূ বীরজায়া রণের মাঝারে।
ত্যজিলেন চারু বপু রুধির আধারে।
বন্দী হইলেন রাণী যবন জিনিল
দাসী হতে হীন তাঁর অবস্থা ঘটিল।
যুদ্ধ শেষে যবনেরে এই অনুনয়
করিয়াছিলেন রাণী খেদে অতিশয়;
"অন্তঃপুর অপবিত্র যেন নাহি হয়
বীরের কর্ত্তব্য যাহে নারীধর্ম্ম রয়।"
পরে ফুকি রাজপুত্র বন্ধুরাজ্য হতে

অরাতির সনে যুঝিলেন বিধিমতে,
কিন্তু কাল বশে তাঁরো হল পরাজয়
কঠোর যবন গ্রাসে সবে গ্রস্ত হয়।
অতঃপর কাশিমের নিষেধ না মানি
লুঠিবারে সৈন্যগণ ভ্রমে রাজধানী।
গোগণ হনন করি ব্রাহ্মণের মুখে
গুঁজিতে লাগিল যত মুসলমান সুখে।
দেবীর মন্দির মাঝে কুক্কুট কাটিয়া
সেই রক্ত দেবী অঙ্গে দিল মাখাইয়া;
স্বামীকে সম্মুখে ধরি পাষণ্ড যবন
তাহার নারীর করে ধরম হরণ।
নারীর সম্মুখে তবে তরবারী ধরি
হাসিয়া দেখায় স্বামীমুণ্ড ছিন্ন করি।
ব্রাহ্মণের দন্তপাটি করে উপাড়িয়া
মুখ মাঝে দেয় হর্ষে অপেয় ঢালিয়া।
এইরূপ নগরের দুর্গতি করিয়া
রাজ-অন্তঃপুর প্রতি যাইল ধাইয়া।
হায় যেই ইন্দ্রপুরী সম রাজপুরী
এবে তাহে যবন পশিছে ভূরি ভূরি।
যে মহিলাগণে রবি না হেরিতে পেত
করে আকর্ষণ করে মুসল্‌মান প্রেত।
তখন রমণীগণ অনল জ্বালিয়া
ত্বরিত তাহার মাঝে পড়িল ঝাঁপিয়া।
ডাহির ভগিনী মৈনী বাই গুণবতী
কহিলা রমণীগণে মধুর ভারতী।
চল চল নারীগণ সেইধামে যাই
যেখানে সতীত্ব হেতু কোন ভয় নাই।

যেখানে পতির সনে দিবা বিভাবরী
সুখ সম্মিলনে রব শঙ্কা পরিহরি।
গোখাদক দানব আরব কু-আচার
ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর মত ফিরে অনিবার।
জানেনা হিন্দুর সতী মরণে না ডরে
ধিক্ পৃথ্বী সুখরত যবন পামরে।
সেথায় অপ্সরাগণ করি প্রসাধন
ভুলাইতে পতিগণে করিছে যতন।
এই বেলা চল যাই বিলম্ব না সয়
বিরহে পীড়িত তাঁরা আছেন নিশ্চয়।
চল সেই দিব্য ধামে নাহি যেই ঠাঁই
সতীত্ব-নাশক দুষ্ট যবন বালাই।
জীবনে বাসনা যার থাকুক সে ধনি
আগুনে পশিবে যেই আসুক এখনি।
অধর্ম্ম সে অগ্নি হতে বেশী তাপ ধরে
তাই বুঝি সতী নারী আগুনেতে মরে।
কিন্তু রাজা ডাহিরের দুহিতা দুজন
অনলে সঁপিতে তনু না করিল মন।
যে বহ্নি হৃদয়ে তারা ধরিত তখন,
আগে তাহে অরি দেহ করিতে দাহন
বাসনা করিয়াছিল বুঝি দুই বালা
আগুনে না মিটাইল তাই সেই জ্বালা।
যখন রাজার কন্যা যুগল প্রতিমা
শত্রু-করগত হয়ে ছাড়ে পুরসীমা
কাঁদে পুরবাসীগণ হায় কি হইল
ধর্ম্মাত্মা রাজার আর চিহ্ন না রহিল।
হেরি তাহাদের অপরূপ রূপরাশি

কহিছে যবনবীর মৃদু মৃদু হাসি
ভয় নাহি, নারীরত্ন তোমরা দুজন
বোগ্দাদে সম্রাট করে করিব অর্পণ,
অশেষ সুখের মাঝে হইবে পালিতা
বড় ভাগ্যবতী হবে সম্রাট বনিতা।
শুনি পরিহাস বাণী যেন কাল ফণী
কহিতে লাগিলা জ্যেষ্ঠা গর্জ্জিয়া অমনি
কেন ওহে যবনেশ কলুষ সম্ভার
প্রয়াস পেতেছ পুনঃ পুনঃ বহিবার।
মনুষ্য জনম লয়ে পাপেতে মজিলে
কেবল পরের ধন সম্ভ্রম লুঠিলে
যবে ভবধাম হতে করিবে গমন
কেশে ধরে লয়ে যাবে বেগেতে শমন,
কোন্ ধর্ম্ম বলে তুমি রক্ষিবে আপনা,
আত্ম উদ্ধারের তব কিবা গুণপণা।
ওরে রে দানব, মোর কুলধ্বংসকারী
পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-হন্তা রাজ্য অপহারী
মিথ্যা যুদ্ধকারী অত্যাচারী ছলধারী,
পাপ হয় তোর পাপ আনন নেহারি।
যত দুঃখ দিয়াছিস্ ফল তার আছে
পরিহাস পরিহার আমাদের কাছে।
এই পদাঘাতে তোর চূর্ণিত বদন
সাবধান দুরাচার হইলি নিধন।
এত বলি সিন্ধু কন্যা বেগবতী হয়ে
ধাইল কাশিম পানে বজ্রমুষ্টি লয়ে
চপলা খেলিল যেন কাদম্বিনী মাঝে
অস্ত্র আভরণে বালা বহ্নি সম সাজে।

জ্বলিল কাশিম কোষে অসি ঝকমক
ধীরে সম্বরিল বীর হইয়া চমক।
যদি এই গৌরাঙ্গীরে বাদসাহ পায়
সুনিশ্চয় সিন্ধুরাজ্য অর্পিবে আমায়
আর কত উপহার মিলিবারে পারে
উপযুক্ত নাহি হয় বধিতে ইহারে।
এই ভাবি সসম্মানে রাজদুহিতায়
পাঠাইল তুর্করাজ্যে ভেটিতে রাজায়।
শুনি সাহ মহাসুখী কাশিমের জয়
উৎসবে যাপন কৈল দিন পাঁচ ছয়
যথা দিনে কঞ্চুকী আনিল বন্দিদ্বয়ে
যথা ওয়ালিদ বীর পাত্র মিত্র লয়ে।
চমকিল সভাগৃহ মোহিল রাজন
অনুপম অঙ্গজ্যোতি করি বিলোকন।
আজিও বিবাহ নাহি হয়েছে কাহার
অক্ষুণ্ণ যৌবন ভাতি শরীরে বিস্তার
চাহিল যখন বালা সুলতান পানে
সে আঁখি তাড়নে শাহ মরিল পরাণে।
অহহ অপ্সরবালা অঙ্কের শোভন
আজি হতে মম হৃদি তোমার আসন।
কি তোমার নাম কহ রূপের ঈশ্বরী
শুনি সে মধুর নাম শ্রুতিযুগ ভরি।
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা কর যোড় করি
(সে কর-বালাই লয়ে ইচ্ছা হয় মরি।)
মোর নাম সূর্য্য দেবী, ভগিনী আমার
পরমল দেবী খ্যাতি সারল্য আধার।
অঙ্গে কর বিস্তারিয়া কন সুলতান।

বড়ই প্রেয়সী তুমি প্রাণাধিক প্রাণ।
এত যদি কহিলেন ওয়ালিদ বীর
সিন্ধুরাজ দুহিতার বহে নেত্রনীর।
কেন কাঁদ প্রাণেশ্বরি শিরোমণি মম
বল কিবা অভিভব পেয়েছ বিষম।
তখন যুড়িয়া কর কহিছে কুমারী
তব অঙ্ক যোগ্যা নহে এ অধমা নারী।
দুরাত্মা কাশিম মোর সতীত্ব নাশিয়া
কলুষিত করিয়াছে দেহ আর হিয়া।
অমনি কৃতান্ত সম বোগ্দাদ নৃপতি
অচিরে ভেজিল দূত ক্রোধভ্রষ্ট মতি।
যেখানে আছহ দুষ্ট কাশিম সেনানী
বাঁধাইবে আপনারে চর্ম্ম ঝাঁপি আনি।
সিলাই করাবে তাহা বিশেষ যতনে
আসিবে আমার এই দূতগণ সনে।
উধাপুরে কাশিম নিযুক্ত রাজকাজে,
যতনে শাসন করে নূতন সমাজে
যে হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যজি হয় মুসল্মান
কর ভার হতে করে নিষ্কৃতি বিধান,
পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম না ত্যজে যে জন
বিষম করের ভারে করেন পীড়ন।
হাজাজের আজ্ঞা যদি কাফের নিধনে
কালিফের আজ্ঞা কিন্তু প্রজার রক্ষণে।
কাশিম কালিফ আজ্ঞা অনুসারে চলে
কিন্তু তবু প্রজা হৃদি শোকাগুণে জ্বলে।
প্রাণে বেঁচে কি হইবে পড়িয়া পাঁথারে
বড় দুঃখে স্মরে সবে প্রাচীন রাজারে।

কোথায় ডাহির ভূপ দেখহ এখন
তব প্রিয় প্রজার কিরূপ নিপীড়ন।
আছিলে পিতার মত ধর্ম্মের সহিত
নিয়ত যতন কিসে হবে প্রজাহিত।
এখন কে আর বল রক্ষে আমাদিগে
পলাইছে হিন্দুজাতি ভয়ে চারিদিগে।
গেছ বীর স্বর্গধাম সাধি বীর কর্ম্ম
স্মরিয়া তোমার গুণ সদা দুখী মর্ম্ম।
কর দিতে অপারগ হয় যেই জন
নির্ম্মম যবন তার করয়ে নিধন
হা ধিক্ এ দৈত্য রাজ্যে কিবা সুখ আর
চতুর্দ্দিগে হেরি নিরাশার অন্ধকার।
এইরূপে প্রজাগণ সদা শোকে ফেরে
হাড় ভাঙ্গা আশীর্ব্বাদে গ্রাসে কাশিমেরে
আসিয়া পৌঁছিল যবে প্রভুর লিখন
কাশিম পড়িল তাহা অবিচল মন।
তখন স্বধর্ম্ম রত প্রভু-পরায়ণ
কাশিম করিল ত্বরা আজ্ঞার পালন।
চর্ম্মবন্ধে বাঁধি নিজে রুদ্ধ শ্বাস হয়ে
বোগদাদে চালিত হন কালিফ আলয়ে।
ত্যজিয়াছে প্রাণ বীর পথের মাঝারে
শায়িত বিশুষ্ক দেহ পড়ি চর্ম্মাধারে
যেন শত কাশ পুষ্প রয়েছে ফুটিত
শবে কাশিমের এত রূপ প্রকাশিত।
আনিয়া কুমারীদ্বয়ে কহে ক্ষিতিপতি
খলিফা প্রতাপী কত দেখলো যুবতী।
যথা অনুমতি বীর নিজ দেহ নাশে

এমনি সশঙ্ক সবে খলিফার ত্রাসে।
কহিলা ডাহির বালা অহো স্থলতান
হারায়ে বিবেক বীর হয়েছ অজ্ঞান।
সামান্যা বন্দিনী মোরা মোদের কথায়
নাশিলে কাশিম প্রাণ কঠিন আজ্ঞায়।
যে দিন হইতে তব কাশিম সেনানী
বন্দি করে, আমাদিগে দুইজনে আনি,
ভগিনীর মত জ্ঞানে করে আচরণ
অথবা দেখিত মোদে মায়ের মতন।
কোন দোষ নাহি তার পরম যতনে
ভেজিল সে আমাদিগে তব সন্নিধানে।
কিন্তু সেই রাজ্যনাশী পিতৃবধকারী
করিল কিঙ্করী, মোরা রাজার কুমারী।
সর্ব্বনাশ করিয়া সে সিন্ধু কাড়ি লয়
করিল মোদের সব জ্ঞাতিবংশ ক্ষয়।
সে আমার কুলশত্রু বধিতে তাহায়
কয়েছিনু তব অগ্রে অসভ্য ভাষায়।
শুনিয়া কন্যার বাণী শোকে স্থলতান,
মহাদুঃখে করপৃষ্ঠ দন্তে কামড়ান।
ক্রোধে শান্তি নাশ রায় করিল দেখিয়া
পুনরায় রাজবালা কহে বিস্তারিয়া।
কাশিম যদ্যপি হত ক্ষুদ্র অপরাধী
বিধিতার বিরুদ্ধেতে না হতেন বাদী
আমাদের কথায় না করিয়া বিচার
অকার্য্য হয়েছে বধ-আজ্ঞা আপনার।
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া যদি দেখিতে রাজন
বাঁচিতে পারিত বুঝি কাশিম জীবন।

অথবা যদ্যপি মূঢ় আজ্ঞা পেয়ে তব
পালনে কিঞ্চিৎকাল করিত বিলম্ব
বোগদাদের সন্নিধানে পথে কোন স্থানে
চর্ম্ম পেটীকার মাঝে, পুরিত আপনে,
তা হলে বাঁচিতে সেই পারিত নিশ্চয়
কিন্তু তার প্রতি বিধি অনুকূল নয়।
মোর মত কত শত সুন্দরী রমণী
করেছে বন্দিনী সেই বন্ধুজনে হনি।
সপ্তিত সংখ্যক রাজ্য দিয়া ছারখার
বসায়েছে দুরন্ত প্রভুত্ব আপনার।
তাই বিধি যোগ্য শাস্তি করেছে বিধান
ইথে যেবা লয় মনে কর সুলতান।
আমাদের প্রাণ নাশি ঘুচাহ বালাই
জীবনে,যবনরাজ,কিছু বাঞ্ছা নাই।
সিন্ধুর সে প্রিয়ছবি সদা নেত্রে জাগে
হৃদয় মোদের বশ নহে অনুরাগে।
তোমার নিগ্রহ কিম্বা অনুগ্রহ রায়
সমভাবে দেখি মোরা নাহি মিথ্যা তায়।
না শুনিল কুমারীর অধিক বচন
কঠোর অনুজ্ঞা তবে করিল যবন।
ঘেরহ প্রাচীর দ্বয়ে এ দুই কুমারী
হাঁপায়ে মরুক শ্বাস ফেলিবারে নারি,
সেই মত হ'ল কার্য্য ; ঘেরিল প্রাচীরে
চৌদিক আঁটিয়া রুদ্ধ রাখিলা তিমিরে।
রুদ্ধশ্বাসে ঘোর ধ্বান্তে ত্যজিল জীবন
কুসুম কোমল দুটী নবীন রতন।
জনম ভারতভূমে ভূমুর ভবনে

কুলের কুমারী দুটী পালিতা যতনে
কোথায় সমুদ্রপারে বিধর্ম্মীর দেশে
অবন্ধু অনাথভাবে ত্যজে প্রাণ শেষে।
আহা বলি কাতরতা দেখাবার তরে
কেহ না আছিল আহা সে অরি নগরে।

জলজ কুস্থম যথা মরুস্থান মাঝে
কিম্বা যথা মৃগশিশু শার্দ্দূল সমাজে
সেই মত মৃগনেত্রা বালিকা উভয়
মরিল্যা বোগ্দাদে, মোর সদা মনে হয়।

ডাহির পত্নী।



ঐতিহাসিক অংশ।

"কচ্ছনামা" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

খৃষ্টাব্দ (৭১০—৭২০)

বোগ্দাদের কালিফগণ অনেকবার সিন্ধু আক্রমণের জন্য সেনা প্রেরণ করিয়া ব্যর্থ হন। পরে কালিফ ওয়ালিদের সময় সিন্ধু দেশের সমকুলবর্ত্তী কতকগুলি জলদস্যু মুসলমানদিগের সিংহল হইতে প্রত্যাগত ক্রীতদাসীপূর্ণ এক পোত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। সেজন্য কালিফের লোকে সিন্ধুপতি ডাহির দেশপতিকে দোষী মনে করেন। ডাহির তাহাতে নিজের নির্দ্দোষিতা বিজ্ঞাপিত করিলেও যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পররাজ্য-লোলুপ মুসলমানগণ একটা সূত্রমাত্রের অপেক্ষায় ছিল। বিবাদের পরিণাম পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। জয়সিংহের সহিত কাশিমের দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য অনেক ঘটনা লেখকের কল্পিত। ডাহির জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি দেশপতি উপাধিতে অভিহিত হইতেন, ও তাঁহার অধীনে অনেকগুলি সামন্ত রাজ্য ছিল। মুসলমানেরা প্রথমতঃ দেবল, পরে নিরূণ, মিরাণ প্রভৃতি জয় করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আইসে। পরে তাহা জয় করিয়া অন্যান্য দুর্গ সকল জয় করে, ডাহিরের কন্যা দ্বয় যেরূপে কাশিমের মৃত্যু বিধান করে তাহা অবিকল পদ্যে লিখিত আছে। রাজার দ্বিতীয় পুত্র জয় সিংহ অত্যন্ত বিক্রমশালী ছিলেন। বহুসংখ্যক বন্ধুরাজের সহায়তায় তিনি কাশিমকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিতেন। পরে তাঁহার আশ্রয়দাতাগণ অনেকে পরাজিত হন ও তিনি স্থানেশ্বরে পলায়ন করেন। তাহার পর তাঁহার বিষয় আর জানা যায় নাই।

কনোজ সুন্দরী
বা সংযুক্তা।

কাণ্যকুব্জ মহারাজ্য রাঠোর প্রবীর
প্রতাপে রাজন্য চয় আছিল অস্থির।
বিক্রম সংবৎ যবে সার্দ্ধ বার শত
জয়চন্দ্র ছিল রাজা মহেন্দ্রের মত
সংযুক্তা তনয়া তাঁর ইন্দীবর-আঁখি
দিত রাজপুরী সদা উজলিত রাখি।
আজমীর নরপতি পৃথ্বীরাজ নাম
তার প্রতি জয়চন্দ্র ছিল অতি বাম।
দিল্লীর অনঙ্গপাল তনু তাজে যবে
পৃথ্বীকে সঁপিয়া যায় স্বরাজ্য বিভবে,
দুই রাজ্য হস্তে পেয়ে পৃথ্বী বীর বর
বিক্রমে কনোজ হতে হন উচ্চতর
ঈর্ষায় কনোজপতি সতত কাতর
কিসে পৃথ্বী বীরেন্দ্রের ভাঙ্গিবে আদর
আরম্ভিল রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান
ক্ষুদ্র রাজগণে দিল বিধিমত মান।
কিন্তু পৃথ্বী বীর বর বল কি কারণ
জয়চন্দ্রে চক্রবর্ত্তী করিবে গণন
না আইল সেই যজ্ঞে পৃথ্বী গুণধাম
আর তাঁর অস্থপতি সমর যে নাম।
এই যে সমরসিংহ চিতোরের পতি
বিবাহিল পৃথ্বীভগ্নী পৃথা গুণবতী
এ দুজন নৃপতির প্রতাপ অপার

জয়চন্দ্রে চক্রবর্ত্তী না করে স্বীকার।
না আইল রাজসূয়ে শুনি কনোজেশ
রাখি দিল হৃদি মাঝে কালানল দ্বেষ
আজ্ঞা দিল ভাস্করেরে গঠিতে মুরতি
এক ত সমরসিংহ আর দিল্লীপতি।
দুই মূর্ত্তি রক্ষা হ'ল দ্বারের নিকট
যেন দ্বারবান্ দুটী ভাবেতে প্রকট।
এ কথা শুনিল যবে দিল্লীর ঈশ্বর
হইল তাঁহার কম্পান্বিত কলেবর।
কি করিলে কনোজেশ হইবেন খর্ব্ব
কি উপায় করিলে ঘুচিবে তাঁর গর্ব্ব।
এই চিন্তা পৃথ্বীরাজে পীড়িল মানসে
অস্থির করিল তাঁরে না রাখে স্ববশে।
একে অপমান-বহ্নি জ্বালায় হৃদয়
তাহে অনঙ্গের পীড়া হইল উদয়।
শুনিলেন জয়চন্দ্র দুহিতার যশঃ
যে যশের গানে পুরিয়াছে দিক দশ
রূপে বিদ্যাধরী সম গুণে বীণাপাণি
স্বয়ম্বরে বাছি পতি প্রদানিবে পাণি।
হইল বিষম চিন্তা কেমনে সে ধনে
বসাইব প্রেমভরে হৃদি সিংহাসনে।
স্বয়ম্বরে উপনীত রাজগণ মাঝে
যদি কন্যাদত্ত মাল্য অন্য গলে সাজে,
তবে ত সে মহারত্ন হবে না আমার
নাহি পান পৃথ্বীরাজ ভাবনার পার।
শেষে মনে নির্দ্ধারিল এমন উপায়
একেবারে দুই কার্য্য উদ্ধারিবে যায়।

বলেতে কন্যারে লয়ে আনিব স্বধাম
যদি আবশ্যক হয় করিব সংগ্রাম।
বলেতে হরিলে কন্যা কন্যা লাভ হবে
সেই সনে জয়চন্দ্র অধোমুখ রবে।
এত ভাবি দিল্লীপতি সৈন্যের সহিত
কনোজের সিংহদ্বারে হন উপনীত
স্বয়ম্বর স্থল হতে বল প্রকাশিয়া
অসুর রীতিতে কন্যা লইল হরিয়া।
এ যুদ্ধে উভয় পক্ষে ছিল বহু বীর
পূজন অম্বরপতি ত্যজিলা শরীর।
পৃথ্বীবন্ধু এই বীর ঘোরীয় যবনে
একদা ফিরায়েছিল শূরত্বের সনে।
মর্ম্মে যেন তীব্র বিষ দিল কে ঢালিয়া
দ্বেষে কনোজেশ হন জর্জ্জরিত হিয়া,
জামাতা সম্বন্ধ ভুলি ভাবিল হৃদয়ে
পাঠাইতে পৃথ্বীরাজে ধ্বংসের আলয়ে।
কিসে তার রাজ্যনাশ সর্ব্বনাশ হবে
এই সংকল্পেতে সদা রহিলেন তবে।
এদিগে দিল্লীর পতি সংযুক্তা সংহতি
কিন্নর দম্পতি সম শোভা পান অতি।
পতিপ্রাণা চারুনেত্রা সংযুক্তা সুন্দরী
রূপে গুণে উজলিছে দিল্লীর নগরী।
সুখে কিছুকাল যায়, কালের কি সয়?
বিপদের কাল মেঘ হইল উদয়।
ভারতের চারু অঙ্গ বিকল করিতে
যবনের সৃষ্টি বুঝি হয়েছে মহীতে।
গজনীতে আলা উদ্দীঁ যবন ভূপতি

ফেলিল নয়ন ভারতের সুখ প্রতি
পাঠাইল সহোদরে সাহাবুদ্দীঁ নাম
অস্ত্রবলে লভিবারে হিন্দু পুণ্যধাম।
নামে যশে প্রতাপেতে দিল্লী উচ্চ হয়
চাহিল করিতে আগে তারে পরাজয়।
এদিগে কালের দোষে হিন্দু ভূপগণ
ছিল পরস্পর প্রতি ঈর্ষ্যাকুল মন
জয়চন্দ্র দূর হতে চাহিল দেখিতে
পৃথ্বীর পতন ঘোর শত্রুর অসিতে।
সুবিধা বিপক্ষ পক্ষে হইল উত্তম,
নাশিল জন্মের মত হিন্দুর বিক্রম।
লয়ে অগণিত সৈন্য রণে সুনিপুণ
করে করবাল পার্শ্বে বাণপূর্ণ তূণ
কঠোর প্রকৃতি কালান্তক যম সম
আইলেন সাহাবুদ্দীঁ সংগ্রামে দুর্দ্দম।
পঞ্চনদী পার হয়ে দিল্লীর ঈশ্বরে
রণেচ্ছা জানায়ে বলে সাজিতে সত্বরে
শার্দ্দুল গর্জ্জন শুনি মত্তকরী সম
পৃথ্বীপতি ঘোরামর্ষে সাজিল বিষম।
রণসাধ মিটাইতে বীর দুই জন
দৃঢ়রূপে করিলেন জীবনের পণ।
পৃথ্বীরাজ মূর্ত্তিমান স্কন্দ মহাবীর
রূপে আলো করি চলে কক্ষ মহিষীর
প্রেয়সী বুদ্ধিতে হন বীণাবিনোদিনী
তাঁহারে না জিজ্ঞাসিলে হবেন ভামিনী।
করে ধরি নরনাথ সোণার লতায়
তুলিয়া হৃদয়াসনে জিজ্ঞাসেন তায়।

কহ ওলো রাজলক্ষ্মী কি উপায় হবে
কি করিলে জয় হবে যবন আহবে।
শুনি বামা নিরাতঙ্ক কহে নরেশ্বরে
পিককণ্ঠ রমণীর নাহি আর স্বরে—
জলদ গম্ভীর স্বরে, ক্ষত্রিয় দুহিতা
রণের সম্বাদ শুনি প্রফুল্লিতচিতা,
কহিতে লাগিল নাথে প্রীতির পুতলী
বুঝেছি পুরুষ বুদ্ধি ক্ষমতা সকলি।
বুদ্ধিহীন পুরুষের কেবল কৌশল
রমণীর বুদ্ধি বিনা নাহি থাকে বল।
রমণী সাহায্য বিনা দেখে অন্ধকার
হীন জন ভুলাইয়ে করে অহঙ্কার।
সূর্য্যের উজ্জ্বল আর নির্ম্মল প্রভায়
গঠিত নারীর মন জেন নররায়।
মহাযুদ্ধ হইবে হে দেবাসুর যথা
তাহাতে যবন পতি পাবে বড় ব্যথা
নাথ তুমি আসিবে হে জয়চিহ্ন লয়ে
যাইবে যবন সেনা শমন আলয়ে
তব শিরে শোভিবে হে বিজয়কিরীট
যবন হরিষ হীন দেখাইবে পিঠ্।
কিন্তু দুই বর্ষ মাত্র হেন ভাব যাবে
দুই বর্ষ মাত্র হিন্দু জ্বলিবে প্রভাবে।
প্রসন্ন রহিবে হিন্দু অদৃষ্ট আকাশ
পরে কাল কাদম্বিনী হইবে প্রকাশ।
তার পর কি হইবে না বলিতে পারি
এত বলি ত্যজে বালা নয়নের বারি।
মাঙ্গল্যে নয়ন ধারা অনুচিত গণি

আচম্বিতে হর্ষ ভাবে কহিল সজনি।
শতবিদ্যাধরী যেন করিলা সঙ্গীত
ঝঙ্কারি শতেক পিক গাইল ললিত।
যাও ক্ষত্রপতি আর বিলম্ব না সয়
দুরন্ত যবনে ধ্বংসি লভ হে বিজয়।
এত শুনি পৃথ্বীরাজ আলিঙ্গি ভার্য্যায়
সহস্র চুম্বন দিয়া চলিলা সজ্জায়।
অসংখ্য সৈন্যের ঠাট হইল সজ্জিত
সাহার্য্যার্থ বহু রাজা হল উপনীত
আম্বের চিতোর হতে আসে বীরগণ
তাদের সমর সিংহ সেনাপতি হন।
তিরোরির ক্ষেত্রে দুই পক্ষ সমাগত
হইল বিপুল যুদ্ধ বর্ণিব বা কত?
সাহাবুদ্দী মহাবীর যুঝিল বিক্রমে
কি সাধ্য তাহার হিন্দু বল অতিক্রমে
সমরের অসিঘাত দুর্নিবার অতি
সূর্য্যের সম্মুখে তারা ধরে কত জ্যোতি;
ক্রমশ যবন সেনা ধরাশায়ী হয়
জয়োল্লাসে হিন্দুগণ ভীষণ গর্জ্জয়।
ক্ষীণ বল লয়ে বীর যুঝিবে কেমনে
পলাইতে সাহাবুদ্দী প্রস্তাবিল মনে।
ত্রয়োদশ জন মরে হিন্দু সেনাপতি
ষষ্ঠী সংখ্য বিপক্ষের, আলিঙ্গিল ক্ষিতি।
পদাতিক অশ্বারোহী কত যে মরিল
কে তার হিসাব রাখে, শ্বাপদে রাখিল।
উল্লাসে হিন্দুর সেনা ধাইল পশ্চাতে
খণ্ড খণ্ড করে শত্রু তরবারি ঘাতে।

গুজর সেনানী শেষে তুর্ক বীরবরে
শৃঙ্খলিত করি চলে রাজার গোচরে।
অভিভবে অধোমুখ সাহাবুদ্দী বীর
চলে পৃথ্বীরাজ অগ্রে হয়ে নতশির।
করুণ হৃদয় হয় ক্ষত্রিয় ভূপতি।
সম্বরিল উগ্র অসি হেরিয়া দুর্গতি।
করিলেন অনুমতি কারারোধ তরে
আরো কহিলেন সবে ভদ্রতা আচারে।
এক মাস তিন দিন রহে কারাবাস
মোচনার্থ বন্ধুগণ করিছে প্রয়াস।
মুসল্‌মান সৈন্যগণ সন্ধি প্রস্তাবিল
বিবিধ বিনয়ভাষে মিনতি করিল।
ন' হাজার চারু অশ্ব আর তার সনে
সাত শ' ঐরাকী বাজী অর্পিল রাজনে।
অষ্ট সুসজ্জিত করী ফলক বিংশতি
অপ্রমিত স্বর্ণ মুদ্রা হীরা পান্না মতি
পৃথ্বীরাজে দিল যবে যবন সকলে
তুষ্ট হয়ে পৃথ্বীরাজ বন্দী অগ্রে চলে।
মিষ্টভাষে আপ্যায়িত করিয়া বন্দীরে
কহিলেন যাইবারে স্বদেশেতে ফিরে।
হায় হিন্দুজাতি ভাগ্যে হেন শুভদিন!
আর কি হবে না কভু কালের অধীন!!
অপদস্ত ধ্বস্ত হয়ে যবন সেনানী
স্বরাজে ফিরিয়া গেল পরাজয় মানি।
দুই বর্ষ মহাবীর হাস্য করে নাই
দুই বর্ষ আমোদে না দিল হৃদে ঠাঁই,
একদা বান্ধব কোন জিজ্ঞাসে তাঁহায়

সদাই বিষণ্ণ কেন হেরি হে তোমায়
উত্তরিলা সাহাজাদা কি জানিবে ভাই
কি গরল হৃদে মম পাইয়াছে ঠাঁই
যদবধি ঘোর রণে চৌহান ভূপতি
বিপুল বিক্রমে মোর করিল দুর্গতি
সে অবধি বিন্দুমাত্র নাহি মোর সুখ
অতীব নির্লজ্জ তাই না লুকাই মুখ।
উত্তরিলা অনুচর সুগম্ভীর স্বরে
জয় কিম্বা পরাজয় অবশ্য সমরে।
বিজয় হল না বলি না হও কাতর
পুনঃ যুদ্ধ অনুষ্ঠান করহ সত্বর
এত যদি কহিলেন প্রিয় সহচর
ভ্রাতার অগ্রেতে তবে চলে বীরবর
কহিলা মস্তক রাখি চরণেতে তাঁর
নিবেদন করে দাস নিকটে তোমার।
ভারতের পরাভব আজিও হৃদয়ে
শেল সম বাজে মোর সকল সময়ে
আজ্ঞা দেও পুনঃ দাস সেই দেশে যায়
সমুচিত শাস্তি দেয় হিন্দুর রাজায়।
শুনি বাদশাহ তাঁরে দেন অনুমতি
পুনঃ সাজে রণ সাজে যবন ভূপতি
ঘোর দাপে পঞ্চ নদ হইলেক পার
এদিগে দিল্লীর পতি শুনিল ব্যাপার।
অনলসে চলিল রণের আয়োজন
যবনের বল এবে শুনি অগণন।
পত্র গেল স্বস্থপতি সমর সকাশে
পড়িয়া চিতোর পতি চিন্তিত মানসে।

দুরন্ত যবন দেখি কিছুতে না যায়
এ হেন হারের পর এল পুনরায়।
ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী হল বা চঞ্চল
কেনই হৃদয় আজি হতেছে বিকল
অন্তঃপুরে মহারাজ চলিলা সত্বরে
যথা কর্ম্মদেবী রাণী কপোলিত করে।
কেন দেবি চিন্তাকুলা হেরি হে তোমায়
কেন বিষাদের ছায়া ও মুখ প্রভায়
কহ বীরজায়ে মোর ত্রাসিত হৃদয়
কি ভাব তোমার মনে আজিলো উদয়।
শুনি রাণী মৃদু বাণী কন ভূপতিরে
স্নায়ুগণ নৃত্য করে কেন বাম শিরে
বুঝি অমঙ্গল কোন নিকটে আমার
অথবা বন্ধুর মাঝে বিপদ কাহার।
বুঝিলা চিতোরপতি কহিলা ভার্য্যায়
যবন যুঝিতে সমাগত পুনরায়।
পৃথ্বীরাজ দিল পত্র দেখলো সুন্দরি
দেখ দেখি ফলাফল বিবেচনা করি
বীরজায়া কর্ম্মদেবী মহা বুদ্ধিমতী
কাতর হইল কিছু নিজ ভাগ্য প্রতি।
সমরে সমরসিংহ হবেন নিধন
বুঝিয়া অন্তরে রাণী করেন ক্রন্দন
মুখে সে বিষাদভাব নাহি প্রকাশিত
পতিরে সম্ভাষা করে যেমন উচিত।
বলে নাথ যাও রণে না ডরি তাহায়
যবনে নিহত করি বাঁচাও রাজায়।
রহুক এথায় পুত্র কর্ণ মহাবীর

যদিও যুবক সেই কোমল শরীর
চিতোরের কেশ স্পর্শ কার সাধ্য করে
আপনি চিতোর আমি রক্ষিব সমরে।
শুনিয়া ভূপতি কন কেন হেন কহ
চিতোরেত শত্রু নাই কিসের বিগ্রহ
নেত্র হতে অশ্রুনীর অমনি রাণীর
ধীরে ধীরে সিক্ত কৈল অঙ্গ অবনীর।
মহারাজ বুঝিলেন কোন ঝটিকায়
হইতেছে মহিষীর কম্পান্বিত কায়।
কিন্তু রণ আশে উষ্ণ ক্ষত্রিয় শোণিত
চিত্ত বৈকল্যের শান্তি করিলা ত্বরিত।
সাজিলা করাল সাজে উদ্ধারিতে দেশ
চলিলা দিল্লীর পানে দ্রুত চিতোরেশ
সঙ্গে রাণী পৃথাদেবী সতত কাতর
ভাবিয়া ভ্রাতার ভাবি দশা অতঃপর
আর চলে মহাবীর কল্যাণ কুমার
বিক্রমে অসুরনাশী দ্বিতীয় কুমার
এদিগে দিল্লীর পতি রাজন্য সমেত,
যুদ্ধ অনুষ্ঠান সব করে সমবেত,
যখনি শুনিলা রায় আসিছে সমর
উল্লাস সম্ভাষ আশে চলিলা সত্বর।
কি কব সে মহাকাণ্ড আর কি তা হবে
আর কি ভারতপুত্র মাতিবে আহবে?
দুই নরপতি যবে রাজপথ দিয়া
পশিলা নগরে, ফুল্ল পুরবাসী হিয়া
অরাতি আক্রম ভয়ে ছিল সশঙ্কিত
সমরের মূর্ত্তি হেরি হইলা হর্ষিত।

মহাশৈব চিতোরেশ শান্ত স্থির রূপ
গলে রুদ্রাক্ষের মালা শোভিছে অনুপ।
কপালেতে ত্রিপুণ্ড্রক শ্মশ্রু সুবিপুল
হেরি নাগরিক যত আনন্দে আকুল।
দুই হস্তে অর্থ বৃষ্টি করি চিতোরেশ
দীনের হৃদয়ক্ষেত্রে লভিলা প্রবেশ,
সদাশিব সতুদার চিতোর ভূপতি
সমাদরে পৃথ্বীরাজ কৈলা বহু নতি,
প্রাণাধিক ভালবাসা দুই মহারাজে
রুধিরে রাখিতে দেশ দুই বীর সাজে।
বিতরিলা দুগ্ধ পাত্র সহস্র উপর
মাঙ্গল্যের তরে ক্রিয়া হইল বিস্তর,
সুসজ্জায় নৃত্যগীতে সপ্তাহ গুঞ্জিল
ক্রমশঃ শত্রুর রেখা দরশন দিল।
দিল্লীপতি যাত্রাপূর্ব্বে সংযুক্তার কক্ষে
গেলেন বিদায় লতে বাষ্পসিক্ত চক্ষে
এবারে প্রবল বড় অরাতি দুর্জ্জন
বুঝিবা হারাব ইথে রাজ্যপাট ধন।
শুনি দেবী কহিলেন গরজি গভীর
যাও অবিলম্বে রণে ক্ষত্র মহাবীর
রাজ্য বা জীবন কিম্বা ধন পরিজন
কোন্ কালে ক্ষত্রিয়ের চিন্তার কারণ,
পালিবে বীরের ধর্ম্ম রাখিবে হে যশ
অতঃপর রাজ্য যায় যাবে দৈববশ,
যদি প্রভু পর-অস্ত্রে প্রাণ তব যায়
এ দাসী তোমার সনে জ্বলিবে চিতায়
যাবে সেই ধন্য ধামে সেবিতে ও পদ

কি ছার এ বিনশ্বর ভবের সম্পদ।
এত যদি কহিলেন সংযুক্তা সুন্দরী
সহস্র চুম্বন রায় দিলা মুখোপরি।
চলিলেন দিল্লীপুরী পরিহরি রায়
যে পুরী প্রবেশ নাহি কৈলা পুনরায়।
রহিলা সংযুক্তা সতী বারি মাত্র পিয়া
সমর-বিজয় হেতু ইষ্ট দেব ধিয়া।
এ দিগে উভয় সৈন্য আসি স্থানেশ্বরে
উপযুক্ত অবসরে ভেটিলা সমরে।
প্রবল সৈন্যের বলে দৃপ্ত দিল্লীপতি
রোধিল চৌদিগ হতে অরাতির গতি।
রুদ্ধ কুঞ্জরের মত সাহাবুদ্দীঁ বীর
আছাড়িছে হিন্দুগণে হইয়া অধীর
ক্রমে সৈন্যক্ষয় হল যুঝিবেবা কত
বুঝিবা হইল পুন পুর্ব্বাবস্থা মত।
বিপুল কৌশল ধরে যবন সেনানী
পলাইলা ব্যূহ ভেদি পরাজয় মানি,
দূরে গিয়া পুন করে সেনা সন্নিবেশ
দৃঢ় চিত্ত অনলস রণে যবনেশ।
ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন দিল্লীপতি দৃপ্ত
সাহাবে লিখেন যুদ্ধে না হইতে লিপ্ত।
"এই বেলা চলে যাও ওহে যবনেশ
নির্ব্বিঘ্নে যাইবে কেহ না ছুঁইবে কেশ।
রণ আশা না করিহ মনে কিছে নাই
ভারতে তোমার জন্য না মিলিবে ঠাঁই।"
শুনি ঘোরী বীর ধূর্ত্ত বাঁধিলা কৌশল
জিনিতে হিন্দুর বল প্রকাশিয়া ছল।

উত্তরে লিখিলা বীর "ফিরিতে বাসনা
কিঞ্চিৎ সময় যাবে গুটাইতে সেনা
তার পর স্বদেশেতে যাব হিন্দুরাজ
তব সনে যুদ্ধে মম নাহি কিছু কাজ।"
এ বার্ত্তা পৌছিল যবে হিন্দুর শিবিরে
আনন্দের কোলাহল করে সব বীরে।
ভাবিলেন পৃথ্বীরাজ ভীত মুসল্মান
উচিত নহেক তার করা অপমান
যাক্ সে স্বদেশে ফিরে বিঘ্ন বিবর্জ্জিত
হউক নগর মাঝে বাদ্য নৃত্য গীত।
এত যদি অনুমতি হইল রাজার
নগরে আনন্দ স্রোত উথলে অপার
তমস্বিনী গাঢ় মসী প্রকৃতির অঙ্গে
যত ঢালে তত মাতে আনন্দ তরঙ্গে।
হায় কি কুক্ষণে তারা হাসিল সে হাসি
ফুরাল চিরের তরে সে সুধার রাশি,
আর শির না তুলিল হিন্দুর সন্তান
আর হাসি না হাসিল পূর্ণ করি প্রাণ!
অসতর্ক নাগরিক পাইয়া সন্ধান
যবন সুগুপ্ত ভাবে হল আগুয়ান,
সহসা দুরন্ত বেগে কৈলা আক্রমণ
হিন্দুর নেত্রের ঘোর ঘুচিল তখন।
অতর্কিত আঘাতে পড়িলা বহু বীর
বহিলা দিল্লীর পথে অজস্র রুধির
শুনিয়ে দারুণ বার্ত্তা পৃথ্বী নরপাল
শিরে কর হানে ক্রোধে যেন হল কাল।
ধিক্ রে রাক্ষস ধূর্ত্ত কপট আচার

ধিক্ তোর বীর ধর্ম্মে ধিক্ শতবার
অথবা কেনই তোরে দোষী করি বল
জানিত নীচের ধর্ম্ম বল নহে ছল।
ধিক্ মোর মূর্খতায় বিশ্বাসি পামরে
হায় হায় কি করিনু কি হইবে পরে,
ভারতে মনুষ্য নাই বল বীর্য্য হত
সকলে কপটী নীচ জয়চন্দ্র মত।
কে আর যবন সনে যুঝিবে সমরে
সকলে যবন গ্রাসে আসিবেক পরে
কিন্তু সে ভাবনা ভাবি কি করিব আর
উচিত দানব দাপে শত্রুর সংহার।
ভাবিতে ভাবিতে বীর ক্রোধে কম্পমান
কার সাধ্য সম্মুখেতে হয় আগুয়ান,
ক্রোধে দুঃখে পরিতাপে উগ্র নরপতি
চালাল দুরন্ত বেগে সৈন্যের সংহতি
কাট কাট যবনেরে মার মার ধ্বনি
ক্ষুরধার অস্ত্র বৃন্দে ছুটিল অশনি
নিবিড় প্রচণ্ড চাপে পেশিত যবন
খণ্ড খণ্ড হয়ে দেহ পড়ে অগণন।
এ ঘোর সংহার কাণ্ডে নিশি অবসান
অনাহারে বীরগণ ঢালিতেছে প্রাণ,
পলাইল ঘোরী বীর পুনঃ থানেশ্বরে
গজনী হইতে সৈন্য মিলে থরে থরে।
পুন তথা মহারণ হিন্দু মুসল্মানে
নিঠুর নিশিখ চয় পরস্পরে হানে।
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত শত্রুচয়
ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু বীর লিপ্ত করি রয়।

সমর রহিল লিপ্ত খৃষ্টিয়ান সনে
অতীব দুৰ্দ্ধর্ষ তারা সর্ব্বজয়ী রণে
কিন্তু সমরের মুষ্টি বজ্র সম যোধে
তাহে ধৃত অসিঘাত কার সাধ্য রোধে
ক্রমে খৃষ্টিয়ানগণ পাইল বিলয়
একে একে সমরের সেনা হল ক্ষয়
কিন্তু বীর ক্ষত্র-অস্থি টলিবার নয়
অযুত মাতঙ্গ বলে যুঝিল নির্ভয়।
যবনেশ যত সেনা করিছে প্রেরণ
সমরের ক্ষিপ্র অসি করিল হনন।
কিন্তু বিধাতার লিপি কে খণ্ডাতে পারে
আচ্ছন্ন হইলা বীর শত্রু অসি ভারে।
তনয়ের সহ বীর ত্যজিল পরাণ
কাগারের কাল বারি বুকে দিল স্থান।
ক্রমে বীরগণ হত কাগারের তীরে
কি পবিত্র রক্ত হায় পড়িল সে নীরে!
শত্রু হস্তে পড়িলেন পৃথ্বীরাজ রায়
ভারত উজ্জ্বল মণি রহিলা কারায়
কিন্তু বহু দিন আর ভাবি অভিভব
বিষাদে যাপেন নাই ক্ষত্রিয় পুঙ্গব।
তুষিতে শোণিত-তৃষ্ণা ভারত-রতনে
বধিলা যবন দস্যু বিবিধ পীড়নে।
জয়োল্লাসে শত্রুগণে দিল্লী পানে যায়
আছেন গোবিন্দ রায় দিল্লীর রক্ষায়,
যথাসাধ্য ভুজবীর্য্য দেখাইল বীর
পরধন হারী দস্যু হইলা অধীর
শেষে ক্রোধে ঘোরী দস্যু লইয়া বল্লম

গোবিন্দের মুখোপরি বিঁধিল বিষম
দন্তচ্ছেদ হয়ে গেল সেই তীক্ষ্ণাঘাতে
জয়চিহ্ন লৈল দস্যু সেই দুই দাঁতে।
দেশহিতে ত্যজি প্রাণ বীর সমুদয়
একে একে স্বর্গপুরে লইলা আশ্রয়।
রাখিতে দিল্লীর সেই বিশাল ভবন
নাহি আর ক্ষত্রবংশে বীর একজন।
এক এক পরিবার এমনি মরিল
বংশে দিতে বাতি আর কেহ না রহিল।
পাইতে পতির শব ক্ষত্র নারীগণ।
উন্মাদিনী হয়ে করে সর্ব্বত্র ভ্রমণ।
আইলেন পৃথা সতী পতিশোকে ম্লান
তাহে ভ্রাতৃশোক আর কত সবে প্রাণ।
রাজ্য নাশ বন্ধু নাশ সর্ব্বনাশ হ'ল
কে আর জুড়াবে জ্বালা বিনা সে অনল।
বিহ্বল হইয়া রামা পশে হুতাশন
স্বর্গধামে পতি সঙ্গে লভিতে মিলন।
উপবাস-পরিম্লান সংযুক্তা সুন্দরী
বিবশা ভ্রমিছে পথে পতিমুখ স্মরি
সদা অনুচরগণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে
নিষ্ঠুর যবন পাছে স্পর্শে সে শরীরে
কহিলা সংযুক্তা তবে অনুচরগণে
যাও একবার গিয়ে কহ সে যবনে
যদি দয়া করি দেন পতিদেহ মম
রক্ষা করিবেন তিনি নারীর ধরম।
নারীর মিনতি বাক্য শুনি বীরবর
অর্পে ক্ষত শত সহ পৃথী কলেবর।

হায় সেই কমনীয় মধুর মূরতি
সে চারু শরীর পরে এ হেন দুর্গতি
সহিতে না পারে সতী মুদিল নয়ন
পুন শোকভরে শবে করে আলিঙ্গন।
কোথায় নাথের সেই কর্ণ-আভরণ
তা বিনা এ মুখপদ্ম না হয় শোভন।
যাও অনুচরগণ যবন সকাশে
সে দুটী ফিরায়ে দেন কৃপা পরকাশে
উত্তরিলা যবনেশ কঠোর বচনে
রাজচিহ্ন পৌত্তলিকে ফিরাব কেমনে।
ঈশ্বরের অনুমতি ঈশ্বরের দাস
লভিবে পৃথিবী, করি পৌত্তলিক নাশ।
যদি রাজচিহ্ন দিই পৃথ্বীরাজ কাণে
ঘৃণায় হেরিবে মোরে সব মুসল্মানে।
শুনি নিদারুণ বাণী পতিপ্রাণা সতী
মরমে পাইল ব্যথা গুরুতর অতি।
এখন পতির পরে জিয়ে যতক্ষণ
আর কিবা আশা করি ব্যতীত বেদন।
আভরণ হীন কর্ণ হেরি ঘন ঘন
অশ্রুভারে মহিষীর ভাসিল নয়ন।
পরে সেই শব ক্রোড়ে পশিলা অনল
জুড়াল সকল জ্বালা হইলা শীতল।
স্মরহ ভারত-পুত্র সে অশুভ দিন
পৃথ্বীরাজ পঞ্চ পঞ্চে হইলা বিলীন।
বর্ত্তমান অবস্থায় কি গর্ব্ব করহ
দেশহিতে প্রাণ দিলা তাঁহারে স্মরহ।
যখন তর্পণ কর তটিনীর নীরে

এক বিন্দু জল দিও পৃথ্বী ভূপতিরে।
যবে গয়াধামে যাবে পিতৃ উদ্ধারিতে,
এক পিণ্ড দিও ভাই পৃথ্বীর তৃপ্তিতে।
যে দেশে যখন যাবে গেও কবিকুল
কেহ পূজনীয় নহে পৃথ্বী সমতুল।
গাও হে গায়কগণ পৃথ্বী গুণ গান
শুনি সেই পুণ্য কথা জুড়াক পরাণ।
তখনি নয়ন হয় পরম সুন্দর
যবে অশ্রু ত্যজে হেরি অপরে কাতর।
তখনি সে করযুগ হয় মনোহর
দুখিরে দ্রবিণ দানে যবে অগ্রসর।
তখনি এ ছার দেহ সার্থকতা ধরে
যখন পতিত হয় স্বদেশের তরে।
ধন্য পৃথ্বীরাজ ধন্য বন্ধু বীরগণ
স্মরি তোমাদের কীর্ত্তি পবিত্র জীবন।

কনোজ সুন্দরী

বা সংযুক্তা

ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১১৮০—১২০০)

ঐতিহাসিক অংশ।

তবকাতিনাসিরী, টডের রাজস্থান ও কবি চন্দ কৃত
পৃথ্বীরাজ রাসো কাব্য হইতে সংগৃহীত।



অপুত্রক অনঙ্গপাল দিল্লীর তুয়ার বংশের শেষ রাজা। তিনি দুই কন্যাকে নিকটস্থ দুই রাজার সহিত বিবাহ দেন। এক আজমীরের চৌহান রাজা, দ্বিতীয় কান্যকুব্জের রাঠোর রাজ। প্রথমের পুত্র পৃথ্বীরাজ, দ্বিতীয়ের পুত্র জয়চন্দ্র। অনঙ্গপাল আজমীর বংশের নিকট বিশেষ উপকৃত ছিলেন এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসন দেন। এই হেতু জয়চন্দ্রের বিদ্বেষ ও তাহার পরিণাম ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতি। সাহাবুদ্দীঁ ঘোরী প্রথমতঃ আম্বেররাজ পূজন কর্ত্তৃক মুলতানের নিকট পরাজিত হন। পরে স্বয়ং পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। ক্ষমাশীল হিন্দু নৃপতি এক মাস তিন দিনের পর তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। তাহার ফল স্বরূপ মুসলমানের জিঘাংসায় জর্জরিত হন। সংযুক্তা জয়চন্দ্রের কন্যা। ইহাঁকে হরণ করিয়া আনিবার সময় পৃথ্বীরাজ বিস্তর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে আম্বেররাজ পূজন মরেন। এ সকল "পৃথ্বীরাজ রাসোতে" উজ্জল অক্ষরে গীত হইয়াছে।

দেবল দেবী।

ধন্য সেই নারী যেই দেশের কারণ
বক্ষের সন্তানে করে সংগ্রামে প্রেরণ।
ভারত রতন খনি, নানা রত্ন তায়
কালের বিচিত্র পটে শোভিত প্রভায়।
আছিল দেবল দেবী তারি এক রত্ন
কবির উচিত তুলি রাখে করি যত্ন।
যখন সংযুক্তালয়ে পৃথ্বী মহাবীর
দিল্লী পথে ফিরিলেন প্রতাপে মিহির।
বহু নৃপ পথি মধ্যে বিপক্ষতা করে
তাহাতে চৌহান সৈন্য অতিশয় মরে।
মাহোবার অধীশ্বর যশোরাজ নাম
অকারণে পৃথ্বী প্রতি আছিলেন বাম।
তাঁর আক্রমণে ক্রুদ্ধ পৃথ্বী মতিমান
চাহিলা করিতে তাঁর শাসন বিধান।
দিল্লীতে ফিরিয়া বীর বিলম্ব না করে
শাসিতে, মাহোবা, সৈন্য ভেজিলা সত্বরে।
যশোরাজ ইতিমধ্যে রাজ্য পরিহরি
শাসিবারে গিয়াছিলা বন্য যত অরি।
তাই রাণী পৃথ্বীরাজে ভেজিলা লিখন
এক মাস সম্বরহ পরে করো রণ।
পতিদেব নাই রাজ্যে গেছে গণ্ডোয়ানে
বিদূরিত করিবারে গণ্ড দস্যুগণে।
সেনানী উদিলা আলা আছে স্থানান্তর
এ সময়ে চোহানের অযোগ্য সমর।
দেখি লিপি চৌহান প্রকৃত বীরাশয়

এক মাসে মাহোবা আক্রমে ক্ষান্ত হয়
কেন বিনাফর বংশে আলা ও উদিলা
যশোরাজ ভূপতির কর্ম্ম ছাড়ি দিলা ?
এই কথা পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিলা চন্দে
কহে কবি সব কথা প্রমাণ প্রবন্ধে।
"আছিল ঘোটকী এক আলার আলয়ে,
দৈবাধীন যশোরাজ দেখিলা সে হয়ে ;
হইল বাসনা বড় লইতে তাহার
উপযুক্ত মূল্য দিয়া উদ্দেশ্য জানার
প্রিয় অশ্ব ত্যজিতে না চাহে বিনাফর ;
বিষম আক্রোশে রাজা কৈলা দেশান্তর।
জননী দেবল দেবী অনুজ উদিলা
সহ আলা বীরবর নির্ব্বাসিত হৈলা।
বহু দিন নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া
অবশেষে কান্যকুব্জে যুটিল আসিয়া।
তাদিগে কনোজপতি আদর করিয়া,
নিজ রাজ্যে বহু দিন দিলেন রাখিয়া।
চৌহানের আক্রমণ মাহোবা উপর,
যথাদিনে প্রচারিত কনোজ নগর।
শুনিয়া চারণদেব কহিলা আলায়
উচিত বীরেন্দ্র তব যাত্রা মাহোবায়
বিপন্ন তোমার রাজা এ হেন সময়
পূর্ব্ব অপমান স্মরা উচিত না হয়।
শুনিয়া আলার চিত্তে দুই ভাব হয়
যাইব কি না যাইব না পায় নিশ্চয়।
উদিলা কহিলা হেনকালে কোপ স্বরে,
সে রাজার রাজ্যে যেতে চরণ না সরে

অপমান করি দুষ্ট আমা সবাকায়
কোন্ দোষে নির্ব্বাসিত কৈল বল রায়
কখন যাবনা মোরা পাপরাজ্যে তার
যাক্ মাহোবার ভূমি হয়ে ছার খার।
শুনিয়া এতেক বাণী দেবল দেবীর
নিঃসরিলা মুখে বাণী জলদ গম্ভীর।
হা ধিক্ তনয় তোরে বৃথা ক্রোড়ে ধরি
বৃথা পিলাইনু দুগ্ধ বক্ষ ছিন্ন করি।
আমার শোণিতে তুই কলঙ্ক ঢালিলি,
বিপদে আপন রাজ্যে ত্যজিতে চাহিলি।
অনুজ্জ্বল করিলি ক্ষত্রিয় বীরনাম,
হউক দেবতাগণ তোর প্রতি বাম।
শুনি জননীর এই তিরস্কার বাণী,
বীরদ্বয় নিরবিল হৃদে লাজ মানি।
পুনঃ লম্ফ দিয়া কহে কোথা সে চৌহান,
সমুচিত প্রতিফল করিব প্রদান।
এত বলি মায়ে পুতে মাহোবা চলিল
সমাদরে যশোরাজ সকলে তুষিল।
কহিলেন রাজা বৎস, এসেছ তোমরা
সম্রাজ্যের স্তম্ভদুটী বিনা আমি মরা।
চৌহান দুরন্ত বড় জয় আশা নাই,
উচিত কি নহে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাই।
শুনি কোপে জ্বলি আলা কহিতে লাগিল,
এই কি বাসনা রাজা মনো মাঝে ছিল?
জাননা কি বীর ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর
দেশহিতে প্রাণ দিতে করিতে সমর।
যে জন রাজ্যের ভয়ে চুম্বে শত্রুকর

ঘোর নরকেতে তার গমন সত্বর,
যে জন করিবে রণ করি প্রাণপণ
ত্রিদিবের উচ্চ স্থানে তাদের গমন।
আগে আমাদিগে রাজা পাঠাও সমরে
আগে হত করি শত্রু যাই মোরা ম'রে,
তার পর যাহা ইচ্ছা করো মহাশয়,
আমাদের সে সকল শুনিতে না হয়।
কহিলেন রাণী, বৎস না হও উদ্ধত
বিবেচনা না করিলে রাজ্য হয় হত।
শুনি কহে উদিলা মাহোবা মহিষীরে,
যদি এত ভয় কেন রোধিলে পৃথ্বীরে ?
তখন নিষ্ঠুর হয়ে আহত সেনায়,
আক্রমি নাশিলে রাণী ত্যজি করুণায়।
সমর সাধন তরে এসেছি আমরা
সন্ধির প্রস্তাব শুনি হইলাম মরা।
কহিলা তখন আলা, বীরের এ রীত
সমরে ত্যজয়ে প্রাণ বুঝি সমুচিত।
রহিবে অনন্ত যশ অবনী ভিতর
দেহান্তে অচিরে যাব অমর নগর।
শুনি বালকের বাণী রাণী হরষিত
করে শির পরশি আশীষে যথোচিত।
কহিলা দেবল দেবী যাও পুত্রদ্বয়
যেন স্তনদুগ্ধ মোর উজলিত রয়।
কিছু ক্ষতি নাই প্রাণ যাইলে সমরে
কিন্তু অধোমুখ হয়ে নাহি এস ঘরে।
এত যদি কহিলেন বীর-প্রসবিনী
কহিলেন আলা বাণী সুধা-প্রস্রবিণী

হীন অনুমান মাত না কর মোদিগে
ফিরিব সমরে হারি ভবনের দিগে।
তোমার উদরে মাত জনম যখন
এ বৃথা আশঙ্কা হৃদে না কর কখন।
মন্দাকিনী জলে কভু জন্মে কি কণ্টক
রবির কিরণে কিগো সম্ভবে উদক।
জীবন করিয়া খেলনক সম জ্ঞান
সমরে আমরা মাত করিনু প্রয়ান
শোণিতের স্রোতস্বতী করিয়া সৃজন
তার মাঝে করিব গো দেহ বিসর্জ্জন।
যখন অসির পরে অসির আঘাত
হবে এ দেহের পরে হবে রক্তপাত;
যে বিমল সুখলাভ হবে সে সময়
বিলাসে বিভবে মাত কভু তা না হয়।
শুনি তনয়ের বাণী শির চুম্বি সুখে
বিদায়িলা পুত্রে মাতা অমলিন মুখে
পুন কহিলেন দেবী দেবতা সকলে
অক্ষয় কীর্ত্তির আশে পুত্র দ্বয় চলে
যদি রণে কলেবর করে পরিহার
বন্ধ নাহি করো যেন ত্রিদিব দুয়ার।
ইতিহাসে এ রণের বিশেষ বর্ণন
আলা উদিলার যাহে হইল নিধন।
রাখিয়া অতুল কীর্ত্তি বীরের সমাজে
লভিয়া পরম পদ বিকুণ্ঠে বিরাজে।

আলা ও দিলা।



ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১১৭০-১১৯৫)

ঐতিহাসিক অংশ।

এই ইতিহাসটুকু টডের রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত।

জর্ণাল অব্ সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়াতে জানা যায় যে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক মাহোবা বিধ্বস্ত হইলে তথাকার রাজপুতগণ বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। এখনও তাহাদের বংশ বর্ত্তমান আছে।

কর্ম্মদেবী।

সমরে অসম শূর সমর স্থকৃতি
শোণিতের ধারা সনে আলিঙ্গিলা ক্ষিতি।
মহিষী তাঁহার কর্ম্মদেবী গুণবতী.
পতি পদে ধ্যান জ্ঞান পতি পদে মতি
অনুমৃতা না হলেন এতেক ভাবিয়া
চিতোর রক্ষিতে এবে কে বাঁধিবে হিয়া।
দুই সূর্য্য অস্তমিত ভারত আকাশে,
অপর নক্ষত্র চয় ম্লান অরি ত্রাসে,
এখন উচিত নহে সতীধর্ম্ম তরে,
স্বরাজ্য সঁপিয়া যাই অরাতির করে।
যাও নাথ পুণ্যধামে, তোমার দয়িতা
শত্রুর দলন হেতু হল দৃঢ়চিতা।
ক্ষমিবে হে অপরাধ দেশের কারণ
তোমার সন্নিধি গতি হল না এখন।
দৃঢ়মতি ক্ষত্রপত্নী স্বরাজ্য রাখিতে
নানাবিধ সদুপায় চিন্তিলেন চিতে।
ডাকিয়া প্রকৃতি বর্গে সম্ভাষেণ রাণী
সমরের সনে হত অনেক সেনানী।
প্রস্ফুটিত পুষ্পচয় পেয়েছে বিলয়
কলিকা লইয়া কিসে হবে শত্রু জয়।
শুনি শিহরিয়া কায়, অভিমান-বারি
প্রকৃতি পুঞ্জের নেত্রে পড়ে সারি সারি।
কহে "মাত একি আজ্ঞা করেন আপনি
কিসের সে ক্ষুদ্র শত্রু কিছু নাহি গণি,

প্রতারণাপটু শঠ দুষ্ট দুরাচার
কাপট্যে হিন্দুর রাজ্য কৈল ছার খার,
সম্মুখ সমরে মাত আছে সাধ্য কার
এ দৃপ্ত সিংহের অগ্রে হয় আগুসার।
চিতোরের মহাদুর্গ অজেয় অক্ষত
তাহে মোরা রক্ষী আছি রাক্ষসের মত
রক্ত পান করি যদি যবনেরে পাই
কশাই বধিতে মোরা হইব কশাই।"
এত যদি প্রজাপুঞ্জ কহিল সরোষে
রাণীর নয়নে অশ্রু আইল হরষে।
অহো প্রিয় পুত্রগণ চিতোর ভূষণ
কি ভয় তোমরা যবে কৈলে প্রাণপণ।
যদি সতী গর্ভে আমি জনমিয়া থাকি
যদি পতিপদে ধ্যান এক মনে রাখি
তবে হে তনয়গণ অক্ষয় শরীরে
লৌহ সম প্রবেশিবে শত্রুর শিবিরে
ছিন্ন ভিন্ন করিবে হে শত্রু সেনাচয়
প্রভাত শিশির সম হবে তারা ক্ষয়।"
এদিগে দিল্লীর মাঝে হেরি বিপরীত
হিন্দুয়াণী নাশিতেছে যবন কুরীত,
মন্দির ভাঙ্গিয়া করে মস্‌জিদ গঠন
উপবীত কাড়ি লয় পাইলে ব্রাহ্মণ,
বড় বড় হিন্দুঘর করি ছার খার
রূপসী ললনাগণে কৈলা আপনার,
কেহ আর্ত্তনাদ করে কেহ মরে শোকে
কেহ বা পড়িয়ে গেল শত্রুর কুহকে।
করিয়া দিল্লীর হেন ভীষণ দুর্গতি

ধাইল গজনী বীর কনোজের প্রতি
জাতিশত্রু জয়চন্দ্র ঈর্ষ্যাবশ হয়ে
শত্রু সনে মিলিছিল পৃথ্বী-বধাশয়ে।
এখন উচিত শাস্তি পাইল অধম
নির্ম্মম যবন হস্তে ঘুচিল ভরম।
শার্দ্দুল বৃষের মিত্র কভু নাহি হয়
কাল অস্ত্রে জয়চন্দ্রে দিল যমালয়।
আরো কত রাজ্য নাশ করিল যবন
কুতবে অর্পিল শেষে দিল্লী সিংহাসন।
সাহাবুদ্দীঁ স্বরাজ্যেতে করিয়া গমন
অল্প কাল গতে গেল যমের সদন।
কুতব একক যবে সম্পূর্ণ স্বাধীন
সম্রাট উপাধি লয়ে হইলা আসীন।
আপনিও মহাবীর প্রহরণ বলে
সন্নিহিত হিন্দুগণে আনিলা কবলে,
জোনপুর বেহার বাঙ্গালা আজমীর
সব স্থানে আধিপত্য বাড়াইল বীর
স্বধর্ম্মে সুদৃঢ়মতি পরধর্ম্ম নাশী
হিন্দুর সন্তাষ অসি, মুসল্মানে হাসি।
হিন্দুর পরাণ বধ, মুসল্মানে দান,
অমনি মৌলবীগণ করে গুণ গান।
চিতোরের তরে বীর হইল লোলুপ
ভুলে নাই কি যুঝিল চিতোরের ভূপ।
না জানি সে বীররাজ্য কেমন সুন্দর
সার্থক জীবন হলে তার অধীশ্বর।
অগণিত সৈন্য ঠাট সাজিল ত্বরিত
গজবাজী পদাতিক সাজে অগণিত

অসংখ্য করীর কায়ে সমুদ্রের ভ্রম
পশ্চাৎ তুরগ শোভে তরী অনুপম।
জয়ের আশায় গর্ব্বী যবন সৈনিক
চলে ধূলি সমাচ্ছন্ন করি চারিদিক।
এ বারতা যখন পৌঁছিল মহিষীরে
অবিলম্বে ডাকা'লেন প্রধান মন্ত্রীরে
কন, স্বরে পিককুলে তিরস্কার করি,
চিতোরে রহিব কিম্বা যাব যথা অরি।
শুনি বদ্ধপাণি কহে প্রধান সচিব
এখানে বসিলে হবে অশেষ অশিব;
অসহায় প্রজাকুলে পীড়িবে যবন,
সে সময়ে তাহাদের কে করে রক্ষণ।
এত শুনি কন রাণী, শুন মন্ত্রীবর
বিলম্ব না সহে আর চলহ সত্বর।
অর্দ্ধেক সৈন্যেরে রাখ নগর রক্ষণে
অর্দ্ধেক লইয়া চল শত্রু-সংহননে।
এই আজ্ঞা দিয়া রাণী সাজিলা ত্বরিত
সুন্দর তুরগ এক করিলা সজ্জিত।
তার পরে বীরজায়া শোভে অনুপম
দুই করে করবাল কালিকার ভ্রম
অনাবৃত কেশপাশ মেঘমালা সম
পূর্ণচন্দ্র মুখোপরে শোভিলা পরম।
আপনি আগতা রাণী হেরি প্রজাগণ
চিতোরে ক্ষণেক রহে নাহি করে মন।
এই দেবী যথা যাবে মোরা তথা যাব
পরাণ আহুতি দিয়া পরমার্থ পাব।
এত যদি গোলমাল হইল কটকে

বুঝাইয়া মন্ত্রীবর রাখিলা কতকে।
বীরনাদে নগরীর সীমা পরিহরি
চলিল সৈন্যের ব্যূহ যথা আছে অরি।
বহুদেশ অতিক্রমি আম্বের প্রদেশে
হইল চিতোর সৈন্য উপনীত শেষে।
বড় বড় রাজপুত যোগ দিল দলে
জাতিশত্রু দমনে সবারি অঙ্গ জ্বলে।
ঘোর রবে সৈন্যগণ বীরনাদ রটে
ক্রমে অরাতির রেখা নিকটে প্রকটে।
কুতব বারণ পৃষ্ঠে মানিল বিস্ময়
কে আইল এ বিজনে লয়ে চমূচয়!
তখনি সম্বাদ লতে পাঠাইলা দূত,
দূত ফিরি কুতবেরে কহিলা অদ্ভূত।
সমর মহিষী কর্ম্মদেবী বীরনারী
আপনি আয়ুধ লয়ে রণের ভিখারী
ছলের সময় নাই বুঝিয়া যবন
আজ্ঞা দিল যুঝিবারে করি প্রাণপণ
অমনি উভয় সৈন্য আঘাতে উভয়ে
দুই সিন্ধু মিলে যেন বন্ধচ্ছেদ হয়ে।
অথবা মন্দার দ্বয় অন্যোন্য প্রপাতে
অমোঘ অমর্ষ অগ্নি উড়াইল বাতে
কাট্ কাট মার মার বেঁধ ছেঁড় টান
বল্লম বসায়ে বুকে কেড়ে লয়ে প্রাণ
খেঁত কর, চেপে ধর, মার রে মুষল
ছুড়ে ফেল—টিপে মার—যার যত বল
ইয়া আল্লা রসুরাল্লা ভবানী ভৈরব
দামামা দগড়া বাজে প্রলয়ের রব।

বাজিছে তাহার সনে অস্ত্র ঝনৎকার
মুষল মুদ্গর গদা বল্লম প্রহার,
কে কোথায় পড়ে মরে কেবা কার ঘাড়ে
অমোঘ আক্রোশ যেন যোঝে ষাঁড়ে ষাঁড়ে।
দেখিতে দেখিতে ক্ষীণ যবনের বল
কুতব প্রমাদ গনি পড়ে ক্ষিতিতল,
পুন উঠি ধৈরযরে দিল হৃদে স্থান
অপমানে অবনত বিশুষ্ক বয়ান,
হা ধিক রমণী হস্তে হল পরাজয়
কি বলি দিল্লীতে গিয়া দিব পরিচয়
অথবা সে ভাবনায় আশু নাহি ফল
এখন সন্ধির চেষ্টা করাই মঙ্গল
এত ভাবি অবনতি স্বীকার করিয়া
পরাজয় পতাকায় দিল হেলাইয়া।
অমনি রাখিল অসি কোষে রাজপুত
শত্রু সনে মিলি গেল হয়ে হর্ষযুত।
মহারাণী এই আজ্ঞা করেন বিচারি
আজ হতে রাজ্যসীমা যমুনার বারি
এই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লিখিলে যবন
এখনি অমার মন্ত্রী করিবে গ্রহণ।
অবমানে নতশির যবন নৃপতি
তাই ধার্য্য করি শেষে পান অব্যাহতি।
অবসর পেয়ে রাণী চলে থানেশ্বরে
যথায় কাগার কূলে পতিদেব মরে।
মহাবীর সমরের দিয়া তিল জল
পাইলা পরম প্রীতি গাইল মঙ্গল,
নয় জন নরপতি ছিল রাণী সাথ

বন্ধুগণে স্মরি তথা কৈল অশ্রুপাত
অর্পিলা তণ্ডুল তিল বান্ধবের তরে
কেহ বা শোকের গীত গায় উচ্চৈঃস্বরে।
সপত্নী পৃথায় স্মরি খেদে কন রাণী
ধন্য পুণ্যবতী সতী জগতে বাখানি
পতি পার্শ্বে স্বর্গপুরে আছলো কৌতুকে
রহিলা এ অভাগিনী বঞ্চিবারে দুখে।
পরে সংযুক্তার কথা করিয়া স্মরণ
শোক-অশ্রু-ভারাক্রান্ত হল দুনয়ন।
ছিলে বালা ভারতের সম্রাট মহিষী
পরিণামে পশিলে হে ঘোর দুখ নিশি।
ছিলে পতিগতপ্রাণ গেছ পতিপাশে,
নিজগুণে ছেদিয়াছ ভবের এ পাশে।
শোকের কারণ নাই তুমি বীরজায়া
বীরত্ব দেখায়ে ত্যজিয়াছ কমকায়া।
এইরূপে কর্ম্মদেবী হরিষ বিষাদে
কাগারের কার্য্য সারি ফিরে নির্ব্বিবাদে,
পরে আনন্দেতে গেলা আপন নগরে
উৎসব বাদিত্র নৃত্য হল ঘরে ঘরে
বীরধর্ম্মে রত যত দিন নর রয়
কত দিন তাহার বিপদ স্থায়ী হয়?

কর্ম্মদেবী।

ঘটনাসময় অনুমানিক খৃঃ (১২০০—১২১০)

ঐতিহাসিক অংশ

টডের রাজস্থান হইতে সঙ্কলিত।

কুতবউদ্দীনের সহিত কর্ম্মদেবীর যুদ্ধ ফেরিস্তাও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন টডের এইরূপ অনুমান। যাহা হউক এই যুদ্ধও অতি ভয়ানক হইয়াছিল। নয় জন রাজা কর্ম্মদেবীর সহায়তা করিয়াছিল, অধিকাংশই মিবারের সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহাতে কুতব সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। যুদ্ধ আম্বেরের সন্নিকট ঘটিয়াছিল। তৎকালে আম্বেরের রাজগণ চিতোরের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন ও সর্ব্বদা তাহার অনুগত ছিলেন।

পদ্মিনী।

চিতোরে লক্ষ্মণসিংহ বালক যখন
ভীমসিংহ করে রাজ্য আছিল অর্পণ
ভ্রাতৃপুত্রে স্নেহবান্ ভীমসিংহ রায়
সকলে সন্তুষ্ট রাখি পালেন প্রজায়
ক্রমে এত অনুগত হল প্রজাগণ
লক্ষ্মণ বয়স পেয়ে রাজ্য নাহি লন
শুধুমাত্র রাজোপাধি করিয়া গ্রহণ
পিতৃব্যের করে সব করেন অর্পণ
ভীমের মহিষী ছিলা নামেতে পদ্মিনী
সিংহল দুহিতা তিনি রূপে কমলিনী,
রমণীতে চারি জাতি শাস্ত্রের কাহিনী
পদ্মিনী চিত্রিনী আর শঙ্খিনী হস্তিনী
পদ্মিনী রূপের ডালি গুণে স্বরস্বতী
কোমলাঙ্গী বন্ধুপ্রিয়া দয়াভক্তিমতী
শরীরে পদ্মের গন্ধ ছুটে অবিরাম
গুণবান্ পতি কভু নাহি হন বাম
পদ্মিনী[illegible] মত গুণ ছিল পদ্মিনীতে
এ হেতু পদ্মিনী নাম রাখিল পণ্ডিতে
ভীম সিংহ মহা সুখে সে নারীরে লয়ে
ভুঞ্জেন স্বরগ সুখ পার্থিব আলয়ে
পদ্মিনীর রূপযশ চৌদিগে বিস্তার
পৌঁছিল কর্ণেতে ক্রমে দিল্লী পাতশার

আলাউদ্দী পাঠান রাবণ সম দাপে
তার ভয়ে সে সময়ে হিন্দুস্থান কাঁপে
কেবল চিতোর রাজ্য কারোনা ডরায়
অসম প্রভুত্ব রাখে রাজপুতনায়
ঈর্ষ্যায় যবন পতি সদা ভাবে মনে
কিরূপে সাধিবে তার গৌরব হননে,
যবে পদ্মিনীর কথা শুনিল পাঠান
পশিল হৃদয়কেন্দ্রে খর স্মর বাণ
অগণ্য মহিষী শোভিয়াছে অন্তঃপুরে
কিন্তু পদ্মিনীর তরে মন কেন ঝুরে
এমনি অনঙ্গপীড়া কারে নাহি মানে
বিরহী, সংযোগী কিম্বা তাপসে সমানে
কিসে সে কমলমুখী করায়ত্ত হবে
কিসে সে স্বর্গের চাঁদ হৃদয়ে শোভিবে ;
এই চিন্তি অহর্নিশি খিলিজী সম্রাট
শূন্য ভাবে ধন জন শূন্য রাজপাট
অবশেষে কাম বশে হয়ে জ্ঞানহারা
লিখিলা ভীমেরে পত্র পাগলের পারা।
অহো চিতোরের পতি তুমি ভাগ্যবান্
স্বর্গের কুসুম তব হৃদে বর্ত্তমান
কিন্তু সে সুন্দরী যদি বাদশাহ লয়
কোন ক্ষতি নাহি তব হবে মহাশয়
দিব তোমা উচ্চপদ বহু রাজ্য পাবে
থাকিবে পরম মান্যে আমার প্রভাবে
সে আমার অঙ্কলক্ষ্মী যদি হয় ভাই
ধরা মাঝে তোমাকে অদেয় কিছু নাই।
সন্দেশ লইয়া দূত পৌছিলা চিতোর

যথা ভীমসিংহ যাপে পত্নী ভাবে ভোর।
পত্র পাঠ মাত্র করি বীর সকম্প শরীর
অভিমান ঘর্ম্মরূপে হইল বাহির
ক্রোধে সম্মুখের বস্তু দেখিতে না পান
দৃঢ় হস্তে বাদশাহে ধরিবারে যান।
পুনঃ সংজ্ঞা লাভ করি কহিলা রাজন
দূতেরে সম্ভাষি যথা উচিত ভাষণ,
অহো দূত কহ তব প্রভুর সকাশে
প্রস্রাব কুণ্ডেতে তার পত্রখণ্ড ভাসে।
দিল্লীশ্বর দূত মুখে শুনি এ সংবাদ
পদ্মিনী আশায় ভগ্ন গণে পরমাদ
লিপির দুর্দ্দশা শুনি জ্বলিলা হৃদয়ে
গণিলা লভিতে বামা রণের অশ্রয়ে।
প্রবল সে মহীপাল বিপুল কটক
অযুত নক্ষত্র দ্যুত ছুটিল চমক।
গভীর নির্ঘোষে বাজে সমর বাজনা।
চিতোরে উড়ায়ে দেয় এমন ধারণা।
এদিকে চিতোর বাসী শুনি এ বারতা
প্রকাশিছে রণ আশে দারুণ ব্যগ্রতা।
ছুটিছে সুতপ্ত বায়ু নাশা পথ হতে
আপনি উল্লাসে দেহ উঠে শূন্য পথে,
ক্রমে অরাতির সৈন্য দিল দরশন
রণমদে উল্লাসিত রাজপুত গণ
চিতোর নগর ছিল পর্ব্বত উপর
চৌদিকে প্রাকার ছিল ক্রোশাষ্ট প্রসর
সে প্রকারে নিম্ন হতে উঠে সাধ্যাকার
উঠিতে পড়িয়ে হয় অঙ্গ চুর মার

আলাউদ্দী চিন্তিলেন উপায় বিস্তর
মাটি কাটি ঢালু করি উঠিবে উপর
যত করে সমুদয় ব্যর্থ তার হয়
পুনঃ পুনঃ মুসল্মান পায় পরাজয়,
অবশেষে নিরাশ্রয় গ্রাম সমুদায়
আক্রমিতে দুরাচার করিলে নিশ্চয়।
কিন্তু রাজপুতগণ নিম্ন দেশে আসি
হঠাইল যবনেরে বিক্রম প্রকাশি,
দূরে পলাইয়া দুষ্ট নির্দ্দোষ প্রজায়
দুঃখ দেয় নানাবিধ সহ্য নাহি যায়
কিন্তু ভীলগণ পড়ি যবনের পরে
অহরহ অকরুণ দস্যুবৃত্তি করে
এ উহার লুণ্ঠে ধন সে লুণ্ঠে ইহার
হইল বিষম চিন্তা মনে পাতশার
তখন উপায়হীন, ভেজিল চিতোরে
বুদ্ধিমান দূত এক রাণার গোচরে
ভীলের দৌরাত্মে আমি হয়েছি কাতর
ত্যজিয়া তোমার রাজ্য চলে যাব ঘর
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে চিতোর নৃপতি
দেখাও বারেক মোরে তোমার যুবতী
ভগিনী হলেন তিনি এই ক্ষণ হতে
দেখিব সে নারীরত্ন অতুল জগতে।
শুনি মন্ত্রীগণ বলে ভীম মহারাজে
এখন এ সন্ধিবাক্য ভাল নাহি সাজে
পরাজয় করিবারে যবন পামরে
আজ্ঞা কর মহারাণা সাজি হে সত্বরে
কিন্তু ভীম সিংহ রায় সংজে সুধীর

না চাহিল অকারণ বহাতে রুধির।
সংগ্রাম ত্যজিয়া রাজা সন্ধি ইচ্ছা করি
পৌছিলেন আসি যথা প্রেয়সী সুন্দরী
কহিলেন পদ্মিনীরে সুধা সিক্ত ভাষে
দুরন্ত যবন ঘেরি আছে চারি পাশে।
সংগ্রাম করিলে সুধু প্রজা ক্ষয় হবে
অর্থ নাশ সৈন্য নাশ হইবে আহবে,
সহজে যবন যদি দেশে ফিরে যায়
প্রস্তাবে সম্মতি দিলে কি ক্ষতি তাহায়?
মুখ মাত্র হেরি তব যদি সুখী হয়
তাহাতে সম্মতি দান অযুক্তির নয়।
শুনি সতী গুণবতী কন প্রাণেশ্বরে
সাক্ষাতে বদন নাহি দেখাব পামরে
দর্পণের প্রতিবিম্ব সুধু সে হেরিবে
ই'থে রণ হয় হ'ল তুমি কি করিবে?
এত শুনি মহারাণা ভেজিল লিখন
যেন হীরকের খণ্ড প্রত্যেক বচন
হলাম সন্তুষ্ট আমি পত্র পেয়ে তব
প্রার্থনা পূরণ তব নহে অসম্ভব
তবে এই মাত্র মোর আছে নিবেদন
সূর্য্যবংশে এই রীতি চলে চিরন্তন
অবগুণ্ঠনেরে নারী করি উন্মোচন
পরপুরুষের অগ্রে না খুলে বদন
কিন্তু ভ্রাত সদুপায় আছরে ইহার
দর্পণে হেরিবে তুমি আনন তাহার
পত্র পেয়ে আলাউদ্দী দিল তাহে মত
ভীমসিংহ সম্মানার্থ সাজালেন রথ

রথে চড়ি দুই জনে ভ্রমেন নগর
শোভা হেরি আলাউদ্দী প্রশংসে বিস্তর।
পরে উপনীত উভে প্রাসাদের পাশে
বার্ত্তা গেল অবিলম্বে রাণীর সকাশে।
গবাক্ষের দিগে রাখি পৃষ্ঠ আপনার
সম্মুখে মুকুর দীর্ঘ করিলা বিস্তার
বাহির হইতে দেখে রাজা দুইজন
চমকিল প্রতিবিম্ব হীরকবরণ।
কেশদাম নিম্নে মুখ শোভিল উজ্জ্বল
কাদম্বিনী কোলেতে চপলা অচঞ্চল
তাহে দুটী নয়ন মানস সরোবর
তাহে তারা দুটী যেন ফুল্ল ইন্দীবর
তাহে যেন সমীর করেনি পরশন
নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে রহে কিছুক্ষণ
পরে যবনের চক্ষু যেমন পড়িল
কালকূট জ্বালা সম অমনি জ্বলিল
কঠোর কটাক্ষে বামা ক্রোধ প্রকাশিল
থরসান ফুলবাণ যবনে বিঁধিল
(দিল সে উদগ্র বিষ করিতে ভোজন
রোগবশে হল তাহা তীব্র রসায়ণ)
ফিরি চলিলেন বীর লয়ে পাতশায়
অতীব সরলমতি ভীমসিংহ রায়
না ছিল সন্দেহ বিষে কলুষিত মন
শাহে সম্মানের তরে করেন যতন
সঙ্গে যান তাঁর সনে বিনা অনুচর
আপন শিবির যথা রেখেছে পামর
যেমন শিবিরে আসি পৌছে দুইজন

অমনি রাক্ষসমূর্ত্তি ধরিল যবন।
নিরাশ্রয় নৃপতিরে বাঁধে লৌহপাশে
কঠোর ভাষায় পরে তাঁহারে সম্ভাষে।
"অরে হিন্দু হীনমতি রক্ষা নাই তোর
কি করিতে পারে এবে সমস্ত চিতোর
রাণীরে আমার করে কর সমর্পণ
পশ্চাৎ হইবে তোর বন্ধন মোচন।
অহঙ্কারে উচ্চ শির অরে রে কাফর
উপযুক্ত শাস্তি তুই পাইবি পামর।"
কঠিন নিগড় বদ্ধ ভীম সিংহ রায়
গর্জ্জেন প্রমত্ত সিংহ বদ্ধ বাগুরায়।
ধিক্ ধূর্ত্ত নারকী প্রেতের ব্যবহার
কুচরিত্র কুটিল কপটী কদাচার।
কালের কঠিন করে না রহিবে হাসি
পাইবি কঠোর দণ্ড নরক নিবাসি।
ধিক্ তোর ধর্ম্মশাস্ত্র কলমা কোরাণ
বিশ্বাসহন্তৃত্ব যাহে করে শিক্ষাদান।
নিন্দাগুলি কোরাণের কাফেরের মুখে
দুষ্টের বাজিল বাক্য শেলসম বুকে।
"কি বলিস্ পাপমতি নিন্দিস্ কোরাণ
পবিত্র জ্ঞানের রাশি স্বর্গের সোপান।
শিরশ্ছেদ করিতাম, কিন্তু ইচ্ছা করি
শিখাইব সত্যধর্ম্ম অর্পিলে সুন্দরী।
ভার্য্যায় যদ্যপি তুই করিস্ প্রদান
পাপ বুদ্ধি যত তোর করি অবসান।"
অন্তর্দাহে ভীম সিংহে বাক্য নাহি সরে
কি করিয়া নিপাতিব এ পাপ পামরে।

নিরুত্তর মহারাণা বিষণ্ণ বদন
যবনের দুর্ব্বচন করেন শ্রবণ।
যবনের পাপ অস্ত্রে যদি প্রাণ যায়
প্রতিহিংসা চরিতার্থ কিসে হবে হায়?
প্রতিহিংসা হেতু সাধ বাঁচিবার মনে
কিন্তু দুর্ব্বাক্যের রাশি শুনিবো কেমনে।
যাক্ রাজ্য যাক্ রাণী যাক্ প্রাণ মান
শুনাইব প্রাণ ভরি বাক্য খরসান।
কিছুক্ষণ শুনি রায় কহেন বচন
ভেদিল আলার চিত্ত শেলের মতন।
"অরেরে কুক্কুরীপুত্র আশ্চর্য্য এ নহে
এ সকল পাপমতি তোর দেহে রহে।
তোর কটু কুবচনে নহি রে কাতর
ক্ষুব্ধ কি কুক্কুর বাক্যে কেশরী অন্তর?
এক ভিক্ষা তোর কাছে করি রে পামর
কিছু দিন মোরে তুই নাহি বধ কর।
বড় ইচ্ছা তোর দন্ত পদ্মিনীর পদে
চূর্ণীকৃত হয়ে গেল দেখিব আমোদে।"
সহে এ সকল বাণী যবন নৃপতি
পাছে ভীমসিংহ বধে না ভজে যুবতী।
কন্দর্পে দুর্ব্বল চিত্ত সদা এই ধ্যান
কি করিলে পদ্মমুখী করে প্রেম দান।
এদিগে নগর মাঝে উঠেছে রোদন
প্রিয় ভূপতিরে কৈল যবনে বন্ধন
পদ্মিনী চিন্তিলা মনে নিগূঢ় উপায়
যার বলে উদ্ধারিলা প্রাণের সখায়।
পিতৃব্য আছিল তাঁর গৌর সিংহ নাম

ডাকিয়া আনায় তাঁরে আপনার ধাম।
কহে খুড়া যাও তুমি পাতশাহ পাশে
অর্পিবে আমার পত্র সাদর সম্ভাষে
এ পত্রে লিখিনু আমি যবন রাজায়
আত্ম সমর্পণ আমি করিব তাঁহায়
কিন্তু তিনি রাজ্য যোগ্য সজ্জায় আমার
অনুমতি দেন যেন যাইতে সেথায়
সঙ্গে মোর সহচরী রবে সাতশত
মোর অনুমতি বিনা না হবে নির্গত।
পতিসনে দণ্ডকাল শেষ সম্ভাষিব,
ইথে অনুমতি দিলে হবে তাঁর শিব।
পশ্চাৎ পিতৃব্য তুমি করিবে এমন
যানে রহে সাতশত অস্ত্রধারী জন
দুই অশ্ব দিবে তুমি আমার সংহতি
একে আমি রব, একে ফিরিবেন পতি।
সাধুবাদ দিল গৌর হর্ষিত বদনে
ষট্‌কর্ণ না পায় যুক্তি রাখিলা গোপনে
গিয়া গৌর সাদরেতে পত্র উপহার
রাখিল চরণ প্রান্তে মূঢ় বাদশার।
পত্র পেয়ে হরষিত খিলিজী সম্রাট
চলে ভীমসিংহ যথা করিবারে ঠাট।
দেখহে চিতোরবীর তোমার বনিতা
অবিলম্বে মোর পার্শ্বে হবে উপনীতা
দেখ তার পত্র খণ্ড স্বনাম স্বাক্ষর
নারীরে বিশ্বাস করে ধিক্ সেই নর;
নারী শুষ্ক তৃণ সম বায়ু সহচর,
যে বায়ু প্রবল হবে দিবে তাহে ভর।

দেখি বিকলিত চিত ভীম মহামতি
এর চেয়ে আর মোর কি আছে দুর্গতি
অপমান কারারোধ উক্তি শেলসমা
তোমা ভাবি সহেছিনু ওহে প্রিয়তমা।
হৃদয় করিয়া ছিন্ন শত্রুতে সম্প্রীতি
ধিক্ ধিক্ রমণীরে নারকীর রীতি।
অপ্রাকৃত সুগঠিত শুদ্ধ পথে মন
পৃথিবীর মাঝে বল আছে কয় জন?
বিপদ হেরিলে পরে স্নেহ হ্রাস পায়
এই মত সকলেরি হেরি এ ধরায়,
আবার স্মরিয়া প্রেম সহধর্ম্মিণীর
বিশ্বাসে ভীমের নেত্রে বহে হর্ষনীর।
হায় সেই সুলোচনা প্রেমভরা হাসি
সদা রহে সরলতা সুধারে বিকাশি,
সে চাঁদ বদন ছাঁদে কেমনে সম্ভব
অনুগত প্রেমাধীনে কাপট্য কৈতব!
নিরুত্তর হিন্দু ভূপ—হাসিছে যবন
উল্লাসে গৌরের প্রতি কহিল বচন,
"যাওহে রাজ্ঞীর দূত কহ সম্ভাষিয়া
তাঁর তরে নিরন্তর আকুলিত হিয়া
আমার হৃদয়াসনে পদতরী দিয়া
দিবেন কন্দর্পব্যাধি আরোগ্য করিয়া
এক বিনিময়ে আমি বিশ্ব দিতে পারি
প্রার্থনা তাঁহার যাহা সে কি বড় ভারী?"
গৌর আসি সেই কথা রাণীরে জানায়
ভেটিতে যবনে রাণী সাজিলা ত্বরায়।
শিবিকায় চলে সঙ্গে সাতশত দাসী

দাসী নহে সৈন্য তারা শোণিতবিলাসী,
বন্দুক কিরীচ আদি শস্ত্র লয়ে ছয়
রহিলা প্রত্যেক বীর যানেতে নির্ভয়।
উতরিলা মহারাণী যবন শিবিরে
চলেন যথায় প্রিয়তম ধীরে ধীরে।
আছে বাদশাহ আজ্ঞা কেহ না নিবারে
একেবারে উপনীত পতি-কারাগারে
মনোমন্দিরের দেবী হেরি আচম্বিতে
আন্দোলিত—আকুলিত হন নৃপ চিতে,
"পদ্মিনি, বারতা কহ" কহেন ভূপতি
"সম্ভাষ সময় নহে" কহিলা যুবতী
"অদূরে তুরগদ্বয় আছয়ে সজ্জিত
বন্ধন ছেদিনু তব চলহ ত্বরিত।"
সহসা দশার এই হেরি বিপর্য্যয়
আনন্দিত নৃপতি ভার্য্যারে অঙ্কে লয়।
আলিঙ্গনে চুম্বনে সময় বহে যায়
শ্রীমুখ প্লাবিত হল নয়ন ধারায়।
কহে রাণী আর নহে ওহে গুণধাম
এ নহে সময় নাথ করিতে বিরাম।
চলিলা দম্পতী দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠ পরে
অবিলম্বে উপনীত আপন নগরে।
এ দিগে খিলিজী হেরি বিলম্ব রাণীর
চারুমুখ চুম্বিবারে হইলা অধীর।
স্বামীর সহিত বঞ্চে এতেক সময়
ঈর্ষ্যার সুতীব্র তীর বিঁধিল হৃদয়,
চলিলা আপনি যথা বন্দী ছিল ভীম
পলায়িত হেরি ক্ষোভ হল অপ্রতিম।

হা ধিক্ স্বর্গের নিধি স্বকরে পাইয়া
খোয়াইনু মূর্খতায় অনুমতি দিয়া।
আত্মতিরস্কার করে যবন পামর,
রাজার উপর ঈর্ষ্যা জন্মিল প্রখর,
ক্রোধে ক্ষোভে, ঈর্ষ্যানলে দিলা অনুমতি
ধর্ম্মনাশ কর ধরি যানস্থা যুবতী
এতেক শুনিয়া যবনের সেনাগণ
হর্ষরসে সকলেই হইলা মগন।
কেহ করে সুরাপান, কেহ খায় পান,
কেহ বা আতর লয়ে দাড়ীতে মাখান
মধুর হাসিয়া হাসি সৈন্য সমুদয়
শিবিকার দ্বারে গিয়া জানায় প্রণয়
এস প্রিয়ে, প্রেমাধীন তোমার কারণ
বিলাস সামগ্রী যত করে আয়োজন।
দাসের গোজন্ম ঘুচে, দেহ পদ ছায়া
শরীর পবিত্র হবে স্পর্শি তব কায়া
তথাপি প্রেমিকা যানে না দেন উত্তর
একি রীতি প্রেমিকার ভাবিয়া কাতর।
অবশেষে দ্বার খুলি মুখ ঢুকাইয়া
প্রণয়িনী মুখমধু পিবেন বলিয়া
যেমন বদন দিল যানের ভিতর
দুড়ুম, বন্দুকাঘাতে পড়েন সত্বর।
এইরূপে প্রেমদায় প্রাণ খোয়াইয়া,
গেলেন অনেক বীর অবনী ছাড়িয়া
শুনি পাতশাহ করে শ্মশ্রু উৎপাটন
নারী হয়ে গোলা ছুড়ে এ আর কেমন।
বাহুবলে ধরি কর সতীত্ব হরণ

তারপরে মোর অগ্রে করহ নিধন।
যেমন সশস্ত্র হয়ে সৈন্য সমুচয়
আক্রমিল দাসীগণে, গেল যমালয়।
তখনি ঘুচিল ঘোর, একি মহামার
বাধিল তুমুল রণ হল হাহাকার।
তথাপি অটল রণে দারুণ যবন
পলায়নে হেয়জ্ঞান বরঞ্চ নিধন।
এদিগে চিতোর হতে সৈন্য অগণিত
রাজপুতগণ সনে হল সম্মিলিত।
কত যে যবন মরে কে করে গণন
পলায়নপরায়ণ অবশিষ্ট গণ।
পরাভব পেয়ে আলা শিশুপাল সম
স্বরাজ্যে ফিরিল লাজে পীড়িত মরম।
অপমান লুকাইতে ঠাঁই নাহি আর
রহিল বিষম বহ্নি হৃদে বাদশার।
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে সে অগ্নি জ্বলিল
লইয়া সমস্ত সৈন্য চিতোর ঘেরিল।
এবারে দিল্লীর পতি সাম্রাজ্য পণিয়া
চিতোরের আক্রমণে আইল সাজিয়া।
যুদ্ধ কার্য্যে শ্রান্ত কভু নহে রাজপুত
না গণে বিপক্ষ বল—সতত প্রস্তুত।
নিশ্চয় জানিত যদি, সমরে এবারে
চিতোর সৌন্দর্য্য রাশি যাবে ছারখারে,
মরিবে অগণ্য প্রজা, কবন্ধ সকল
করিবে রুধির পান হর্ষে অবিরল,
নারীগণ অনাথিনী পুড়িবে অনলে
পড়িবে বিচিত্র রাজ্য যবন কবলে;

কিন্তু তাহে বীর ধর্ম্ম ত্যজয়ে কি বীর,
অধীনতা বহিবারে রাখে কি শরীর?
প্রভঞ্জন আগমন হেরিয়া পর্ব্বত
লঘুতা প্রকাশি কভু হয় অবনত?
বিষম রণের সজ্জা হইল চিতোরে
বালবৃদ্ধ এক পণ অস্ত্র লয় করে।
ইতিহাসে সবিস্তার রণের বর্ণন
অবশেষে নিঃশেষিত রাজপুতগণ।
পড়িল লক্ষণ বীর এ ঘোর আহবে,
নয় পুত্র তাঁর ত্যজিলেন প্রাণ সবে,
রহিল কনিষ্ঠ পুত্র দশম, অজয়
পিতার নির্ব্বন্ধে সেই রণে নাহি রয়।
গোর সিংহ মরিলেন বীর্য্য প্রকাশিয়া
সহ সৈন্য ভীমসিংহ ত্যজিলেন হিয়া।
নগরে অগ্নির কুণ্ড হইল সত্বর,
হত বীর পত্নীগণ করিবে জহর।
এ দিকে গোরের পুত্র দ্বাদশ বরষ
বালক বাদল যুদ্ধ করি অনলস
জননীর কাছে আসি বন্দিল চরণ,
পিতার কুশল মাতা জিজ্ঞাসে তখন,
কোথা মোর প্রিয়তম কহরে সত্বর,
কেমন আছেন, কৈলা কিরূপ সমর!
উত্তরিলা বীর শিশু; করি উপাধান
বহু অরি দেহ, পিতা আছেন শয়ান।
শুনিয়া কোমল স্বরে গোরপত্নী কয়
বিরক্ত হবেন নাথ বিলম্ব কি সয়?
এত বলি ঝাঁপ দিল অগ্নি কুণ্ড মাঝে,

চারু দেহ ভস্মসাৎ হইল অব্যাজে।
এ দিকে পদ্মিনী সতী লয়ে নারীগণ
পুরী হতে বাহিরিল ত্যজিতে জীবন।
ভালে শোভে সিন্দুর, স্ববর্ণে অঙ্গ ঢাকা
নববাস পরিধানা বিলেপন মাখা
নারীগণে সম্ভাষিয়া কন বরনারী
আজি সাজিয়াছি মোরা মৃত্যুর ভিখারী
তুষিতে প্রাণেশ প্রেমে সুযোগ এমন
আর না পাইব মোরা কর আয়োজন,
পর নব বাস, ধর কুসুমের হার,
প্রদক্ষিণ হুতাশন কর সপ্তবার,
বিতর সুবর্ণ বিপ্র দরিদ্র সকলে
দেশহিতে গতপ্রাণ পতির মঙ্গলে;
বিধর্ম্মী যবন হতে দেশ রক্ষিবারে
যুঝিয়াছে, অকাতর অস্ত্রের প্রহারে;
যতনে রক্ষিত তনু, ধূলার মাঝারে
ত্যজিয়াছে পতিগণ রুধির পাথারে।
সে বেদনা প্রাণে আর সব কতক্ষণ
বিলম্ব না কর এস পশি হুতাশন।
দেব বৈশ্বানর আজি হইয়া বাহক।
মিলাবেন পতিসনে, যাতনা-অন্তক।
এত বলি মহা সতী, সতীগণ লয়ে
পতি প্রেমে গান করে কাতর হৃদয়ে।
জ্বলিল অনলশিখা ভূজঙ্গিনী শত
লোহিত ছটায় পূর্ণ করিল খপথ।
একে একে সতীগণ ঝাঁপিল তাহায়
তিলেকের মধ্যে শত সহস্র মিশায়।

সতীত্ব পরম ধন এ ছার জীবনে;
সহস্র সহস্র নারী রাখে প্রাণ পণে।
সতীর শরীর জ্যোতি মিশি হুতাশনে।
অযুত সূর্য্যের জ্যোতি সৃজিল সেক্ষণে
কাঁপে পাঠানের প্রাণ আলোক ঘটায়
যথা পেচকের প্রাণ শঙ্কিত দিবায়।
জয়ী, জয়ভোগী বীর বন্ধুগণ মাঝে
দিগ্বিজয়ী দশানন সমতুল সাজে
কে তার প্রতাপ সয় কে করে অনিষ্ট
ধরা মাঝে ধন্যবীর সাধিয়া অভীষ্ট
তথাপি ত্রাসের ছায়া কেন বারে বার
হৃদয়ের কেন্দ্রভার করে অধিকার।
হাঁ হাঁ সতীশ্বাসবায়ু গরল সমান
বহ্নিশিখা সহ আসি আকুলিছে প্রাণ।
না মিলিল সতী সঙ্গ, বৃথা রঙ্গভূমে
রণের প্রসঙ্গ করি উড়াইনু ধুমে,
সকলি ফুরায়ে গেছে ক্ষুণ্ণ নরপতি,
মহাদুঃখে স্বনগরে করিলেন গতি।
যে কুণ্ডে পদ্মিনী সতী সঁপেছিলা প্রাণ
রাজপুতগণ তাহা মানে তীর্থ স্থান।
অদ্যাপি চিতোরে আছে ভীমের ভবন
যথায় পদ্মিনী সতী পশে হুতাশন।
সকলি ধ্বংসিয়াছিল যবন দুর্জ্জন
সেই পুরী নাহি কিন্তু করে পরশন।
এমন কথিত আছে, তীব্র বিষধর
সতীর সতীত্ব রক্ষা করে নিরন্তর,
এই হেতু সে কুণ্ডের সন্নিধি না যায়
দূর হতে তীর্থ যাত্রী সলিল ছিটায়।

পদ্মিনী।

ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১২৯০—১৩২০) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সংগৃহীত

উপন্যাসাংশ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

পদ্মিনী উপাখ্যানের ভঙ্গীতে লিখিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে খিলিজী বংশীয় আলাউদ্দীন অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হন। তিনি পদ্মিনীর সৌন্দর্য্য কথা শুনিয়া এককালীন চিতোরের শাসনকর্ত্তা পদ্মিনীর স্বামী ভীমসিংহের নিকট তাঁহার পত্নী ভিক্ষা করেন। তাহার পরিণাম পদ্যে অনেক বিবৃত হইয়াছে। দুষ্ট প্রথম পরাজিত হয় পরে ছলনা করিয়া ভীম সিংহকে বন্দী করে। পদ্মিনী ও ছলনা দ্বারা পতিকে উদ্ধার করেন। আলাউদ্দীন কিছু কাল পরে পুনরায় চিতোর ছার খার করেন। এই প্রথম চিতোর ধ্বংস। ভীমসিংহের ভ্রাতৃপুত্র লক্ষণসিংহ এ যুদ্ধে নিহত হন। স্বয়ং ভীমসিংহ মরেন। লক্ষণের দশ পুত্রের নয় জন মরেন। পরে কনিষ্ঠ পুত্র অজয় সিংহ উৎসন্ন রাজ্যের রাজা হন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল সুজন সিংহ ও আজিম সিংহ। লক্ষণ প্রতিজ্ঞা করান যে অজয় বিগতে যেন তাঁহার পুত্রগণ রাজা না হয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রণবীর যুদ্ধোপরত অরিসিংহের পুত্র রাজা হন। তদনুসারে অরিসিংহতনয় হামীর রাজা হন। আজিম নেপালে নূতন রাজ্য বিস্তার করেন। সুজন শিবজীর আদিপুরুষ।

কর্ম্মদেবী দ্বিতীয়

জসল্মীর রাজ্যেতে পুগল নামে খ্যাতি
ছিল এক স্থান যথা ছিল ভট্টিজাতি
অধিপ অনঙ্গদেব ছিল মহাবীর
বিক্রমে অপরাজেয় বিশাল শরীর।
তার পুত্র সাধু নাম যোদ্ধা শিরোমণি
লুণ্ঠনে নিপুণ বড় দাপটে রাবণি
নাগোর হইতে সিন্ধু বিন্দুমাত্র স্থান
সাধুর দারুণ পণে নাহি পেত ত্রাণ
কিন্তু সাধু অসাধু নিশিথ নাহি ধরে
দুর্ব্বল আশ্রিতে প্রাণ দিয়া রক্ষা করে।
মুলতানে যবন বিষম পরাক্রম
তাদের সম্বন্ধে সাধু কালান্তক যম।
কোন্ যবনের সাধ্য মরুদেশ পরে
সহর্ষে স্বদল লয়ে আনন্দে বিচরে।
অলক্ষিতে কোথা হতে প্রভঞ্জন সম
যবনের সর্ব্বস্বান্ত করিত নির্ম্মম।
একদা সংগ্রামে কোন প্রেরিত হইয়া
আসিতেছিলেন সাধু বিপক্ষ জিনিয়া।
মহিল জাতীয় ছিল পথে রাজপুত
অবস্থী তাদের দেশ ধনধান্যযুত।
অধিপ মানিক রাও অতি সমাদরে
অতিথি করিয়া বীরে আনিলেন ঘরে।

সাধুর স্বভাব ছিল আদরে যে জন
গোলাম হইয়া তার করয়ে সেবন।
দুজনে পরম প্রীতি বঞ্চে আলাপনে
রাজদুহিতার তাহা পশিল শ্রবণে।
মনে মনে বরিল বরেণ্য মহাবীরে
কহে মনোভব ব্যথা নিজ সঙ্গিনীরে
এই যে অতিথি বীর এ আমার পতি
ইহার চরণে আমি সঁপিয়াছি মতি।
এ কথা উঠিল ক্রমে রাণীর শ্রবণে
ভূপতি শুনেন শেষে রাজ্ঞীর বদনে।
বিষম কল্পনা কন্যা করিল মানসে
মণ্ডোরের যুবরাজে ত্যজিব কি দোষে।
সেও বীর কম নয় রাঠোর ভূষণ
বহুদিন হতে কথা কন্যা সমর্পণ
শুধু সে না হবে ব্যর্থ যুঝিবে বিষম
রোধিবারে নহি শক্য তার পরাক্রম।
দারুণ সমর অগ্নি জ্বলিবে এথায়
অবন্তী হইবে ভস্ম সে অগ্নি শিখায়।
অথবা সাধুর রাজ্য করিবে লুণ্ঠন
কন্যা জামাতার নাহি হইতে মিলন।
কি হইবে ভাবি রাজা করে হায় হায়
কন্যার নিকটে গিয়া কহিলেন রায়
বাক্যে তোমা সঁপেছি রাঠোর যুবরাজে
এখন অপরে বরা কভু নাহি সাজে।
উত্তরিলা কর্ম্মদেবী করি প্রণিপাত
আমার প্রতিজ্ঞা পরে নাহি দেও হাত
কোথাকার রাঠোর মণ্ডোর যুবরাজ

বরেছে মানস যারে সেই মনোরাজ
সে বিনা অন্যের মোরে নাহি অধিকার
সে মরিলে তার সনে মরণ আমার।
আছিল সাবিত্রী সতী কথিত পুরাণে
জাননা কি কেমনে বরিল সত্যবানে
যারে সঁপিয়াছি মন সেই মোর পতি
বিধির অসাধ্য ইথে টলাইতে মতি।
শুনিয়া বিষম পণ শিহরিল রায়
ভাবিয়া অস্থির হল কুমারীর দায়।
এ সংবাদ পাইলেন অতিথি সুজন
শুনিয়া কন্যার পণ আন্দোলিত মন।
বীরের অযোগ্য হয় এ রত্ন ত্যজিতে
কোন মতে এ রমণী হইবে লইতে।
কহিলা রাজার পাশে সাধু মহাশয়
যে পথে যাইবে রাজা বিপদ নিশ্চয়।
যদি মোরে সমর্পণ কর দুহিতায়
বিষম রাঠোর তাহে ঘটাইবে দায়।
যদি মোরে নাহি দাও জানিবে রাজন
শুধিতে কন্যার পণ করিয়াছি পণ
যে আমায় সঁপি প্রাণ ত্যজে সমুদায়
কোন্ বীর তাহারে ফেলিয়া চলি যায়।
কিন্তু মহারাজ এই তরবারী ধরি
তোমার সমক্ষে আমি দৃঢ় পণ করি
যত দিন এ শরীরে রক্ত বিন্দু রবে
কি সাধ্য রাঠোর জিনে তোমায় আহবে।
বহু ভাবনার পর অবন্তী নৃপতি
সাধুরে সঁপিতে কন্যা করিলা যুকতি।

মহামূল্য উপহার অর্পে জামাতায়
শুভক্ষণে সম্প্রদান কৈল দুহিতায়।
আছিল সাধুর সনে ভট্টি সাত শত
সেই বলে বীর গৃহে যাইতে উদ্যত
কহিলা শ্বশুর বহু নির্ব্বন্ধ সহিত
এত অল্প বল সনে যাত্রা অনুচিত।
দুরন্ত রাঠোর যদি পথে করে রণ
প্রতিপক্ষ প্রবল যুঝিবে কত ক্ষণ?
কিছুতে মহিল সৈন্য লইতে না চায়
কিঞ্চিৎ লইল শেষে শ্বশুর কথায়
মেঘরাজ যুবরাজ মাণিকতনয়
কেবল পঞ্চাশ সৈন্য লয়ে সঙ্গে রয়
যাইতে পুগল পথে পশ্চিম ধ্যভাগে
বিপুল বিপক্ষ সৈন্য দেখে সাধু আগে।
মণ্ডোর ভূপতি চন্দা প্রচণ্ড প্রবল
আসিছে তৎসুত নাম অরণ্যকমল
রমণী ইহাঁরি প্রাপ্যা, হইয়া বঞ্চিত
বহ্নিরাশি সম বীর আসে উল্লম্ফিত।
চারি সহস্রের বেশী চমূর সঙ্গেতে
আসে দিক্ আবরিয়া ধূলি পটলেতে।
প্রমত্ত হয়ের হ্রেষা গজের গর্জ্জন
সিংহনাদ সনে সেনা করিছে তর্জ্জন।
ক্ষুণ্ণ নহে সাধু হেরি শত্রু অগণন
করিয়া জীবন পণ ছাড়ে প্রহরণ
অরণ্যকমল বীর, বীরের হৃদয়
অসমান বলে জিনি না চাহিল জয়।
ঘৃণা করি সুবিধায় কহিলা রাঠোর

দ্বন্দ্বযুদ্ধে দেখা যাক্ কার কত জোর।
যুথ্ম যুগ্ম বীর আসি দুই দল হতে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলা আজ্ঞামতে।
জয়ভন্দা পাঙ্গপতি বিক্রমে অপার
জোড়া চোহানের সহ হল মারমার।
মরিলেন জোড়া তাহে ক্ষুণ্ণ শাঙ্খ্লাগণ
কৈলা ভীম প্রকোপে সাধুরে আক্রমণ।
রহ রহ নিষেধিলা অরণ্যকমল
মোর সনে সাধুর পরীক্ষা বলাবল।
রণের প্রারম্ভে সবে সেবয়ে মোদক
সাধুর নিকটে তাহা না ছিল সম্যক্।
বিপক্ষ কটক হতে অতি সমাদরে
মোদক প্রস্তুত হয়ে আসিলা সত্বরে।
কহিলেন কর্ম্মদেবী প্রণয়ী প্রবরে
যাও বীর নিরুদ্বেগে যুগল সমরে
আমি তব অনুগামী যদি ত্যজি প্রাণ
হুতাশনে প্রাণদীপ করিব নির্ব্বাণ।
প্রস্তুত হইলা দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীরদ্বয়
রুদ্ধশ্বাসে দ্বিপক্ষে দেখিছে সেনাচয়
ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কারিল নিষঙ্গে সায়ক
পড়ি রবিকর তাহে ঝকিল ঝলক
নিঠুর হঠতা সহ যুঝে দুজনায়
কঠোর রাঠোর ভট্টি কে কারে হারায়
করে কৃতান্তের সম করাল গর্জ্জন
কে কাহায় নাহি রূপে কেবল কর্ত্তন
এ উহার শমন ভৈরব দরশন
কতক্ষণে কে কাহার করিবে হনন।

ঘোর ঘাতকের রূপে ঘরষে পরিঘ
আঘাতে উভয় গাত্রে ঘা হতেছে দীঘ।
দৃক্‌পাত নাহিক কোথা হয় রক্তপাত
কেবল কখন কারে করিবে নিপাত।
এই মতে লড়ে শূর শার্দ্দূল দুজন
কেহ নাহি জিনে যুদ্ধ হল বহুক্ষণ।
পশ্চাৎ সাধুর এক করাল সায়ক
মণ্ডোর কুমার বক্ষে ঢুকাল ফলক
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর পড়িবার আগে
সাধুরে উদ্দেশি দৃঢ় তরবারী ত্যাগে।
পতিত হইল সাধু সে ঘোর আঘাতে
প্রাণবায়ু নিঃসরিল সেই ধরাপাতে।
কুমার উম্মোচি শর বাঁচে ছয় মাস
তার পর যায় বীর ভট্টিবীর পাশ।
আজিও তাদের তরে দেশবাসীগণ
চৌমাসা, দ্বাদশ ব্রত করে আচরণ।
এদিগে শিবিকা হতে কর্ম্মদেবী সতী
দেখিছেন কেমনে যুঝিলা নিজ পতি।
যেমন পতির দেহ হইল পতিত
অমনি চিতার তরে হলেন সজ্জিত।
কুমারী সধবা আর বিধবা এ তিন
অবস্থা তিলেকে পেলে এ বপু নবীন।
এখন সতীর দেশে অনুমৃতা হতে
সাজিলা মহিলবালা অপূর্ব্ব জগতে।
লয়ে এক তরবারী কাটি এক হস্ত
ভেটিলা জনক পাসে বুঝাতে সমস্ত।
কাটিবারে তার হাত কহিলা অপরে

প্রধান কবির কাছে ভেজিলা সে করে।
যেন যৌতুকের সহ দ্বিতীয় এ কর
পাঠাইয়া দেওয়া হয় সাধুর নগর।
পরে আলিঙ্গিয়া পতি অম্লান বদনে
অনুপমা সুন্দরী পশিলা হুতাশনে।
শ্বশুর পাইয়া কর পুন তার পরে
স্বরাজ্যে শাস্ত্রের মতে অগ্নিক্রিয়া করে।
যে স্থানে দম্পতী দেহ জ্বলিল চিতায়
বহু ব্যয় করি তথা তড়াগ কাটায়
আজিও সে স্থান খ্যাত কর্ম্ম সরোবর
তীর্থ গণ্য করি দেখিবারে যায় নর।
রাঠোর ভট্টিতে যুদ্ধ রহে বহুকাল
অনঙ্গ বিরুদ্ধে চলে শাঙ্খ্লার ভূপাল।
শাঙ্খ্লাপতি মেহ্রাজ জোডার প্রাণ নাশে
ঘেরিল ভট্টির রাজ্য বিষম আক্রোশে।
কিন্তু নিজে হত হন শোকে শাঙ্খ্লাগণ
চন্দারে প্রবৃত্ত কৈল করিবারে রণ।
সে যুদ্ধে অনঙ্গদেব হলেন পতন
বিষম জ্বলিল মনে সাধু ভ্রাতাগণ,
ইতিহাসে এ যুদ্ধের বিস্তার বর্ণন
বহুবর্ষ পরে হয় মিলন স্থাপন।
যবে জাতিশত্রু নাশ করিবার তরে
দুই জাতি মুল্‌তানেশে আক্রমণ করে;
যবে যবনের রক্ত শোষি প্রীত মন
যবে খিজিরের হল সর্ব্বস্ব হরণ
যবে অধোমুখে সেই করে পলায়ন
মণ্ডোরে পুগলে হল বাঞ্ছিত মিলন।

কর্ম্মদেবী দ্বিতীয়।

ঘটনাসময় আনুমানিক খৃঃ (১৪০০—১৫০০)

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সংগৃহীত।

জসল্মীরের ভট্টিগণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিল। তাহারা সন্নিহিত মুসলমান ও অন্য রাজপুতগণকে সর্ব্বদা উত্যক্ত করিত। জসল্মীর রাজের অধীনে পুগল নামে এক সামন্ত রাজ্য ছিল। এই পুগলপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধু মহাবিক্রান্ত হইয়া উঠেন। তিনি একদা অবন্তীরাজভবনে অতিথি হন। উক্ত রাজার কন্যা কর্ম্মদেবী সাধুর গুণ শ্রবণে ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্ব্বরাগপীড়িতা হন। অবন্তীরাজ মাণিকরাও পূর্ব্বে কন্যাকে মণ্ডোর যুবরাজ অরণ্যকমলকে দিবেন অঙ্গীকার করেন। এই বিবাদের সূত্র। ইহার পরিণাম পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্যকমলেরা দশ ভাই। ইহাঁর এক ভগিনী চিতোরে লখারাণার সহিত বিবাহিত হন। তাঁহার নাম হংসদেবী ও তাঁহার পুত্র মহাবীর কুম্ভ। অরণ্যকমলের এক সহোদর যোধা, যোধপুর সংস্থাপন করেন পশ্চাৎ রাঠোরদিগের রাজধানী মণ্ডোর না থাকিয়া যোধপুর হয়।

মীরাবাই।



হাম্মীর লক্ষ্মণ-পৌত্র মহাবলধর
অবিলম্বে উদ্ধারিলা চিতোর নগর
পুনঃ হিন্দু যথা স্থানে সুখে যাপে কাল।
সৌভাগ্যে মিবার রাজ্য হইল বিশাল
পরাক্রান্ত নৃপগণ হাম্মীরের পর
চিতোরে রাজত্ব করে রামের শোষর
দেড়শত বর্ষ পরে কুম্ভ নরপতি
বিকাশিল হিন্দুস্থানে বীরত্বের জ্যোতি
পিতা এঁর লখারাণা হংসদেবী মাতা
অরণ্যকমল স্বসা চন্দার দুহিতা।
গুজরাত মালবের বাদশাহ গণে
বন্দী করি আনে কুম্ভ পরাজিয়া রণে
গঠিল বিজয়স্তম্ভ ভেদিয়া গগন
তেজে সশঙ্কিত ছিল নরপতিগণ।
কিন্তু রাণা ক্ষমাশীল বন্দীগণ প্রতি
ছাড়িয়া দিতেন তারা করিলে মিনতি
কাব্যরসে ভূপতির ছিল অনুরাগ
বসা'লেন কবিগণে দিয়া ভূমিভাগ
স্বামীর সর্ব্বাংশে যোগ্যা ছিল মহারাণী
মীরাবাই নাম তাঁর ভারতে বাখানি।
যোধপুর রাজ্য মাঝে মেরতা গ্রামেতে
মাণ্ড রাজপুত বংশ আছিল পূর্ব্বেতে।

সেই বংশে মীরাবাই লয়েন জনম
রূপে তিলোত্তমা সম গুণে বাণী সম
সঙ্গীতে কবিতা রসে অনুরাগ অতি
সে গান শুনিতে ইচ্ছে কুম্ভ নরপতি
তাহে অনুরাগ-বহ্নি হইল উদয়
এ বহ্নির শান্তি নাহি বিনা পরিণয়।
মহোৎসবে বিভা হৈল শোভিল দম্পতী
চিতোরে উদয় হ'ল কাম আর রতি।
বহু গীতগ্রন্থ রাণী রচিতে লাগিল
তাহে পতিদেব সদা আনন্দিত ছিল
স্বরশক্তি শুনিবারে নরপতিগণ
কুম্ভের সনেতে করে বন্ধুত্ব ঘটন
হন রাজরাণী তিনি কুলবতী বটে
কোন্ দিক্ রাখে রাজা পড়িলা সঙ্কটে
বন্ধুগণ অনুরোধ টালা নাহি যায়
অবরোধ প্রথা কড়া ঠেকিলেন দায়!
অদ্বিতীয় স্বরশক্তি বিধির বিধান
শুনিবার তরে সবে ব্যাকুলিত প্রাণ
অবশেষে অন্তরালে রাখিয়া ভার্য্যারে
উদার নৃপতি আজ্ঞা দেন গাইবারে।
সে গান শুনিয়া মুগ্ধ নৃপতি সকল
ধন্য নরপতি কুম্ভ ধন্য ভাগ্যফল।
হেন কথা উপন্যাস আছে প্রচলিত
শুনিবারে দিল্লীশ্বর হন উপস্থিত
চতুর্দ্দিকে গান যশ হইল প্রকাশ
রাণীর অন্তরে হল অন্যবিধ আশ।
প্রতিভার বশে রাণী ছেদে মায়া পাশ

হেরিতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সদা অভিলাষ।
তখন বৈষ্ণবগণ স্বধর্ম্ম প্রচারে
কৃষ্ণকথা গায় তারা সকল সংসারে।
বঙ্গদেশে শুভক্ষণে চৈতন্য উদয়
ভক্তিমার্গে দৃঢ়মন পবিত্র হৃদয়।
ভাগবত চারুকথা তাঁর শিষ্যগণে
সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তি সহ ভণে।
সে সময়ে যবনের বড় কুসময়
দিল্লীতে দুর্ব্বল অতি বাদশাহচয়।
হিন্দুদের অভ্যুত্থান পুনশ্চ ভারতে
চিতোর আছিল শ্রেষ্ঠ সব রাজ্য হতে।
বৈষ্ণবের মুখে শুনি কৃষ্ণের সঙ্গীত
সতত ভারতরাণী ব্যাকুলিত চিত।
কিরূপে কালিন্দী কূলে শ্যাম গুণমণি
রাধা রাধা রাধা রবে করে বংশীধ্বনি
কেমন সে কালরূপ ভুবন উজ্জ্বল
আঁখি ভরি দেখিবারে বাসনা কেবল।
কেমন সে বহে কাল যমুনার বারি
গাগরী লইয়া কক্ষে নামে গোপনারী
মানস গগনে রাণী গঠিল স্বরগ
সে স্বর্গ দেখিতে কিসে হইবে পারগ।
না জানি সে বৃন্দাবন কি নন্দকানন
না জানি কি ধীর তাহে বহে সমীরণ
না জানি সে স্মৃতিসুখ কেমন সুন্দর
যখন আছিল তথা গোপের নগর।
যখন বালক কৃষ্ণ লয়ে শিশুগণ
কালরতনের মত করিত ভ্রমণ

যখন যশোদা মাতা লয়ে ক্ষীর ননি
ডাকিতেন স্নেহভরে কোথা কালমণি
যখন যমুনাতীরে চাঁদের কিরণে
ভেটিতে যাইত শ্যামে গোপাঙ্গনাগণে
কাব্যের সহিত ধর্ম্ম নিবিড় বন্ধন
হেরিবারে বৃন্দাবন ব্যাকুলিত মন
আছে তথা রাধা সহ ভবের কাণ্ডারী
চতুর্হস্ত শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
বিবিধ বৈষ্ণবগণে অতিথি করিয়া
বৃন্দাবন কথা রাণী শুনে বিবরিয়া
হইল বিষম শঙ্কা রাজার মানসে
না জানি কলঙ্ক কিবা ঘটাইবে বংশে।
কিন্তু রাণী ভীত সদা কুলের কারণ
ঘরের বাহিরে তাঁর না চলে চরণ।
চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হেরিবার তরে
বিষম ব্যগ্রতা তাঁর হৃদয় ভিতরে
কিন্তু কুলনারী, পাছে অযশ বিস্তারে
এই হেতু আগু পাছু নাহি কিছু পারে
ধড় ফড় করে রাণী প্রাসাদ পিঞ্জরে
সমস্ত রাজ্যের সুখ অসুখ বিতরে।
অম্লান অমৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ চরণ
আগ্রহ সতত তাহে দিতে সন্তরণ
কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী চিতোরের রাণী
সম্বরিতে চিত্তোচ্ছ্বাস অপারগ জানি
দৃঢ় পণ কৈলা ত্যজিবারে রাজধানী
গোপনে বৈষ্ণবগণে, যুক্তি কৈলা আনি।
একদা মৃগয়া হেতু কুম্ভ নরপতি

অরণ্যে করেন গতি সৈন্যের সংহতি।
বাহিরিলা মীরাবাই সেই অবসরে
রাজার ঘরণী হয়ে ভিক্ষু-বেশ ধরে।
হায় শ্যাম কোথা শ্যাম কবে শ্যাম পাব
কোন্ মন্ত্রবলে শ্যাম-সন্নিধানে যাব।
চলিলা চিতোর রাণী আলো করি পথ
ত্রিলোকের রূপরাশি একাধারে গত,
ঝটিতি রাণার কাণে গেল এ সংবাদ
গণিলেন বীরবর বিষম প্রমাদ।
ছুটিল ব্রাহ্মণগণ রাণীকে ধরিতে
নিম্নমুখ পয়োগতি কে পারে বারিতে।
সাহসে রাণীর অগ্রে কার সাধ্য যায়
শ্রীকৃষ্ণ-আশ্রয়ে রাণী তেজঃপুঞ্জকায়
সভয়ে ব্রাহ্মণগণ ফিরিয়া আসিল
কতেক বৈষ্ণব হয়ে সঙ্গেতে চলিল।
উপনীত বৃন্দাবনে রাণী হর্ষ মন
যান কৃষ্ণপদ করিবারে দরশন।
অনেক বৈষ্ণব তাঁয় দিলা উপদেশ
গুরু-উপদেশ লহ না পাইবে ক্লেশ।
শুনিয়া এ কথা রাণী জিজ্ঞাসিলা তায়
কহ উপযুক্ত ব্যক্তি কে আছে এথায়?
বিচারিব তাঁর সনে, পশ্চাৎ তাঁহায়
অগ্রে করি লব ঠাঁই শ্রীকৃষ্ণের পায়।
কহিলা বৈষ্ণবগণ শ্রীরূপ বারতা
গোস্বামী পরম ঋষি চল, রাণী, তথা।
শুনিয়া এসব কথা রূপ মহাশয়
ঠাট করি জানাইলা আছে তাঁর ভয়

আমি বৃদ্ধ ঋষিব্রত, তিনি সে যুবতী
একত্রে তত্ত্বের কথা না হয় যুকতি।
শুনিয়া, সংবাদ রাণী দিলা ঋষিবরে
এ কেমন তপস্যা যুবতী দেখি ডরে
তবে তাঁর সাধ্য নাই কৃষ্ণগাথা গান
শুনা'য়ে করিতে স্নিগ্ধ আমার পরাণ।
বিচারিলা শ্রীরূপ এ ক্ষুদ্রা নারী নহে
নিকটে যাইয়া তবে তত্ত্ব-কথা কহে।
শ্রীরূপের কাছে দীক্ষা পেয়ে গুণবতী
বৃন্দাবন দেখিলেন শুদ্ধ করি মতি।
ভাগবত-তত্ত্ব-কথা শ্রীরূপের মুখে
শুনিতে লাগিলা রাণী পরম কৌতুকে।
এ হেন আনন্দধাম ত্যজিবার তরে
ভুলিয়া রাণীর কভু মন নাহি সরে।
এ দিগে চিতোর ধামে কুম্ভ নরপতি
ক্রোধে হতজ্ঞান হয়ে ভেজে সেনাপতি
ধরিয়া আনিবে পাপীয়সী কুলটায়
সর্ব্বজন সম্মুখেতে বধিবে তাহায়।
ক্রোধে শোকে অভিমানে লজ্জায় কাতর,
মহাদেবী মন্দিরেতে চলেন সত্বর।
অভয়া গিরিশ-সুতা মহেশ-কামিনী
মন্দির উজলি আছে ভুবনমোহিনী।
করযোড়ে নরপতি পার্ব্বতী সকাশে
নিবেদিলা নিজ ব্যথা গদ গদ ভাষে।
কি দোষে এ দাস দোষী তব রাঙ্গা পায়
কি বুদ্ধি দিলে গো মাতঃ মোর মহিলায়।
সূর্য্যবংশজাত মা গো এই দাস তব

চন্দ্রবংশজাত কৃষ্ণ মথুরা-সম্ভব
তার উপাসনা করি কলঙ্ক লইতে
চলিলা আমার পত্নী নাহি সহে চিতে।
আমি কি কৃষ্ণের প্রতি নহি ভক্তিমান
কিন্তু তার সীমা আছে নহি হতজ্ঞান।
হীনের দেবতা কৃষ্ণ মহতের নয়
চন্দ্র কি সূর্য্যের কাছে রয় জ্যোতির্ম্ময় ?
হীনগণ যমুনায় গঙ্গাতুল্য করে
গোস্বামীকে ঋষি কহে সহে না অন্তরে।
রাধা কুলটায় করে পার্ব্বতী সমান
নীলিমায় লোহিতের তুল্য করে জ্ঞান।
বৃন্দাবনে সম করে বিশ্বেশ্বরপুর
সুস্থের সমান মা গো হবে কি আতুর !
কৃষ্ণ ধর্ম্ম ক্ষীণ ধর্ম্ম মলিন সতত
তাহাতে মহিলা মোর হইল মা রত।
যমুনার তীরে করে মুক্তির বাসনা
তুষারে পাবক আশা সুধু বিড়ম্বনা।
সহজে রমণী-বুদ্ধি কিছু না বুঝিল
কুভাষীর রসনায় বিষ ঢালি দিল।
[কি করিলে মোর] লজ্জা ঘুচিবে আমার
দেহ উপদেশ এই ভিক্ষা বারম্বার,
তব পদে চিরাশ্রিত এ অধম দাসে
এ বিপদে উদ্ধারহ করুণা প্রকাশে।
এত বলি পূজা দিয়া অবনী-ঈশ্বর
প্রাসাদে ফিরিয়া গেলা কাতর অন্তর।
রজনীতে সর্ব্বজন-শ্রান্তি-ক্লান্তিহরা
নিদ্রা আসি নয়নে ঢালিল সুধাধারা।

গভীর নিশীথে রাজা দেখেন স্বপন
শিব কৃষ্ণ শিরোদেশে বসি দুইজন।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ মহেশে মিশিল
দেখিতে দেখিতে উভে পৃথক হইল।
আবার কৃষ্ণের দেহে শিব হ'ল লীন
কাতর হইলা রাজা স্বপন-অধীন।
মোহ-বশে তত্ত্ব রাজা বুঝিতে নারিল
কৈলাস-ঈশ্বরী কোথা উচ্চে ফুকারিল।
হাসিতে হাসিতে মাতা কুঞ্জে দেখা দিলা
চলিতে দেখিয়া মায় রাজা শিহরিলা।
ভয় নাই ভব-ঘোর-কাতর রে নর,
ভক্তির অধীন মুক্তি ভক্তিতে ঈশ্বর।
শিবকৃষ্ণ ভেদাভেদ দেখ মোহবশে
ভেদজ্ঞান নাহি হয় ভক্তির মানসে।
যেই বৃন্দাবন, রাজা, সেই কাশীধাম
সেই সে অযোধ্যাপুরী ভিন্ন মাত্র নাম।
মধুর সে হরিনাম ভ্রান্ত মহারাজ
সে নামে বিরক্ত হয়ে করিলে অকাজ।
এত বলি অন্তর্হিত পার্ব্বতী-মূরতি
সেই সঙ্গে শিবকৃষ্ণ করিলেন গতি।
সহজে রাজার মন জ্ঞানে উন্নমিত
স্বপনে ঘুচিল ভ্রম, হন আশ্বাসিত।
প্রভাতে উঠিয়া রায় মনঃস্থির করি
ভাবে যাহা ঘটেছিল গত বিভাবরী।
কাহারে বৃত্তান্ত রাজা নাহিক কহেন
করিয়া রাণীর চিন্তা সময় যাপেন।
ক্রমে সমাগত সেনাপতি রাজধানী

শিবিকায় বন্দি ভাবে আছে মহারাণী।
কাতর নগরবাসী রাজার আদেশে
ভাবিয়া রাণীর দশা যাপে মনঃক্লেশে।
হায়রে মীরার একি হ'ল পরিণাম
সরস্বতী মূর্ত্তিমতী রাজা তারে বাম।
কি কঠোর আজ্ঞা দিল সহন না যায়
মরিবে কুসুমলতা ঘাতকের ঘায়।
হেনকালে নরপতি সকাশ হইতে
আসিল কয়েক জন রাণীরে লইতে।
ভাবিল সকলে হায় রাজার মনন
স্বহস্তে রাণীর শির করিবে ছেদন।
সকলেরি অশ্রু ঝরে নেত্রপথ হ'তে
বিষম জনতা হল প্রাসাদের পথে।
দৃশ্য দেখি ভূপালের পড়ে অশ্রুজল
বিড়ম্বিলে এ নারীরে নাহিক মঙ্গল।
আনন্দে আপনি রাজা করেতে ধরিয়া
ভার্য্যায় শিবিকা হতে নিল উঠাইয়া।
পুরস্কার করি পুরবাসী সমুদয়ে
বিদায় দিলেন সবে ফিরিল আলয়ে।
তারপর মীরবাই চিতোর নগরে
শ্যামনাথ মন্দির গঠিলা ভক্তিভরে
কুম্ভের রচিত আছে দ্বিতীয় মন্দির
বুঝি দুটী শ্রীকৃষ্ণের রতন-মঞ্জীর।
এরূপ কথিত আছে নিজ প্রতিষ্ঠিত
মন্দিরের সম্মুখে সংযত করি চিত
যোড়হাতে মীরাবাই ত্যজেছেন কায়
কাঁদায়ে আপন গুণে রাজপুতানায়।

দেবরাণী বলে আজি' খ্যাতি আছে তাঁর
দেবীর সমান পদ ঘটিল মীরার।
শ্যামনাথ দেখিবারে যেই জন যায়
স্মরিয়া মীরার নাম সেই গুণ গায়।

মীরাবাই।

ঘটনাসময়—আনুমানিক খৃঃ (১৪৮০—১৫০০) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ

(টড ও নাভাজীউক্ত ভক্তমাল হইতে সংগৃহীত)

রাণাকুম্ভের মহিষী মীরাবাই অত্যন্ত রূপগুণবতী ছিলেন! ইহাঁর জন্মস্থান মেরতা ও ইহাঁরই পিতৃবংশে প্রসিদ্ধ জয়মল্লবীর উৎপন্ন। কথিত আছে ইহাঁর গান শুনিবার জন্য আকবর স্বয়ং আইসেন। কিন্তু আকবর শতবর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন, এজন্য এ কিম্বদন্তী অমূলক; বোধ হয় অন্য কোন দিল্লীশ্বর আসিয়া থাকিবেন। ইনি কৃষ্ণপ্রেমাধীনা হইয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করেন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট উপদিষ্টা হন। রাণাকুম্ভ ইহাঁকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু কুম্ভের কৃষ্ণভক্তি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ সকল দ্বারা এই অনুমিত হয় যে তিনি রাণীর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই বরং রাণীই তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মীরাবাইএর নাম ভারত-প্রসিদ্ধ। যখনই দিল্লীর মুসলমানগণের কিঞ্চিৎ অধোগতি হইয়াছিল তখনই যেন বিকাশোন্মুখ হিন্দুগরিমা পুনরায় ভারতে দৃষ্ট হইয়াছিল—যেমন পাঠানদের শেষ অবস্থায়—রাণাকুম্ভ ও দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজগণ। ধর্ম্মেরও অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল—যেমন চৈতন্য ধর্ম্ম, নানক ধর্ম্ম। যেন হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চা, তীর্থমহিমা প্রভৃতি পুনরায় প্রতিভাত হইয়াছিল।

ঐরূপ মোগলদিগের পতন সময়ে অনেক উজ্জ্বল হিন্দুনাম গীত হইয়াছিল।

তারাবাই

কুম্ভের তনয় ছিল রায়মল্ল নাম
বীর জনকের উপযুক্ত গুণধাম
বহুবর্ষ রায়মল্ল করিলা রাজত্ব
শত্রুসনে লড়ি বাঁচাইলা নিজ স্বত্ব।
তিন পুত্র ছিল তাঁর মহেন্দ্র সমান
সংগ্রাম প্রথম পুত্র বীরত্বে বাখান।
দ্বিতীয় যে পৃথ্বিরাজ ঘোর উগ্রবৃত্তি
সমরে অমর সম রাখে নিজ কীর্ত্তি।
অন্য রাণী-গর্ভজাত ছিল জয়মল
বয়সে কনিষ্ঠ বটে ধরে তুল্য বল।
যে কীর্ত্তি দিল্লীতে রাখে চৌহান ভূপতি
যুঝিয়া জীবন পণ যবন সংহতি,
অবশেষে শত্রু হস্তে পাইলা নিধন
চিরদিন রাজপুত করিবে স্মরণ,
প্রতি বর্ষে চিতোরে এ স্মৃতি রাখিবারে
ব্রত করে বীরগণ তাঁর মৃত্যুবারে।
সেই দিন গীত হয় সে বীরের যশ
শুনে বীরগণ সবে চিত্ত করি বশ,
না জানি কি সুমধুর পৃথ্বিরাজ নাম
মন্ত্রমুগ্ধ বীরগণ শুনে অবিরাম।
শুনি একদিন দিল্লীশ্বর-গুণ-গান
উত্তেজিত যুবরাজ পৃথ্বিরাজ প্রাণ
আমিও রাখিব কীর্ত্তি বীরের সমাজে
পৃথ্বীর সমান পৃথ্বী হবে পৃথ্বী মাঝে।

কিন্তু হায় হল হৃদে বিসদৃশ আশ
সিংহাসন অধিকারে পাইলা প্রয়াস।
জ্যেষ্ঠে উল্লঙ্ঘিয়া রাজ্য লভিবার তরে
বিবিধ উপায় চিন্তা পৃথ্বীরাজ করে।
পিতার পিতৃব্য-পুত্র সূর্য্যমল নাম
পরামর্শ লইবারে গেল তাঁর ধাম।
ভ্রাতৃপুত্র-দুর্ব্বাসনা বুঝি বীরবর
উপদেশ দিলা যেতে নাহার মগর।
তথা বৃদ্ধা চারণীর বচন প্রমাণ
জানা যাবে কে লভিবে ভূভৃৎ-সম্মান।
পৃথ্বীরাজ জয়মল চলিলা সত্বর
যথায় পর্ব্বত গুহা নাহার মগর।
তথা চারণীর পায় করি প্রণিপাত
সিংহাসন কেবা পাবে পুছে যোড়হাত।
সূর্য্যমল সঙ্গে ছিলা রাজপুত্রগণে
বসিবারে উপদেশ দিলা কুশাসনে।
হেন কালে সঙ্গাবীর তথা উপনীত
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতি এক বসিলা ত্বরিত।
এদিগে চারণী বৃদ্ধা গুহার কবাটে
রাখিয়া আপন শির কহিলা কপটে।
সিংহাসনস্থিত যেই পাবে সিংহাসন
ইহাতে অন্যথা নাহি হবে কদাচন।
সঙ্গা ছিল ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হয়ে
বুঝিল চারণী-বাণী সবাই হৃদয়ে।
উদ্ধত সে পৃথ্বীরাজ শাস্ত্র বিফলিতে
চলিলা সংগ্রাম প্রতি দ্রুত আক্রমিতে।
দিলা বাধা সূর্য্যমল লভিলা প্রহার

পলাইলা চারণী করিয়া হাহাকার।
চলিলা সংগ্রাম বীর ত্বরা তথা হতে
কিন্তু এক তীর তাঁর বিন্ধে নেত্রপথে।
সে অবধি এক চক্ষু হারায় সংগ্রাম
সহচর সনে বনে ভ্রমে অবিশ্রাম।
ভ্রাতার দৌরাত্ম্যে দেশে না রহিতে পারি
রাবণ-প্রতাপী বীর হ'ল বনচারী।
এদিগে শুনিয়া বার্ত্তা রায়মল্ল রায়
হইল কাতর বড় দারুণ চিন্তায়।
দুরন্ত সে পৃথ্বীরাজে সম্মুখে রাখিয়া
তিরস্কার করিলেন কটূক্তি করিয়া
জাননা রে মূঢ় গৃহ-বিচ্ছেদে কি ফল
আনন্দে হাসিতে থাকে বিপক্ষ সকল।
সুবিধা দেখিয়া করে বাগুরা বিস্তার
নির্ব্বোধ বিবাদীগণে করে ছারখার।
আমার রাজ্যের তুমি উপযুক্ত নও
এখনি মিবার ছাড়ি নির্ব্বাসিত হও।
কঠোর পিতার আজ্ঞা না শুনিলে পরে
শিরচ্ছেদ কারাবাস ঘটিবে সত্বরে।
একমাত্র অশ্ব লয়ে পলাইল বীর
যথায় পাহাড় মাঝে রাজ্য সোলাঙ্কীর।
মীনা জাতি সোলাঙ্কীর রাজ্য কাড়ি লয়
শুনি লয় সমাচার পৃথ্বী মহাশয়
অবিলম্বে সোলাঙ্কীর সহায়তা করি
মীনাগণে দূর করি দিল মারি ধরি।
লইলা কিঞ্চিৎ নিজে দিলা কিছু তায়
সেইখানে সমাগত সুরতান রায়

সুরতান থডাপতি পাঠান-তাড়িত
রাজ্য উদ্ধারিতে হন পৃথ্বীর আশ্রিত !
ঘোর যুদ্ধ থডায় করিল পৃথ্বীরাজ
দুরন্ত যবনে নষ্ট করিল অব্যাজ।
সুরতান-কন্যা ছিল নাম তারাবাই
রূপে গুণে যার তুল্য রাজস্থানে নাই।
পিতৃরাজ্য উদ্ধারে শিশোদি যুবরাজ
সমাগত শুনি রামা ধরে রণসাজ।
যথা পাঠানের সনে ঘোর রণে রত
শোণিত পাতিছে পৃথ্বী, তথা সমাগত।
পুরুষের বেশ বালা নারী ভাব নাই
পৃথ্বীর নিকট কহে যুদ্ধ আজ্ঞা চাই।
তোমার অধীনে ইচ্ছে এ অধীন রণ
হন্তিবনা কভু রণে জীবন সে পণ।
শুনি হরষিত চিত পৃথ্বী মহারথী
পাঠানে করিতে নাশ দিলা অনুমতি।
খরসান খড়্গ লয়ে এ ভীম ভৈরবী
গলে শোভে রত্নমালা ধায় যেন রবি
পাঠায় পাঠানগণে শমন সদন
কার সাধ্য করিবারে সম্মুখে গমন।
অ-যবন হল রাজ্য হরষিত মন
সুরতান সম্ভাষিল ডাকি বীরগণ
পৃথ্বীরাজ, তারাবাই নৃবেশধারিণী
অপর অনেক বীর এল রণে জিনি।
প্রণমিল তারাবাই নম্র চিনিল রায়
আশীষ করেন শুধু স্নেহ-সম্ভাষায়।
"কে তুমি নবীন যুবা কর বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতা চিহ্ন কিবা করিব অর্পণ?
উত্তরিলা অল্প ভাষে রাজার কুমারী
পরিচয় দিতে রাজা এখন না পারি।
দিব তাহা অদ্য হতে তৃতীয় দিবসে।
এখন বিদায় দাও যাই চলি দেশে।"
অনিচ্ছায় সুরতান দিলেন বিদায়
চলি গেলা রাজবালা আঁধারি সভায়।
দূরে নিজ বেশ ধরি পিতার শিবিরে
অতর্কিত ভাবে বালা পশে ধীরে ধীরে
অন্তরে লিখিত আছে পৃথ্বীরাজ-কায়
একাকিনী একমনে ধ্যান করে তায়
রজনীতে নিদ্রা নাহি মন উচাটন
কেমনে সে শূর সনে হইবে মিলন।
ধৈরয মানিতে যত করিছে যতন
ততই পীড়িছে যুবরাজ-অদর্শন।
অবশেষে হৃদয়ের বরণীয় জনে
ভেজিতে প্রণয় লিপি করিলেন মনে।
প্রভাত হইলে পরে বসিয়া বিরলে
লিখিতে লেখনী নিলা সে করকমলে।
মিবারের রাজপুত্র, তোমার কারণ
হয় কোন রমণীর হৃদয় দহন।
দেখি তব রূপরাশি শুনি গুণরাশি
আত্ম সমর্পণ তরে হয়েছে উদাসি।
এই হে বীরের রীতি, অধীন যে হয়
প্রবঞ্চিত নাহি করা প্রদান আশ্রয়।
যদি সেই নারী নাম চাহ জানিবারে
তারাবাই বলি জেন; না কহ কাহারে!

লিপি শেষ করি রামা ভাবে মনে মনে
না দেখি কাহাকে লিপি দিই যার সনে।
আপনি রমণী-বেশ করি পরিহার
পূর্ব্বদিন পরিচ্ছদ লইল আবার।
পৃথ্বীরাজ শিবিরেতে পৌঁছিয়া কুমারী
কপটে কহিলা ভাল হৃদয়ে বিচারি
'চিতোরের রাজপুত্র শুন নিবেদন
সুরতান হইয়াছে মোরে বিস্মরণ
ক্রোড়ে লইতেন তিনি বালক যখন
তাঁহার কন্যারে দেখি ভগিনী মতন।
বহুদিন পরবাসে করি পর্য্যটন
তাই কল্য মহারাজা হৈলা বিস্মরণ।
সম্প্রতি রাজার বালা তোমার কারণ
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা ধিয়ে এক মন।
প্রণয়িনী অবলায় চাহ রাখিবারে
প্রণয়ের প্রতিদানে বাঁচাও তাহারে।"
শুনেছিল পৃথ্বীরাজ তারাবাই নাম
রাজ্যময় গায় সবে তার গুণগ্রাম।
আপনি অঙ্কের লক্ষ্মী হইবার তরে
ত্রিদিব-দুর্লভ রত্ন আকিঞ্চন করে।
শুনি কথা পৃথ্বীরাজে হল ভাবান্তর
পূর্ব্বরাগ প্রভাবে বিজিত বীরবর।
কহিলা, শুনেছি সেই রাজার দুলালি
ত্রিলোকের সুদুর্লভ সৌন্দর্য্যের ডালি।
গুণে বীণাপাণি হারে কি ভাগ্য এমন
এ দীনের হবে সেই কণ্ঠের ভূষণ।
এত যদি কহিলেন বীরেন্দ্র-কেশরী

করপদ্মে ছদ্মবেশী লিপি দিল ধরি।
অহো একি সুধামাখা সুরস লিখন
পড়িয়া হৃদয়-ক্ষুধা না হয় ভঞ্জন।
বহিল অন্তরে যেন মলয় পবন
চারিদিগে বাজে যেন মধুর নিক্কণ
নয়নে হেরিছে বীর তুলসীকানন
পরশে হতেছে যেন সুধার লেপন।
ঘন ঘন আঁখি ঠারে ছদ্মবেশি বালা
দেখে রাজপুত্র যেন কুসুমের ডালা।
মনে মনে ছবি করে রাজার নন্দন
সে ছবি মিলায়ে হয় দূতের বদন।
অহহ কিছুই আমি বুঝিবারে নারি
একি কোন মায়ারাজ্য ভ্রম বা আমারি।
এ দিগে রাজার বালা ভাবেতে বুঝিল
প্রকাশে পৃথ্বীর অগ্রে কিছু না কহিল।
লিপির উত্তর সুধু করিলা প্রার্থনা
রাজপুত্র লিখিলেন করি বিবেচনা।
আমরা ক্ষত্রিয় জাতি হে রাজকুমারি,
গান্ধর্ব্ব বিবাহে মোরা শাস্ত্র না বিচারি
যদি এ দীনের প্রতি এত কৃপা তব
গান্ধর্ব্ব বিধানে তোমা কণ্ঠে করি লব।
ইহাতে জীবন পণ জানিবে সুন্দরি
অদ্যাবধি হলে তুমি হৃদয়-ঈশ্বরী।
লিপি লয়ে রাজকন্যা স্বভবনে চলে
তৃতীয় দিবসে পুন চলে সভাস্থলে।
আগন্তুকে হেরি কহে সুরতান রায়
"কহ হে যুবক তব বসতি কোথায়

কাহার নন্দন তুমি বল কি কারণ
মোর শত্রু নিহননে কর প্রাণপণ
কিবা পুরস্কার তব ইচ্ছা হয় মনে
প্রকাশ করিয়া কহ দিব তা যতনে।”
শুনি রাজবালা কহেঁ করি নিবেদন
পরিচয় আমার না অজ্ঞাত রাজন
বিস্মরণ বশে রাজা জিজ্ঞাস আমায়
এক ভিক্ষা আছে রাজা পূর অগ্রে তায়।
তবে পরিচয় আমি করিব প্রদান
পাছে ক্রোধ কর তাই ডরে মোর প্রাণ।
কি আছে প্রার্থনা তব সুন্দর যুবক,
ভূপতি অভয় দানে সুধিলা সম্যক।
উত্তরে কহিলা বালা সুমধুর বাণী
অবনতশিরে ধীরে করি যুক্তপাণি।
অই যে বসিয়া দেখ স্কন্দ-সম-কায়
পৃথ্বীরাজ বীরবর চিতোর-যুবায়
উহাঁকে অর্পণ কর দুহিতা আপন
লভিতে সে কন্যারত্নে আছে ওঁর মন।
লজ্জায় কহিতে কিন্তু না সরে বচন
এ জন্য করেন নাহি নিজে নিবেদন।
এত যদি কহিলেন রাজার নন্দিনী
লাজে হেটমুখ পৃথ্বী দেখেন মেদিনী।
সুরতান অনুমানে যুবরাজ মন
বুঝিয়া কহিলা তবে মধুর বচন।
কি ভাগ্য এমন করি লবেন কুমার
অধীনের দুহিতায় করি আপনার।
আমি ত বাসনা করি দিতে তনয়ায়

কিন্তু না চাহিবে ল'তে রায়মল্ল রায়।
যুবরাজ কাছে আমি আছি চির-ঋণী
পরিশোধ নাহি হয় অর্পিলে নন্দিনী
তথাপি সামান্য দান মহত নিকটে
গ্রহণীয় হয় ইহা সুধীগণ রটে।
জিজ্ঞাসিলে মহারাজ যুবরাজ প্রতি
কন্যাদান বিনা মোর নাহিক শকতি
ইথে তব অভিপ্রায় কহ যুবরাজ
যদি মত হয়ে থাকে কহ ত্যজি লাজ
নয়ন না উঠে, পৃথ্বী পৃথ্বী পানে চায়
অনুমানে বুঝিলেন সুরতান রায়।
তখন কহিলা পুন অজ্ঞাত যুবায়
করিব পুরণ আমি তব অভিপ্রায়
কহ এবে পরিচয় কৌতূহল নাশি
স্মরিব সতত তব উপকার রাশি।
তখন কহিলা বালা সুমধুর স্বরে
সরমে শরীর হতে ঘর্ম্মবারি ঝরে।
ক্ষম অপরাধ পিত দাসী কন্যা তব
এত বলি লাজে ভয়ে রুদ্ধ হৈল রব।
বুঝিলেন মহামতি সুরতান সব
ঘুচিল পৃথ্বীর ওথা নয়ন-আসব।
অহহ মোহন মূর্ত্তি আর কেহ নয়
সেই এই এই সেই বিষম বিস্ময়।
এইরূপে পূর্ব্বরাগ হলে অভিনয়,
সভাসদ যোধগণ হরষিত হয়।
রাজপুত রমণীর বিশুদ্ধ প্রণয়
প্রশংসিল সকলেই প্রফুল্ল হৃদয়,

যদিও জাতীয় প্রথা,—অবরোধ মতে
কুলের অবলা কভু—নাহি চলে পথে,।
নাহি করে অনুরাগ এমন জনায় ;
সম্প্রদান কর্ত্তা পিতা নাহি দেন যায় ,
কিন্তু ক্ষত্র বীরধর্ম্মা জাতির ভিতর
বীরপ্রেমে কভু নাহি ছিল অনাদর।
তাই আজি বীর নারী—তাহার কারণ,
চিরপ্রথা কারু নাহি হইল স্মরণ।
মহানন্দে সবে বার্ত্তা ভেজিল রাণায় ;
বিলম্ব বিবাহে সুধু আজ্ঞা প্রতীক্ষায়।
মনোমত প্রণয়ীর প্রণয় আশ্রয়ে,
যাপিবেন বড় আশা তারার হৃদয়ে
হৃদয়ে, হৃদয়ছবি করিতে ধারণ
পৃথ্বীরাজ দিনে করে বৎসর গণন।
দিবস অতীত হলে সভাসদগণ
যে যাহার স্থানে সবে করিল গমন।
প্রিয়ার মোহনমুর্ত্তি মনেতে গাঁথিয়া
নিজ শিবিরেতে পৃথ্বী চলে ফুল্ল হিয়া।
শুন সেই রজনীতে, বিধির ঘটন
দুষ্ট জয়মল্ল তথা করে আগমন।
আশামোহে মুগ্ধ হ'য়ে সেই মূঢ়মতি
চিতোর নগর মাঝে করিত বসতি
সংগ্রামের দুই ভাই দুই দিগে রয়
এখন মরিলে পিতা তারি রাজ্য হয়।
কিন্তু কাল প্রণোদিত হয়ে ভ্রষ্টমতি
বন ভ্রমণের তরে ইচ্ছিল সম্প্রতি।
সহসা শুনিল মূঢ়, সুরতান রায়

রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে জীবন গুঁয়ায় ;
শুনেছিল তার কন্যা তারা রূপবতী
ধরামাঝে তিলোত্তমা কিম্বা রম্ভাবতী।
নাজানিত পৃথ্বীরাজ আছয়ে তথায়
না জানিত নারী তার সপেঁছিল কায়।
ইচ্ছিল তারারে হরি করে পলায়ন
অন্বেষণে দস্যু তার করে আক্রমণ।
প্রহরী সকলে করে ঘোর কোলাহল
সুরতান উপজিল হইয়া বিহ্বল।
দস্যু বোধে আক্রমিল জয়মল্ল রায়ে
বিনাশিল দস্যু বোধে তরবারী ঘায়ে।
প্রভাতে শুনিল পৃথ্বী বার্ত্তা সমুদয়
গেল যথা জয়মল্ল মৃত দেহ রয়।
কাঁদে হায় হায় করি অনুচরগণ
সহসা পৃথ্বীর হৃদি করিল ক্রন্দন।
পশ্চাতে জানিল রায় আর কেহ নয়
অনুজ সে জয়মল্ল ভূপতির হয়।
শুনিল সমস্ত বার্ত্তা সুরতান মুখে
অনুজের শোক কিন্তু সম রহে বুকে।
শোকের আবেগে বীর, বিস্মরি প্রণয়
শিবির ত্যজিয়া গেল যথা মনে লয়।
বহুরাজ্য বহুদেশ করিয়া ভ্রমণ
অবশেষে চিতোরেতে করিল গমন।
এদিগে শিবিরে সবে পৃথ্বীরাজ তরে
দারুণ মনের ক্লেশে কালক্ষেপ করে,
তৃতীয় দিবসে এল রাণার লিখন
বিবাহ বিধানে তাঁর আছে পূর্ণ মন।

কিন্তু বৃথা এ সংবাদ ; কাঁদে সর্ব্বজন
পৃথ্বীরাজ বিনা যেন আঁধার সে বন।
কাঁদিছে বিরলে 'তারা' কত শ্বাস বহে
সেই সে গণিতে পারে—সে আগুনে দহে।
না হ'তে প্রিয়ের সনে সুখের মিলন
বিধি তারে দেশান্তরে করিল প্রেরণ
আছে কিনা আছে প্রিয় কে দেয় সংবাদ
কোথায়. কিরূপ, কিবা ঘটালে প্রমাদ।
না জানি প্রণয় এই তিনটী অক্ষরে
কিবা সে মোহিনী ; জীব পরশনে মরে।
না হ'তে উদয় চাঁদ যথা রাহু গ্রাসে
মিলনের আগে প্রেমী পশে দুখফাঁসে।
তারার তেমতি হল ; জীবন ধারণ।
কেবল ক্লেশের কালি করিতে বহন।
এথা সেই দিন পৃথ্বী চিতোরে পৌছিল
পিতৃব্য সুরযমল, বারতা—শুনিল।
তিন ভ্রাতা দেশান্তর ভাবি মূঢ়মতি
করি আশা চিতোরের সিংহাসন প্রতি,
বিষম বিদ্রোহানলে দেশ দগ্ধ করে,
ভেজে সৈন্য রায়মল্ল দমনের তরে।
শুনিয়া বারতা পৃথ্বী দ্রুত রণস্থলে,
যমমূর্ত্তি ধরিয়া পশিল দলবলে।
সহসা পৃথ্বীর তথা হেরি আগমন
হরষে বলিষ্ঠ হ'ল রাজ সৈন্যগণ।
হইল বিষম রণ সুরয পদাতি
পলাইল পেয়ে ভয়, ভীষণ অরাতি।
খুড়ার শিবিরে পরদিন পৃথ্বী রায়

প্রণমিয়া বীরবর জিজ্ঞাসে খুড়ায়,
যেন কিছুমাত্র নাই বিরোধ বিষয়
"ক্ষতগুলি কেমন হে খুড়া মহাশয়, !"
উত্তরিলা সূর্য্যমল বাৎসল্যের সনে
আঘাত আরোগ্য এবে পুত্র সম্মিলনে।
শুনি পৃথ্বী প্রীতিভরে কহিল বচন,
আহার্য্য কি আছে কিছু তোমার ভবন
সাক্ষাৎ উচিত ছিল মহারাজ সনে
কিন্তু ক্ষুধাবশে এনু তোমার সদনে।
এত শুনি আয়োজন করে সূর্য্যমল
এক থালে ভক্ষে উভে মহাকুতুহল।
আগামী প্রভাতে রণ হবে দুজনায়,
এত বলি স্বশিবিরে গেল পৃথ্বীরায়।
একদা পৃথ্বীর অস্ত্রে প্রায় যায় শির,
সূরজে কাতর দেখি কহে সায়ং বীর।
হাধিক রে পৃথ্বীরাজ এ হেন সময়ে
পিতৃব্য উপরে অস্ত্র উচিত না হয়।
আজিকার এক অস্ত্র এক্ষত শরীরে
গত দিবসের শত সম জানিবিরে।
অমনি সম্বরে বীর উগ্র তরবারী,
ধন্য রাজপুত বীর্য্য যাই বলিহারি।
পুনঃ পুনঃ এইরূপ রণ দুজনায়
পুনঃ পুনঃ রণশেষে মিলন দোঁহায়।
কিন্তু রাজপুত সর্প নাহি ছাড়ে বিষ
জিঘাংসায় দুজনায় দহে অহর্নিশ।
একদিন ঘোররণ উভয় কটকে,
উজলিত রঙ্গভূমি অসির চমকে।

স্থরযে পৃথ্বীতে আজি প্রাণান্তক পণ
উন্মত্ত উভয় চাহে উভয় নিধন।
মারে শর মৃত্যুমুখী এ উহার পরে ;
কেকারে পাঠাতে পারে কালের উদরে
সহসা অত্যুগ্র অসি স্থরযের ধৃত
পৃথ্বীর গ্রীবার কাছে হ'ল চমকিত।
পৃথ্বীর জীবন আশা ত্যজি সৈন্যগণ
হৃদয়ে হানিয়ে কর করিছে ক্রন্দন।
হেনকালে বীর এক উজলি অখিল,
অস্ত্রাঘাতে স্থর্য্য মুষ্টি করিল শিথিল।
মুহূর্ত্তে সে দেবরূপী বীর তিরোহিল,
বিস্ময়ে সবারি মন তাহে চমকিল।
তখন স্থরযমল মতিমান বীর,
কহিলা পৃথ্বীর প্রতি বাক্য সুগম্ভীর।
আমি যদি মরি তবে কিছু ক্ষতি নাই
কোন মতে সন্তানেরা পাইবেক ঠাঁই।
কিন্তু যদি আমার অসির প্রহরণে
ছিন্ন হয় তব মুণ্ড এই ঘোর রণে।
তাহ'লে চিতোরপুরে কে রহিবে আর
করিবে স্থবির রাজা সদা হাহাকার।
উত্তরিলা পৃথ্বীরাজ মিবার ভিতরে,
তিলমাত্র ভূমি খুড়া নাহি তব তরে।
কিন্তু তুমি অন্য কোথা নিজ বাহুবলে
যদি রাজ্য কর তাহা না লব কবলে।
স্থরয প্রস্তুত ছিল সেই দিন হতে,
রণসাঙ্গ করি চলে অরণ্যানী পথে,
জঙ্গল কাটিয়া করে রাজ্য সুবিস্তার

বসাইল তাহে যন গ্রাম যে হাজার,
নাম সে প্রতাপগড় আজু বর্ত্তমান।
রাজত্ব করিছে তথা সূরয সন্তান।
যথাকালে পিতৃসনে পৃথ্বীর মিলন;
নিজের বৃত্তান্ত পৃথ্বী করে নিবেদন।
যেরূপেতে সুরতান-রাজ্যের উদ্ধার,—
যে কারণে জয়মল্ল হইল সংহার।
যেরূপে উদাসহৃদে ত্যজিলা তারায়
চিতোরে সূরয সনে রণ পুনরায়,
যেরূপে অজ্ঞাত যুবা অলক্ষিত পথে
বাঁচাইল সূরযের অস্ত্র মুখ হ'তে।
হইয়া পরম প্রীত ক'ন মহারাজ
তারার সহিত বিভা করহ অব্যাজ;
জয়মল্ল নাশ বার্ত্তা, যদিও আমায়
করিল বিমর্ষ অতি, ক্ষুব্ধ নহি তায়।
উপযুক্ত দণ্ড তার হয়েছে বিধান
কোন দোষে দোষী নহে রাজা সুরতান।
কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা করিবার তরে
অসি হস্তে সুরতান প্রতীকার করে
ইথে অপরাধ তার নাহি কিছু রয়
আপনি দুর্ব্বুদ্ধি দোষে মরেছে তনয়।
শুনিয়া রাজার বাণী পৃথ্বির হৃদয়ে
উপজে তারার রূপ শোকের অত্যয়ে।
কহিল রাণার অগ্রে করযোড় করি;
অন্তর ব্যথিত মোর জয়মল্লে স্মরি।
সকলি মিলিতে পারে, কোথা মিলে ভাই
ভ্রাতৃরত্ন অমূল্য পণ্ডিতে কহে তাই।

কিন্তু গত শোচনায় নাহি কিছু ফল
আপনার অনুজ্ঞাই এখন প্রবল।
কহে রায় মন্ত্রীবর্গে ভেজিবারে দূত
কন্যাদানে সুরতানে হইতে প্রস্তুত।
ওথায় শোকের বার্ত্তা পায় দূতগণ
তারাবাই অদর্শনে কাঁদে বন্ধুগণ।
সপ্তাহ হইল গত রাজার কুমারী
গৃহ ত্যজিয়াছে হ'য়ে বঁধুর ভিখারী।
যবে দূতগণ এই বারতা জানায়
অবসাদে পৃথ্বীরাজে বাক্য না জুয়ায়।
খেদে বীর নিজ কক্ষে করে কালপাত
অশ্বারোহী যুবা এক এল অকস্মাৎ।
প্রাণের রক্ষক এই সূরযের রণে
অনুমানে পৃথ্বিরাজ বুঝিল সে ক্ষণে।
কহে কহ বীরবর কি তব বাসনা
জীবনরক্ষক ; তব করি উপাসনা।
জীবন প্রদানে যদি উপকার হয়
প্রস্তুত অধম দেব, জানিবে নিশ্চয়।
উত্তরিলা আগন্তুক, দাসীর উপরে
ক্রোধত্যাগ কর, দাসী এই ভিক্ষা করে।
তখনি ঘুচিল ঘোর, বুঝে যুবরাজ
যুগপৎ উপজিল প্রীতি দুখ লাজ।
আবার সকলি হ'ল,পৌছিল সংবাদ
বিবাহের আয়োজন চৌদিকে আহ্লাদ।
এল সুরতান বীর ভেটিতে রাজায়
মহা প্রফুল্লিত হেরি কন্যা-জামতায়।
বিবাহ হইয়া গেল উপযুক্ত ক্ষণে

যাপিল যুবতী যুবা প্রেমের মিলনে।
কিছুদিন এইরূপ মহা সুখে যায়
নয়ন আড়ালে নাহি রাখিতে যুয়ায়।
কিন্তু কি বিমল সুখ দীর্ঘকাল রয়?
কেমনে রহিবে ইহা জগতের নয়।
বিপদের নিদারুণ আক্রমণ বশে
স্থায়ী সুখ অধিকারী কভু না মানুষে।
জানি না এ ভূমণ্ডলে কিসের কারণ
বিরচিল ইচ্ছাময় দুঃখের ভবন।
একদিন যুবরাজ আপন মন্দিরে,
ভগিনী প্রদত্ত এক পত্র পড়ে ধীরে,
স্বস্পতি প্রাভুরাও আবু নরপতি,
পত্নীর উপরে দুষ্ট সদা ক্রোধমতি,
অপমানে সদা ম্লান রাণার দুহিতা
ভ্রাতারে পাঠায় পত্র হয়ে দুঃখান্বিতা।
জিজ্ঞাসিলা তারাবাই এ লিপি কাহার?
হেরিয়া চিন্তিত অতি পৃথ্বির আকার;
ক্রোধভ্রষ্ট বীরবর কহিলা ভারতী
ভগিনীরে সদা কষ্ট দেয় স্বস্পতি;
সেই দুখে সদা দুখী ভগিনী আমার
লিখিয়াছে লিপি মোরে প্রার্থি প্রতীকার;
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা তারা গুণবতী
অধিনীর প্রাণ কেন বিচলিত অতি?
কহে পৃথ্বী নাহি কর ব্যাঘাত এখন
দুষ্টের দমনে মোর দৃঢ়বদ্ধ মন।
এত বলি পৃথ্বিরাজ ক্রোধে কম্পকায়
ত্বরিত মণ্ডোর ধামে সৈন্য লয়ে ধায়।

একাকী প্রমোদ গৃহে প্রাভু পাপমতি
উপনীত তথা পৃথ্বী উদগ্র মূরতি।
এক অস্ত্রাঘাতে দুরাচারে ভিন্ন করি
মিটাতে মনের ক্ষোভ তুলে তরবারী।
হেনকালে ভগিনী দৌড়িয়া তথা ধায়
মিনতি করিয়া ধরে সোদরের পায়।
মূঢ়েরে ছাড়িয়া দিল করি তিরস্কার
লজ্জা পেয়ে প্রাভু করে আত্মারে ধিক্কার।
রমণীর সম্মুখেতে হল অপমান
সেই সে রমণী পুনঃ বাঁচাইল প্রাণ।
ঈর্ষার গরলে পূর্ণ হইল হৃদয়
জিঘাংসু প্রবৃত্তিচয় হতেছে উদয়।
পরে শান্ত করি চিতোরের যুবরাজে
নানামত মিষ্টালাপে তুষিলা অব্যাজে
আহারের আয়োজন করিয়া দুর্ম্মতি
নিমন্ত্রিল পৃথ্বীরাজে করিয়া মিনতি।
সরল উদার পৃথ্বীরাজ ক্ষমাবান
সুধাবোধে গরলেরে করিলেন পান।
সাধিল আপন কাজ প্রাভু পাপমতি
মরিল তথায় ভাবী চিতোরের পতি।
এ বার্ত্তা শুনিয়া তারাবাই গুণবতী
শ্বেতবস্ত্রে আবরণ করি দেহ-জ্যোতি,
আনাইয়া পতি-দেহ সহিত তাহার
অনলে আহুতি দিল সে তনু সোণার।
আজিও পৃথ্বীর বংশ আছে বর্ত্তমান
তারাবাই সতীর বাখানে গুণগান।

তারাবাই।

ঐতিহাসিক অংশ।

ঘটনা সময় আনুমানিক (১৫০০—১৫২০) ইহার মধ্যে।

টড হইতে সংগৃহীত।

কুম্ভতনয় রায়মল্লের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ সংগ্রাম ধীর ও বীর, রাজা হইবার উপযুক্ত গুণাবলীতে বিভূষিত। মধ্যম পৃথ্বীরাজ চঞ্চল, উদ্ধত, উচ্চাভিলাষী, বীর, কিন্তু সরলহৃদয় ও ক্ষমাশীল। কনিষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জয়মল্ল বীর বটে কিন্তু উজ্জ্বল গুণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন না; যেরূপে ভ্রাতৃগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন, যেরূপে সংগ্রাম একটি চক্ষু হারান তাহা পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজ স্থরতানকে স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন ও তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার কন্যাটী লাভ করেন। তারাবাই বীরপণার সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল। পদ্যোল্লিখিত সারংদেব পৃথ্বীরাজের জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন; সুরযমলও তাহাই। সুরযমলের সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ বড়ই বিস্ময়জনক, যেন অভিনয়ের বিবাদ। যাহা হউক, দুর্মতি স্বস্থপতি কর্তৃক পৃথ্বীরাজ বিনষ্ট হইলে সংগ্রামই রাজা হন। তিনি চিতোরে কি ভারতবর্ষে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

উদয়প্রণয়িণী।

রায়মল্ল মরিলে সংগ্রাম হল রাজা
বাবরে হারায়ে যেই তুলে জয়ধ্বজা।
রাখিয়া বিপুল যশ মরিলে সংগ্রাম
চিতোর ভূপতি হন রত্ন গুণধাম।
তৎপরে বিক্রমাজীৎ, পরে বনবীর
লভে সিংহাসন, প্রাণ নাশি ভূপতির।
সংগ্রামের শিশু পুত্র উদয় তখন
ধাত্রীক্রোড়ে অন্তঃপুরে আছেন শয়ন॥
বনবীর অন্তঃপুর শোণিতে প্লাবিয়া
উদয়ের গৃহপানে আইল ধাইয়া।
অপন পুত্রেরে ধাত্রী দিল দেখাইয়া
পশ্চাৎ পলায়ে গেল উদয়ে লইয়া।
ধাত্রীর অসম গুণে বাঁচিল উদয়
এখানে ওখানে গুপ্ত বহুবর্ষ রয়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যুবা দৈববশ হয়ে
উপনীত হন এক যবন আলয়ে।
কুমারী সুন্দরী এক ছিল সে আশ্রমে
মুহুর্মুহুঃ উদয়ের সম্মুখেতে ভ্রমে।
যেন পিঞ্জরের পাখী পেয়ে অবসর
বাহির হইয়া ফুল্ল, হেরি বনচর।
রূপে তিলোত্তমা হারে অলপ বয়সে
উদয়ের মনোরাজ্যে মনোভব বসে।
হেরিয়া এ কুমারীর কম অঙ্গাবলী
অনুমান হয় কোন হিন্দুর দুলালি।

জিজ্ঞাসিল ক্ষত্রবীর সাহস করিয়া
কহ বালা হেরি কেন ব্যাকুলিত হিয়া।
শুনিয়া সাহসবাণী বীরের বদনে
ভরসায় নমে বালা বরণীয় জনে।
কহে, "দেব, গভীর এ কাননপ্রদেশে
কাহারো ক্ষমতা নাই সহসা প্রবেশে।
যবনের স্থান এই, হিন্দুর সন্তান
লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব হয়ে করয়ে প্রস্থান।
আছিল এখানে কোন ক্ষত্রিয় দম্পতী
শোভিতেন বনস্থলী যেন শিবসতী।
সপ্তমবর্ষীয়া মাত্র তখন বালিকা
দম্পতির ছিনু আমি নয়নবর্ত্তিকা।
একদা পাষণ্ড এই নারকী যবন
ধার্ম্মিকা মায়ের প্রতি করে আক্রমণ।
নাশিল পিতার প্রাণ মায়ের সাক্ষাতে
আত্মহত্যা করি মাতা এড়ান পশ্চাতে।
এখন আমারে তুষ্ট করয়ে যতন
রাখিবে ভোগের তরে হইলে যৌবন।
এতেক বলিতে বালা আঁখি ছল ছল
সে জলে উদয়-চিত্ত হইল বিকল।
মনস্থ করিলা বীর বধিতে যবনে
নিজ গুণে কৈলা বশ অনুচর গণে,
যখন দুরাত্মা আসে স্বকীয় ভবনে
নাশিলা উদয় তারে ভীম আক্রমণে,
উদ্ধারিয়া বালিকায় সঙ্গেতে লইল
হৃদয়ের হার করি চিতোর চলিল।
যবনীর-অত্যাচারে পীড়িত চিতোর

উদয়ের পরিচয়ে হর্ষে হ'ল ভোর।
বিদ্রোহ-অনলে দগ্ধ করিয়া পামরে
অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করে।
আনন্দে উদয়সিংহ পৈতৃক মিবারে
অমাত্য বান্ধব সহ লয় রাজ্যভারে,
যবনের গৃহ হতে উদ্ধার করিয়া
যে নারীরে যান রাজা চিতোরে লইয়া
সমাজসম্মত বিভা তাহার সহিত
কোনরূপে নরেশের না হয় উচিত,
এইজন্য অন্য বিভা করিলেন রায়
অদিরাজ্যে তারা কিন্তু প্রবেশ না পায়,
বন হতে উদ্ধারিয়া সেই অবলায়
বনলতা নাম রাজা দিয়াছিল রায়,
কেহ তারে মতিবিবি কহিতে লাগিল
হেতু এই যবনের আশ্রয়েতে ছিল,
যদিও বিদ্রূপ কিম্বা তিরস্কার ছলে
ডাকিত সকলে তারে মতিবিবি বলে,
আমরাও অই নামে লিখিব তাহায়
রাজার সন্তোষ বাক্য থাকুক বাঙ্গায়।
ইহারে লইয়া রাজা হলেন উন্মত্ত
রাজ্য মধ্যে বহুবিধ হয় দুর্নিমিত্ত
দিল্লীতে মোগল সিংহ আকবর শাহ
স্বীয় তেজে চারি দিক করিছেন দাহ
বয়স পঁচিশ মাত্র বুদ্ধিতে প্রবীণ
প্রতাপে মোগল রাজ্য বাড়ে অনুদিন
শুনেছিল এককালে পিতামহ সনে
সাণা সঙ্গা যুঝেছিল জীবনের পণে,

শুনেছিল চিতোরের যশ সুবিমল
হরিতে সে যশ হৃদে বাসনা প্রবল।
হাবিচ্ মনুষ্যজাতি স্বজাতিনাশন
দুর্জ্জয় দুরাশাচ্ছন্ন মানসনয়ন
নাহি দেখে নিজ দোষে কতশত জীব
যাতনার রাশি সহে কিবা রাত্রিন্দিব।
অকারণ আকবর চিতোর উপরে
লইয়া অগণ্য সেনা আক্রমণ করে
না জানি সে চিতোর কেমন রম্যস্থান
হরিতে তাহার রত্ন করে অনুষ্ঠান।
অযুত অযুত সৈন্য লইল সহিত
গজবাজী পদাতিকে ক্ষিতি কম্পান্বিত
চিতোরের সন্নিকটে করিলা ছাউনী
লোহিত ছটায় সূর্য্য চাহিলা চাউনী
সু-উচ্চ পর্ব্বত পরে চিতোর নগর
সহজে কাহার সাধ্য উঠে তদুপর?
ছয় ক্রোশ বেড় উচ্চ প্রাকার-বেষ্টিত
উন্নত, অমরপুরী সমান শোভিত
অনুমতি দেন আকবর বীরবর
সৈন্যগণে আক্রমিতে চিতোর নগর।
প্রচণ্ড বেগেতে যবনের সৈন্যগণ,
দুর্গ-প্রাচীরেতে করে গোলা বরিষণ
ব্যর্থ হল সমুদয়, অক্ষুণ্ণ অটল
রহিল চিতোর গড় যেন হিমাচল,
অবশেষে উঠিবারে প্রাকার-সন্নিধি
দৃঢ়পণে আকবর চিন্তিলেন বিধি
তুলিলা মাটির এক উত্তুঙ্গ জাঙ্গাল

কাটি তত্নুপরে ডালে বিটপি বিশাল।
সৈন্যদের মৃতদেহ দেয় চাপাইয়া
উঠিল ক্রমশঃ স্তূপ প্রাকার স্পর্শিয়া
উঠিয়া যবনগণ তাহার উপরে
অবিশ্রান্ত অগ্নিময় গোলা বৃষ্টি করে
সহজে নারীর বশ ছিল হিন্দুপতি
দুরন্ত বিপক্ষ হেরি টুটিল শকতি।
পলায়ে চিতোর ছাড়ি দেশের ভিতর
আশ্রয় লইতে রাজা চিন্তিল সত্বর।
মহিষী সকলে আসি নিষেধ করিলা
ছি ছি মহারাজ তুমি কুলে কালি দিলা!
একবার অশ্বপৃষ্ঠে সমর-অঙ্গনে
উপস্থিত হও ভূপ সাহসের সনে,
এখনি অর্ব্বুদ হস্ত সহ তীক্ষ্ণ শর
বধিবারে যবনেরে হবে অগ্রসর।
উদয়ের প্রণয়িণী চিন্তিলা তখন
সকলে সঘৃণ চক্ষে করে বিলোকন
আজি দেখাইব সবে চিতোরের তরে
এই হীনা নারী প্রাণ কত স্নেহ ধরে,
এত বলি মহারাজে প্রণমি রমণী
চলিলা নিভৃত কক্ষে গভীর রজনী
সাজালে বিনোদ সাজে সে তনু সুন্দর
করেতে লইলা এক বীণা প্রিয়স্বর,
বাজাতে বাঁশরী রামা ভাল শিখেছিল
প্রভাতে যবন সৈন্যে প্রবেশ করিল।
কারো সনে কথা নাহি কহে শশিবদনী
কেবল করুণ স্বরে করে বীণাধ্বনি।

পশিল সে মঞ্জুরব সম্রাট শ্রবণে
ঘুচিল চিত্তের স্থৈর্য্য সে রণ-অঙ্গনে,
কহে কোথা হতে শুনি নিক্কণ মোহন
কে বাজায় লয়ে এস আমার সদন
চারুমুখী সভামাঝে আইল যখন
বীণাপাণি এল যেন ছাড়ি পদ্মবন,
শুনিতে বীণার গান সাধ বড় মনে
আজ্ঞা দিল আকবর গাইতে তৎক্ষণে।
এদিগে গায়কী-ছলে সেনা-সন্নিবেশ
দেখিয়া লইলা নারী করিয়া বিশেষ,
মোহিয়া মোহন গানে, সম্রাট সকাশে
বিদায় লইয়া বালা স্বনগরে আসে,
লইলা তুরগ এক তুঙ্গ কলেবর
তদুপরি বসিলা প্রভায় প্রভাকর
উৎসাহে কহিল বালা সৈন্য সমুদায়ে
"নাহি ডর সৈন্যগণ এ হেন সময়ে
শুধিতে স্বদেশ-ঋণ ওহে বীরগণ
এস আজি আমরা জীবন করি পণ
স্বর্গেতে অপ্সরাগণ তোমাদের আশে
সাজাতেছে চারু অঙ্গ সুচারু বিলাসে,
পার্থিব শরীর এই পৃথিবীকে দিয়া
পাইবে আত্মিক দেহ পুলকিত হিয়া
সমর-তরঙ্গে আজি দিব সন্তরণ
হবে শোণিতের রেখা অঙ্গ-আভরণ।
স্বদেশের পূজায় শরীর দিব বলি
অজর অমর ধামে যাব কুতূহলি।
আজি কি সুখের দিন গণ বীরগণ

অই দেখ দেবগণ ছাইল গগন।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি সাক্ষী দেবতারা
সাক্ষী ইতিহাস, সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য তারা।
এস লক্ষে অরাতির শিবির ভেদিতে
মারিতে সে চোরাধমে পণ কর চিতে।”
শুনিয়া নারীর মুখে বীরের ভারতী
মহালক্ষে সৈন্যগণ চলিলা সংহতি।
যে পথে তাহার গতি সেই পথে গতি
এ নারী সামান্যা নহে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী।
উন্মত্ত উদ্ধত রাজপুত কালসম
করবাল করাল আস্ফালে ভীমোপম।
অযুত হস্তীর বলে যেই দিক্ চাপে
অগণ্য যবন সেনা মরে যায় দাপে।
প্রচণ্ড সে আঘাত দারুণ দুর্নিবার
সম্মুখে তিলেক ঠারে হেন সাধ্য কার?
ব্যাপার দেখিয়া ঘোর দিল্লীর ঈশ্বর
সৈন্যগণে তিরস্কার করে তীব্রতর।
ভৎর্সনায় কি হইবে সাধ্য না থাকিলে,
নিবারে কি চামরে পবন প্রকোপিলে?
রমণীর রণে বীর পেয়ে পরাজয়
হটিয়া চলিয়া গেল ক্রোশ চারি ছয়।
মহোল্লাসে রাজপুত ফিরিল নগরে
বীরাঙ্গনা ঘেরি সবে মহোৎসব করে
এ কথা পৌঁছিল যবে উদয় শ্রবণে
বহু প্রশংসিলা রাজা প্রণয়িণী জনে।
রাজপুত সেনাপতি ছিল আর যত
রমণীর শৌর্য্য দেখি শির কৈল নত।

কুক্ষণে তাদের হৃদে ঈর্ষ্যা প্রবেশিল
বিনাশিতে বীর রমণীরে বিচারিল।
যখন ক্ষত্রিয়বালা সঙ্গিনী মাঝারে,
বসি অবসন্নভাবে ভাবনার ভারে
কতদিন যোধগণ যুঝিবে এরূপ !!
প্রবল মোগল সেনা ; মোগলের ভূপ !!
কিন্তু কেন ? যতদিন প্রজা সমুদয়
দেশের রক্ষণ হেতু ত্যজে প্রাণভয়।
ততদিন কোন রাজ্য না হয় পতন
এখন উচিত রণ বিনা সম্বরণ।
হেনকালে যমদূত মল্ল দুই জন
প্রবেশিল কক্ষমাঝে লয়ে প্রহরণ।
ওরে রে পাপিষ্ঠা রাজ-বুদ্ধিভ্রংশকারি,
চিতোরের সর্ব্বনাশ রেখেছ বিচারি।
আজি এই অসিঘাতে দেহের পাতনে
প্রায়শ্চিত্ত কর দুষ্টা রাজ্যের কল্যাণে।
কহে বামা অসঙ্কোচে, শুন বীরগণ
রণে প্রাণ ত্যজিবারে আছে মোর পণ।
প্রায়শ্চিত্ত সাধিবারে আছে বড় আশ
কিন্তু বিপক্ষের সৈন্য অগ্রে করি নাশ।
সমরে যখন মোর হইবে নিধন
চরণে আমার তনু করো হে দলন।
সম্বর হে যোদ্ধ‍্‌যুগ মেরোনা এখন
দেহ হে মনের সাধ করিতে পুরণ।
চিতোরের তরে মোর সদা কাঁদে মন
মরিলে এ দুঃখ সঙ্গে করিবে গমন।
গগনে আমার আত্মা ভ্রমিবে নিয়ত

মিবারের প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত যত।
কাঁদিয়া জানাবে সবে হৃদয়ের ভার
চিতোর চিতোর তোর, হলনা উদ্ধার।
এত বলি অশ্রুভারে প্লাবিল নয়ন।
দুঃখের আবেশে আর না সরে বচন।
নির্ম্মম সে রাজপুত মল্ল দুই জন
প্রবল অসির ফলা করে উত্তোলন
পায়ে ধরি সঙ্গিনীরা করিল বিনয়
না মানিয়া অবলায় বধে মল্লদ্বয়।
"হায়রে চিতোর তোর" এই মাত্র বাণী
কহিয়া বিচ্ছিন্ন দেহ পড়িল তখনি।
কুক্ষণে পাষণ্ড রক্ষ হরিল সীতায়
কুক্ষণে সে রাজপুত বধে অবলায়।
সহিল না এই পাপ বিধাতার প্রাণে
চিতোরের ভাগ্য পরে চির বজ্র হানে।
আবার যবন-সেনা রক্তবীজ সম
চিতোরের উপকণ্ঠে প্রকাশে বিক্রম।
ভীতচিত্ত হিন্দুপতি চলে রাজ্য ছাড়ি
একে একে বীরগণ রণে গেল পড়ি।
গুপ্তশরে আকবর বিঁধে জয়মলে
রমণী সহিত পত্তু পড়ে রণস্থলে.
যুঝিলা আম্বের পতি কালান্তক যম
গোয়ালিয়রের পতি লড়িলা বিষম।
নয়রাণী রাজকন্যা এ ঘোর সমরে
শরীর আহুতি দিলা চিতোরের তরে।
ইতিহাসে সবিস্তার দেখ সে ব্যাপার
চিতোরে জমিল শব তিরিশ হাজার।

আগুণের কুণ্ড করি নারী সমুদায়
যবনের হস্ত হতে সতীত্ব বাঁচায়।
মহাবীর আকবর করুণ হৃদয়
দেখি ভয়ানক মরে নর নারীচয়।
প্রচার করিলা চিতোরের পথে পথে
ফির প্রজাগণ, মৃত্যুব্যবসায় হতে।
রণে কাজ নাই আমি যাই নিজ স্থান
মোর প্রজা হয়ে সুখে কর অবস্থান।
অদ্য হতে শান্তিসুখ ভুঞ্জহ তোমরা
চিতোরে ঢালিব আমি সৌভাগ্যের ভরা।
শুনি প্রজাগণ কহে ওহে সুলতান
না হব তোমার বশ থাকিতে এ প্রাণ
তুমি আমাদের হও জাতিধর্ম্ম অরি
তোমার নিকট কৃপা প্রার্থনা না করি।
বিনা কারণেতে তুমি আমাদের দেশে
শান্তি ধ্বংসিবারে সাজিয়াছ কালবেশে।
বন্ধুতা তোমার সনে সম্ভব না হয়
কৃপাবেশে কাতর না করিহ হৃদয়।
যে দারুণ ক্ষত তুমি করেছ সৃজন
কোন প্রিয় কাজে তার না হবে মোচন।
এখন জীবন লয়ে ঘুচাও এ ব্যথা
খাও অস্ত্র মার অস্ত্র নহে অন্য কথা।
মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য হেরে আকবর
প্রতীকার চিন্তা বৃথা, ব্যথিত অন্তর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা রণে প্রাণ দিল
তাহাদের উপবীত সংগ্রহ করিল।
সার্দ্ধচুয়াত্তর মন হইল ওজন

চারি সেরে এক এক মনের গণন।
আজিও পত্রের পৃষ্ঠে সার্দ্ধচুয়াত্তর,
মহাদিব্য বলি গণ্য ভারত ভিতর।
"চিত্তৌড় কা সোগুণ" আজিও রাজস্থানে
ঘোর পাপে পাপী করে দিব্যলক্ষ্য জনে।

উদয়প্রণয়িনী ।

ঘটনা সময় আনুমানিক (১৫৫০—১৫৭০) ইহার মধ্যে ।

ঐতিহাসিক অংশ।

(টড হইতে সংগৃহীত)

এই রমণী যে কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইনি উদয় সিংহের সম্পূর্ণ হৃদয়াধিকারিণী ছিলেন এরূপ অনুমান করা যায়। অবসর-সরোজিনীর গ্রন্থকর্ত্তা ইহাঁকে মতিবিবি কহিয়াছেন ও ইহার বাল্য সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গল্প যোজনা করিয়াছেন। লেখক তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি যে বীরপণার সহিত চিতোর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ঈর্ষী রাজপুত্রগণ ইহাঁকে বিনাশ করে ইহাও সত্য। এবারে যে চিতোর ধ্বংস হয় তাহা চিতোরের তৃতীয় ধ্বংস। চিতোরের দ্বিতীয় ধ্বংস বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই তৃতীয় ধ্বংসের পর চিতোরে আর রাজধানী ছিল না। উদয়পুরে নূতন রাজধানী হয়। আজিও 'চিতোর কা সগুন' কিনা চিতোরের দিব্য; রাজপুতানার সর্ব্বস্থানে মহাদিব্য বলিয়া গণ্য। জয়পুরে, লেখক অনেক বার এ কথা উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন।

আকবর এ যুদ্ধে অন্যায় করিয়া জয়মল্লকে গুলি করেন ইনি তখন একক মশাল হস্তে দুর্গ পরিখা দেখিতেছিলেন। আকবর জয়মল্ল ও পত্তর প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীতে রক্ষা করেন।

রূপমতী।



সতীর প্রকৃতি এই পতি অনুগামি
এক বা অধিক পত্নী যদি রাখে স্বামী
কিম্বা ভিন্ন ধর্ম্মক্রান্ত অথবা ভিখারী,
তবু অন্যে নাহি চায় পতিব্রতা নারী.
মালব রাজ্যেতে ছিল পাঠান ভূপতি,
রাজবাহাদুর নাম সদা ধর্ম্মে মতি।
হৃদয়ের অধিকারী রূপগুণবতী
ছিল এক হিন্দুনারী নাম রূপমতী।
জনম তাহার ছিল শাহরাণপুর
রূপযশ শুনি আনে রাজ বাহাদুর।
উচ্চবংশে জন্ম নহে, সামান্য নর্ত্তকী
কিন্তু গুণে দময়ন্তী সতীত্বে জানকী।
বিবাহিতা নহে বালা প্রণয় মিলিতা
কিন্তু প্রিয়জন প্রতি অবিচলচিতা।
পতি বলি মানিত সে রাজ বাহাদুরে
নাছিল অন্যের স্থান হৃদয়ের পুরে
নৃত্যগীতে অদ্বিতীয় সেই রূপবতী
নানা রূপ নাট্যে প্রিয়ে তুষিত যুবতী
বহু গীত বিরচিলা সেই বরনারী
অদ্যাপি মালব ধামে গায় তা ভিখারী।
অন্য নারী ধনগর্ব্ব করে নিরবধি
রাজ বাহাদুর প্রেমরাশি, মোর নিধি
হৃদয় ভাণ্ডারে রাখি যতনে তুলিয়া।
পাছে দেখে অন্য নারী রাখি লুকাইয়া।

যতনে রাখিরে মন এ অমূল্য ধন
অন্যধন সম এর নহে নিয়োজন।
যত রুদ্ধ রবে ইহা তত স্মুদ হবে
প্রীতি প্রসবণরূপে অমৃত প্রসবে।
সতত আমোদে যাপে প্রণয়ী যুগল
নাজানে নিকটে রহে ঘোর অমঙ্গল।
পর দেশ না লইলে বীর নাহি হয়।
আকবরে ইচ্ছা মনে মালবেরে লয়।
একবার সেনাপতি অধোমুখ হয়ে
হতাশ হইয়া ফিরে মালবের জয়ে
কিন্তু মোগলের বল টুটিবার নয়
বহু সৈন্য লয়ে সেই পুনঃ উপজয়।
আদম খাঁ নাম তার সমরে দুর্জ্জয়
করিল বিষম রণ রাজে হল ভয়
বীর হৃদে কিন্তু ভয় রহে কতক্ষণ?
সাহসের রশ্মি মাঝে হয় তা দহন।
সাজিলা পাঠানবীর মোগল যুঝিতে
যদিও ভাবির দশা পারিলা বুঝিতে।
কিন্তু কেন পরাজয় করিব বিস্তার
অন্যায় আক্রান্তাকরে দিয়ে রাজ্য ভার
কিন্তু হায় ভাগ্য যবে বিমলিন হয়
কতক্ষণ বিক্রমীর পরাক্রম রয়।
পেয়ে পরাজয় বীর কৈল পলায়ন
দক্ষিণ বুরানপুরে, ত্যজি পরিজন,
নগর সারঙ্গপুর ছিল রাজধানী
লুঠিতে লাগিলা শত্রু মহানন্দ মানি।
রূপমতী বাস হেতু প্রাসাদ সুন্দর

মাণ্ডু নগরেতে শোভে অতি মনোহর
তাহে আছে রূপমতী, হরিবার তরে
আক্রমণ করে সেই প্রাসাদের পরে
এদিকে বিপদ গণি সঙ্গিনী সমাজে
আকুলিত রূপমতী উদ্দেশিছে রাজে।
আমি যে দুখিনী, তোমার বন্দিনী,
কাঁদি পাগলিনী, না হেরি তোমায়!
কোথায় চলিলে, আমায় ভুলিলে,
তোমা না হেরিলে, পরাণ যায়।
দেও কেহ বলে, কোন্ পথে চলে,
রাজ্যধন ফেলে, ফেলিয়া আমায়—
ফেলি সিংহাসন, ফেলি বন্ধুগণ,
হল নির্ব্বাসন, প্রাণেশ হায়।
এইরূপ বিলাপিছে করুণ বচনে
অনাত আকুল আঁখি আনত আননে
দানব মোগলগণ প্রবেশি প্রাসাদে
পৌছিলা যথায় নারী কাঁদিছে বিষাদে
মোগলের উগ্রমূর্ত্তি হেরিয়া রমণী
অসি গলে বসাইলা আপনা আপনি
মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে রুধির পতনে
সেই ভাবে লয়ে তারে গেল সৈন্যগণে।
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি মোগল সেনানী
প্রয়াসে আরোগ্য তরে চিকিৎসক আনি।
বহু আয়াসের পর রূপমতী সতী
সুস্থ হ'ন কিন্তু সদা ম্রিয়মাণা অতি।
কহিলা আদম তবে নারীর সকাশে
কহ কি দারুণ মেঘ তব চিত্তাকাশে।

পরাজিত পলায়িত কাপুরুষ জনে
কেন অনুরাগবতী আছলো এক্ষণে
কণ্ঠমণি করিয়া রাখিবে দিল্লীপতি
তোমার গুণের গানে পরিতুষ্ট অতি
উত্তরিলা মঞ্জুভাষী শতদল মুখী
সে আমারে করে গেছে অতিশয় দুখি
তারে বিনে হৃদে স্থান দিব না কাহায়
কি ফল আমার কাছে বাদশা কথায়
হায় নাথ যে আমার
করে অনাথিনী বিরহে দুখিনী
গেছে না আসিবে আর।
সে বিনা সংসার শুধু অন্ধকার
বৃথা এ জীবন ভার
জীবন ধারণ স্বপনে যাপন
সমান এখনকার।
তাহারে আনিয়া এ ব্যথিত হিয়া
করিবে যে প্রতীকার
সেই সে বান্ধব, বিপদে দুর্লভ
লুণ্ঠিব চরণে তার।
আশ্বাসিতে যুবতীরে কহিলা মোগল
রাজবাহাদুর ভয়ে হয়েছ পাগল,
ভয় নাই এত নীচ ভেবনা আমায়।
প্রিয়সনে পুনরায় মিলাব তোমায়।
এখনি দিইব আমি লোক পাঠাইয়া
লইয়া আসিবে রাজে পৃথিবী খুজিয়া
এত বলি মাণ্ডুধামে পৌছায় বালায়
আপনি মোগল বীর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

প্রিয়ভাষে ক্ষমা লয়ে ফিরিল যবন
কিন্তু পুষ্পশর করে শরের বর্ষণ
শিবিরে আসিয়া রায় করিলা চিন্তন
কেন বাদশাহে এরে করিব অর্পণ
নিজ ভুজবলে রাজ্য করি পরাজয়
সামান্য নারীও মোর ভাগ্যে নাহি হয় ! !
যদি দিতে হয় শাহে এ রূপের সার
অঙ্কশায়ী প্রথমে করিব একবার।
এত ভাবি পরদিন মোহন সাজিয়া
রূপমতী সহবাস বাসনা করিয়া
চলিলা প্রাসাদ পরে নির্ভয় হৃদয়
যথা নারী নিরানন্দ যাপিছে সময়।
কহিলা যুবতী অগ্রে বুদ্ধিহত প্রায়
আছে কিছু নিবেদন অই রাঙাপায়।
ভুবন মোহন তব মূরতি হেরিয়া
কাম শরে জর জর হইতেছে হিয়া
চাও তুমি পুনরায় রাজবাহাদুরে
অথবা প্রবেশ কর শাহ অন্তঃপুরে
অতীব কাতর হয়ে দাস ভিক্ষা করে
একবার শোভাকর মোর অঙ্কোপরে।
দয়াবতী হয়ে তুমি দাসের প্রার্থনা
না পুরালে ক'বে সবে নিঠুরা ললনা।
যদি তুমি এ প্রার্থনা পুর একবার
শপথ করিনু আমি ছুঁয়ে তরবার।
যথা তব পতিধন আছে পলাইয়া
আনি তোমাসনে পুন দিব মিলাইয়া।
যদি বাদশাহ রোষে প্রাণ তাহে যায়

কোরাণ শপথ কভু না লঙ্ঘি কথায়।
যদি কোন প্রতিবাদ করহ যুবতী
বড় দুখ পাব, মোর কি হইবে গতি?
হতে পারে, বল বা প্রয়োগ করে বাসি,
কামের অধীন জনে কে শাসে রূপসি?
শুনি সেনাপতি বাণী কাতরা সরলা
সম্বরি শোকের বেগ কহিলা অবলা
বিপদে চাতুরী বিনা নাহিক উপায়
কৌশল কাহিনী বালা রচে সমুদায়।
শুন বীর, বন্ধু তুমি নিশ্চিত আমার
মিলাতে রাজের সনে যতন অপার
উপকারি জনে যদি করিহে বঞ্চনা
অকরুণ বলি লোকে করিবে ঘোষণা
তোমার প্রার্থনা আমি পুরাব নিশ্চয়
দু দিন অপেক্ষা মাত্র কর মহাশয়
পরশ্ব আসিবে তুমি ফেলি সব কাজ
এক নিশি বক্ষে মোর করিহ বিরাজ।
শুনি অবলার বলা হয়ে নিঃসংশয়
বহুক্লেশে সে সময় সম্বরে হৃদয়।
দুই দিন যুগ সম হইল প্রতীত
চলিলা মোগল তাহা হইলে অতীত।
অহো কি বিষম কাণ্ড শয্যার উপরে
অহিফেন প্রসাদাৎ রূপমতী মরে।
না জানিত দাসীগণ এ মৃত্যু বারতা
নীরব সকলে হেরি ছিন্ন হেমলতা
স্তম্ভিত আদম বীর পুছে সখীগণে
নিরুত্তর সকলেই বিষাদিত মনে।

বোধ হয় অহিফেন করিয়া সেবন
হয়েছে হে অবলার এরূপ মরণ
পরে দেখে লিপি এক কণ্ঠের উপর
লিখিয়া নিশ্চয় বালা ত্যজে কলেবর
কোথা আছ নাথ, মোর অশ্রুপাত
লহ উপহার বিদায় কালে
তোমার সহিত মিলনে বঞ্চিত
এ জীবন আর রাখা বিফলে
তোমার সে কায়া তোমার সে ছায়া
হৃদয়ে আমার সতত জ্বলে
তব সহ বাস সম স্বর্গবাস
দেহ রাখা ভার বিরহানলে
এ পাপ ধরায় মন নাহি চায়
রহিতে আবার তোমায় ফেলে
জীবিত কি মৃত ইহারি নিশ্চিত
সংবাদ সথার, কেহ না বলে।
মোগল সেনানী ইচ্ছে ধর্ম্মহানি
কহে বার বার কৈতব ছলে
সহেনা সহেনা এ প্রাণ রহে না
দেহ কারাগার ছাড়িয়া চলে
সতীত্ব রক্ষণে সেনাপতি সনে
সত্য পরিহার করি কৌশলে
ক্ষমিবে মোগল, নারীর সম্বল
পাতিব্রত্য হার ত্যজি কি বলে ?
পড়ি হায় হায় করে সেনা অধিপতি
তাঁরি দোষে গরল ভক্ষিল সাধ্বী সতী।

পরে রাজ বাহাদুর করে বহু রণ,
পরাজয় পেয়ে করে মোগল শরণ,
রাজা ছিল প্রজা হল গেল সব সুখ
আমরণ ভেবে ছিল সেই চারু মুখ।

রূপমতী।

ঐতিহাসিক অংশ।

ঘটনা সময় আনুমানিক (১৫৫০—১৫৬০) ইহার মধ্যে।

(কনিংহামের আর্কিওলজিকাল সর্ভে হইতে সঙ্কলিত)

ব্রীগ ও ম্যালকলম ও রাজবাহাদুর কর্তৃক এই নর্ত্তকীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁর গান আজিও মালবে গীত হয়, ইনি নিতান্ত রাজবাহাদুরে অনুরক্ত ছিলেন। ইহাঁর পরিণাম পদ্যে কিঞ্চিৎমাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইনি যে সেনাপতির প্রতারণায় পড়িয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করেন তাহা ঐতিহাসিক।

দুর্গাবতী।

যখন মালব পড়ে মোগল কবলে
আকবর তাহায় শাসিলা সেনাবলে
আবদুল্লা উজবেকে সেনানী করিয়া
শাসনের ভার তাঁরে দিলেন সঁপিয়া
প্রভুবলে প্রতাপী দুরন্ত উজবেক
চাটুকার চারুভাষে হারাল বিবেক
স্বাধীনতা পতাকা উড়াতে মূঢ় চায়
স্বনাম খোদিত করি চালায় মুদ্রায়
সুলতানে উপজিল অতিশয় ক্রোধ
আপনি সসৈন্যে তাহে করে অবরোধ
মূঢ় মতি পলাইলা গুজরাত পানে
শাসিবারে আকবর চলিলা সে স্থানে
এদিগেতে উজবেক জাতীয় যবন
মালবে যতেক ছিল হল ক্রুদ্ধমন
অহঙ্কারী দুরন্ত না মানে সুলতানে
আজফ খাঁ হিরয়েরে ভূপ করি মানে
আবদুল্লা পদ পেয়ে আজফ দুরন্ত
বহু সেনা বশে পেয়ে হইল বিক্রান্ত
ছিল সে করার পতি হ'ল মালবেশ
অহঙ্কারে ধৈর্য্যশূন্য হইল বিশেষ
নিকটস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য তিষ্টিতে না পারে
যৌনপুর বেরার যাইল ছারখারে
শুনি সুলতান বড় হল চিন্তিত

শাস্তি দিতে পামরেরে ভাবিল বিহিত
কিন্তু আয়োজনে যত হতেছে বিলম্ব
আজফখাঁ না ছাড়িছে আপন আরম্ভ
গরা নামে রাজ্য এক ছিল সন্নিধানে
সে রাজ্য লুণ্ঠিতে দুষ্ট ইচ্ছা কৈল প্রাণে
লয়ে অপ্রমিত সৈন্য চলিলা গরায়
বিধিমতে ক্লেশ দেয় নির্দ্দোষ প্রজায়
ভূপতির মৃত্যু তথা হয়েছে সম্প্রতি
রাজকার্য্য করিছে বিধবা দুর্গাবতী
রূপে গুণে শূরতায় দুর্গাবতী সতী
ভারতে অসমা খ্যাতি সদা ন্যায়বতী
প্রকৃত ক্ষত্রিয় নারী যেই রূপ হয়
দুর্গাবতী ধরিত তেমতি গুণচয়।
স্বদেশের তরে ধরে অসম মমতা
সতত ধর্ম্মেতে মতি প্রজাহিতব্রতা।
কিন্তু কোন বোধহীন কুটুম্ব রাজার
কু উপায়ে ল'তে রাজ্য করিল বিচার।
দুর্গাবতী বিধবা সন্তান শিশু তার
না মিলিবে এর মত সুযোগ আমার।
চলিলা সামান্য মাত্র সৈন্য সঙ্গে লয়ে
ভেটিতে যবন রাজে প্রফুল্ল হৃদয়ে।
আশা দিল আজফ করিবে উপকার
রাজ্যের আশায় মূঢ় ত্যজে ধর্ম্মসার।
দেখাইয়া দিল পথ যোগাল আহার
অবিলম্বে পৌছে শত্রু নগর দুয়ার
না জানিত দুর্গাবতী এ গুরু প্রমাদ
সহসা শত্রুর পাতে গণিল বিষাদ।

প্রধান অমাত্য আর সেনাপতিগণ
কহিলা রাণীর অগ্রে বিনীত বচন।
শিরে শত্রু উপস্থিত নাহি আয়োজন
উচিত এখন করা আত্ম সমর্পণ।
অকরুণে প্রজা ক্ষয় করিছে পামর
বিনা আয়োজনে কিসে হইবে সমর।
প্রজার রক্ষার হেতু উপযুক্ত হয়
জিজ্ঞাসা করিতে তাহে সন্ধির বিষয়
অথবা কিঞ্চিৎ রাজ্য করি সমর্পণ
শান্তি ক্রয় করা যোগ্য লহে হেন মন।
শুনিয়া অমাত্য ভাষ কহে দুর্গাবতী
কেন মন্ত্রী মহাশয় হেরি এ দুর্ম্মতি
অকারণে পামরেরা করিছে দুর্গতি
তাহারে করিতে হবে রাজযোগ্য নতি।
দস্যু সে, দস্যুর যোগ্য কর ব্যবহার
ভীরুতা দেখিয়া তব হ'নু চমৎকার।
আয়োজনে কতক্ষণ যাইবে সময় ?
এবে শুধু প্রয়োজন প্রকৃত হৃদয়।
তোমরা কলুষ মতি শান্তি কর ক্রয়
লাজ ত্যজি স্বাতন্ত্র্যেরে কর বিনিময়।
বহু সাধনের বস্তু স্বাধীনতা ধন
অনায়াসে উজবেক করিবে হরণ।
ধিক্ এ প্রস্তাবে মূঢ় সম্মুখ ত্যজহ
কিসে জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হয় তা দেখহ।
এত বলি সলম্ফে উঠিল অশ্বোপরে
খরশান কৃপাণ শোভিছে দুই করে।
পৃষ্ঠে বহে নিষঙ্গ নিশিখ পরিপূর্ণ

রাজপথে বীরজায়া উত্তরিলা তূর্ণ।
অহো প্রজাগণ মোর বীরপুত্রগণ
না সহ মেষের মত শত্রু প্রহরণ।
তস্কর আকারে পশি যবন পামর
হেলায় করেছে মনে লইবে নগর।
নাহি যুদ্ধ আয়োজন তাই কি এখন
সহিবে কলুষ অসি পশুর মতন?
হয়েছে কি বিন্দুমাত্র রক্তশূন্য দেহ
ধর না কি দেশ তরে এক বিন্দু স্নেহ!
তোমাদের মাতার মর্য্যাদা রাখিবারে
উঠে নাকি উগ্র কর অসি ধরিবারে?
স্বর্গীয় সাধনলব্ধ স্বাধীনতা ধনে
বাঁচাতে কি নহে ইচ্ছা জীবনের পণে?
চিরদিন প্রীতি দান করেছে যে ধাম
উদ্ধারিতে শোণিত কি না বহে উদ্দাম?
অকারণে শান্তি নাশ করে যেই জন
হৃদয় কি নাহি চায় করিতে হনন?
এস আজি স্বর্গের দুয়ার খোলা পাবে
পবিত্র করহ অস্থি পাতিয়া আহবে।
এ ছার শোণিত মাংসে কি হইত আর
পরম পবিত্র কার্য্যে কর ব্যবহার।
কভু না মিলিবে আর সুযোগ এমন
হয় মার, নয় মর, যুদ্ধ প্রাণপণ।
অসি আজি অভরণ, রক্ত সুধাধারা
ক্রোধ শ্বাস মলয়—সাঁজোয়া পুষ্পভরা;—
রণভুমি শয্যা—শত্রু-শব উপাধান
সুখে আজি পুত্রগণ করহ শয়ন।

শুনিয়া রাণীর বাণী কি ভয় কি ভয়
নিনাদে নগরবাসী দুর্গাবতী জয়।
চল চণ্ডী যুদ্ধকাণ্ডে অসুর হননে
পাষণ্ড যবন মুণ্ডে কবন্ধ তর্পণে।
ধন্য সেই বীর যেই আগে দিবে প্রাণ,
এস ভাই সমরে হওরে আগুয়ান।
উৎসাহে ভরিল হৃদি আঁখি-রবি লাল
কৃপাণ ঝকিল হস্তে শোভিল করাল।
কপালে ত্রিপুণ্ড্র দিয়ে বম্ বম্ রবে
অযুত ভৈরব যোধ মাতিল আহবে।
দেখিতে শত্রুর রক্ত বিলম্ব না সয়
প্রখর ধমনীবাহে স্কন্ধ উল্লম্ফয়।
কণ্ডুয়িল বাহুযুগ বল্লম বর্ষণে
তীব্রবেগে ছুটিল যবন নিহননে।
নরনারী গজবাজী শিশু পশু সবে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র মাতে ঘোর রবে।
তুমুল বাধিল রণ আক্রোশ কযায়
কালকুট উগরে সায়ক সমুদায়।
অসির অগ্রেতে হয় অশনির লীলা
একাঘাতে দশ বীর সম্বরিছে লীলা।
হুহুঙ্কারে অহঙ্কারী যবন সকল
ফলকে অসির বেগ নিবারে কেবল।
করে রণ মহারাণী নির্ণিমেষ ভাবে,
বহিছে অস্ত্রের ঝড় সন্ সন্ রবে।
হেরিয়া রাণীর অসামান্য যোধশক্তি
দেশ-শত্রু কুটুম্বের উপজিল ভক্তি,
ত্যজিয়া তখনি বীর যবনের সঙ্গ

সুধিতে দেশের ঋণ ঢালি দিল অঙ্গ।
"অই কি পামর সেই কপট রাক্ষস
স্বজাতির শত্রু পাপ বিপক্ষের বশ!
কাট্ কাট্ উহারে"—ছুটিল ক্ষত্রগণ
উচ্চৈঃস্বরে মহারাণী করেন বারণ।
"হক্ সে কপটী দুষ্ট দেশের কারণ
এক বিন্দু রক্ত দান করিবে যে জন,
সব পাপ নাশ তার, বন্ধু সে আমার
ভুল হে ক্ষত্রিয়গণ শত্রুতা তাহার।
হৃদয় উহার এবে পবিত্রে মণ্ডিত
সাধু বধে মহাপাপ না হও বিস্মৃত।
কর রণ অবিশ্রাম যতক্ষণ শ্বাস
অব্যাজে করিবে সবে বিমানে বিলাস।"
ঘোর রবে প্রচণ্ডা মার্ত্তণ্ডসম তেজে
শত্রুর হৃদয়োপরে ঘন অস্ত্র ত্যজে।
কিন্তু হায় হিন্দুভাগ্য বড় অপ্রসন্ন
অসময়ে রাণীর নয়ন হ'ল ছিন্ন।
তীব্র এক সায়ক বিঁধিল সুলোচন
ব্যথায় না পান রাণী করিতে দর্শন।
তথাপি করাল খড়্গ ঘুরিছে স্বকরে,
তথাপি শত্রুর শির কাটা না সম্বরে।
কিন্তু পাছে যবনের পাপ অসি পশি
কলঙ্কে পবিত্র অঙ্গ, চিন্তিণা রূপসী।
অগ্রেই আপন শরে বিঁধিল হৃদয়
অবিলম্বে বীরজায়া প্রাণত্যাগ হয়।
নেত্রীর বিনাশে নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে
বীরগণ দেহ তাঁর স্থানান্তর করে।

রাখিব রাণীর পণ যাবৎ জীবন
যুঝিল সংগ্রামে পরে পাইল নিধন
লুঠিল যবন রাজ্য, বধিল কুমারে,
সব গেল গরার উৎসন্ন একেবারে
হায় সব গেল আর চিহ্ন নাহি রয়
শুধু দুর্গাবতী নাম ঘুচিবার নয়।

দুর্গাবতী।

ঘটনাসময় আনুমানিক খৃঃ (১৫৫০—১৫৬০)

মার্সম্যান, ব্রীগ, প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

দুর্গাবতী স্বয়ং আকবর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হন নাই। [illegible]র এক শাখা উজবেক নামে প্রসিদ্ধ তাহারা তুরাণেও আকবরের পিতামহকে জালাতন করিয়াছিল; এবং মালবের একদল উজবেক আকবরকে জ্বালাতন করিয়াছিল। মাঝে পড়িয়া দুর্গাবতী উজবেকগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইহাতে একটী উপন্যাস কল্পিত হইয়াছে যে রাণীর একজন কুটুম্ব আজফখাঁকে পথ দেখাইয়া লইয়াছে। বাস্তবিক তাহা ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু সচরাচর এইরূপ একজন কুলাঙ্গার হইতে সমগ্র জাতির অনিষ্টসাধন হইয়াছে।

জয়ারাই।

বিকানির পতি রায়সিংহ মহারাজ
তাঁর ভ্রাতা আছিল কবীন্দ্র পৃথ্বিরাজ।
যবে আকবর বীর রাজ্য পিপাসায়
বিকানীর অধিকারে কটক পাঠায়
মহা শৌর্য্যসনে পৃথ্বি করে ঘোর রণ
সেই কথা আকবর করিল শ্রবণ
বড়ই বাসনা চিতে দেখিতে সে বীরে।
অবিলম্বে সংবাদ পাঠাল বিকানীরে
"অহো ভ্রাত রায় সিংহ বাসনা আমার
যুদ্ধ অনুষ্ঠান তুমি নাহি কর আর
অদ্যাবধি হলে তুমি ভ্রাতার সমান।
হইবে দিল্লীতে তব মহোচ্চ সম্মান
হইয়া সামন্ত রাজা রহ সুখে ভাই
অকারণে রণে প্রাণিহানি কাজ নাই।
মোগলের প্রতাপ বিদিত আছ তুমি
যুদ্ধ বলে নহ শক্য রাখিতে স্বভূমি।
আর এক অনুরোধ রাখিবে রাজন
আপন অনুজে এথা করিবে প্রেরণ।
শুনি লোভী রায় সিংহ অনুজেরে কয়
সম্রাটের সনে সন্ধি যুক্তিযুক্ত হয়।
উত্তরিলা পৃথ্বিরাজ হা ধিক অগ্রজ
লোভপরবশ হয়ে স্বাধীনতা ত্যজ।
দেখদেখি মিবারে প্রতাপ মহাবীর

যুঝে শাহ সৈন্য সহ অক্ষুণ্ণ শরীর।
ধিক্ তব ধনাশায় ধিক্ পদোন্নয়ে
উপাসনা চাহিলে স্বাতন্ত্র্য বিনিময়ে ?
এত যদি কহিলেন পৃথ্বী বীরবর,
বলিলেন বাণী রায় সুমধুর স্বর।
অহহ অনুজ তুমি যৌবন-প্রমত্ত
জান না মোগল বল তাদের শূরত্ব।
একে একে সঙ্কুচিত হিন্দু নৃপগণ
কি ফল এখন ভাই করি আর রণ।
চিরদিন রণে যদি ভারত যাপিবে
কবে ভবে শান্তি সুখ আর সে লভিবে ?
ধরহ বচন, যাও শাহের নগর
দিয়া উপহার রাশি লভহ আদর।
অগ্রজের অনুজ্ঞায় খণ্ডিবারে নারে
মহা অনিচ্ছায় বীর চলে দিল্লীপুরে।
ভেটিয়া সন্দেশ বীর লভিলা সম্মান
তুষিল যুবকে আকবর মতিমান।
উত্তম প্রাসাদ এক বহু অনুচর
দিল্লী রহিবারে বীরে দিল আকবর।
প্রতিদিন দরবারে পৃথ্বীরে আনিয়া
তুষিতেন প্রিয়ভাষে উপহার দিয়া।
রাজপুত বীর গাথা গাহি পৃথ্বিরায়
আহ্লাদিত রাখিতেন মোগল রাজায়।
বড় ভালবাসিতেন বাদশাহ তাঁয়
বড়ই হতেন প্রীত বীরত্ব গাথায়।
কিন্তু রাজপুত বীর স্বদেশের তরে
দুর্দ্দম মমতা সদা হৃদয়েতে ধরে।

কবিতা শুনাতে বীর কভু নাহি ডরে
রাজপুত দর্প ছাড়ি শত্রু না আদরে।
এমন কি আকবর যদি দোষ করে
অবিলম্বে কহে তাহা মুখের উপরে।
মহামতি বাদশাহ না হ'ত কুপিত
বরঞ্চ নবীন বীরে ছিলা বহু প্রীত।
মিবারের অধিপতি প্রতাপী প্রতাপ
অবিরল সমরে যবনে দিল তাপ।
চিতোরের ভগ্ন দশা কালানল সম
প্রতাপের মনঃক্ষেত্র পীড়িত বিষম।
হা ধিক উদয় যদি রাজা না হইত
তা হ'লে যবন কিরে চিতোর জিনিত।
প্রতাপ পরমপ্রিয় রাজ পুতানায়
পৃথ্বী তার গুণ গান শাহ অগ্রে গায়।
"যদিও প্রতাপ রণে পরাজিত হয়
তথাপি স্বাতন্ত্র্য সেই ছাড়িবার নয়।
বরঞ্চ জীবন ত্যাগ বরং বনবাস
শত্রুকে না সমর্পিবে স্বদেশ আবাস
এমনি প্রতিজ্ঞা তার দৃঢ় পণপ্রাণ
জাতি শত্রু বলি যবনেরে করে জ্ঞান।"
শুনিতেন এইরূপ প্রতাপের যশ
তথাপি মোগল কভু নন ক্রোধবশ।
প্রতাপের ভ্রাতা এক শক্তসিংহ নাম
যবনের আশ্রিত প্রতাপ প্রতি বাম।
থাকে সদা দিল্লীপুরে যৌবন অবধি
জয়াবতী কন্যা তার লাবণ্য-জলধি।
সে কন্যায় পৃথ্বীরাজ করে পরিণয়

অনুকূল পতি হয়ে মহা সুখে রয়।
অনুকূল, দক্ষিণ, বিদগ্ধ ধূর্ত্ত আর,
ঘস্মর নায়ক, শাস্ত্রে এ পঞ্চপ্রকার।
নিজ ভার্য্যা ভিন্ন যার অন্যে নাহি মতি
মাথা হেঁট করে হেরি অপর যুবতী
প্রেয়সী যদ্যপি হয় পীড়া-বিশোষিত
তথাপি তাহাতে রহে অনুকূল প্রীত।
প্রিয়ার হইলে মৃত্যু অন্য নারী ল'তে
অনুকূল পতি নাহি চাহে কোন মতে।
গণিকার বশ্য কভু না হেরে নয়নে
নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুকূলে ভণে।
দক্ষিণ পুরুষ রাখে অনেক যুবতী
সমুচিত সমাদর প্রধানের প্রতি।
বঙ্গের লক্ষ্মণ সিংহ ছিলেন দক্ষিণ
প্রবীনা কমলাবতী মহিষী প্রবীন।
তার প্রতি সম্মান উপরে সবাকার
অন্য নারীগণ শুধু ভোগের আধার।
একদা লক্ষ্মণ সেন সহ অক্ষৌহিণী
কাশীরাজে আক্রমিতে চলেন আপনি।
দিগ্বিজয়ী বঙ্গরাজ বীরের প্রধান
সুযোগ্যা মহিষী তার সঙ্গে যেতে চান।
বুঝায়ে ছিলেন রাজা কমলাবতীরে
না যাইতে রণে সনে দূর দেশোপরে।
"হও তুমি শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা বরণীয় রাণী
পুষ্প তাম্বুলের সম তোমা নাহি মানি
আমার অনুপস্থিতি যত দিন রবে
মন্ত্রীগণ সহ দেবি রাজ্য ভার লবে।"

বিদগ্ধ নায়ক হয় লম্পট স্বভাব
সামান্যা নারীর সনে রাখে সে সদ্ভাব।
কিন্তু সকলেই মুগ্ধ মনে মনে গণে
আমারি বিশেষ প্রিয় হয় এই জনে।
ধূর্ত্ত যারা কামবশ কুলস্ত্রী মজায়
সাধিয়া আপন কাজ ফিরিয়া না চায়।
ঘস্মর দুর্ভাগ্য স্বীয় অসতী ভার্য্যায়
চিনিতে না পারি মূঢ় আহ্লাদে কাটায়।
পৃথ্বীরাজ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের সম্মত
ধর্ম্মপরায়ণ সাধু এক ভার্য্যা রত।
একদা নিষণ্ণ দোঁহে প্রমোদ শয্যায়
পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিলা প্রিয় বনিতায়।
"কেন প্রিয়ে কোন দিন আমার সকাশে
নিজ অভিলাষ কিছু না কর প্রকাশ।
কেন নাহি ভূষণে শরীরে অনাদর
অযতনে কেন রাখ কম কলেবর ?"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা মধুর সম্ভাষে
"নাহি কোন বাঞ্ছা নাথ আমার মানসে।
এই মাত্র ইচ্ছা করি আমার কুটীরে
বিষণ্ণ বদনে দুঃখী যেন নাহি ফিরে।
উত্তম আহারে কিম্বা উচ্চ পরিচ্ছদে
উন্নত প্রাসাদে কিম্বা অতুল সম্পদে
কোন সুখ নাহি হেরি সত্য জেনো নাথ
এ সকল বিদ্যমান বিপদের সাথ।
নিরমল সুখের অভাব কিছু নাই
বিপুল ঈশ্বররাজ্য দেখিবারে পাই।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ আকাশ উপরে

অনন্ত রতন হতে মূল্য তারা ধরে।
অই যে পতত্রিকুল মহীরুহ পরে
কলরবে দিক্ চারি মুখরিত করে
ওরাই বান্ধব মোর ওদিগে হেরিলে
পুলকিত হয় হিয়া হরষ-সলিলে।
উহাদের শিশু যদি মাতৃহীন হয়
বহু যত্নে সে শিশুরে পালি মহাশয়
কোমল করিয়া অন্ন চঞ্চুপরে ধরি
খায় তা শাবক মাতৃদত্ত মনে করি।
উহাদের কোন পাখী শিশুহীন হলে,
তার সনে মোর প্রাণ কাঁদেছে বিরলে।
কাতর পাখীর পতি প্রিয়ার বিলাপে
আমার হৃদয় কাঁদে উভয়ের তাপে।
তাদের হরষ হেরি হই হরষিত
তাদিগে ব্যাকুল দেখি হই ব্যাকুলিত।”
এত শুনি পৃথ্বীরাজ কহেন ভারতী
“বিমল তোমার মন স্বর্গের কপোতী।
সংসারের কলুষ-আবিল কোলাহল
নাহি ঢালিয়াছে তব হৃদে হলাহল।
কিন্তু প্রিয়ে সংসারে আসক্তি রাখা চাই
তা বিনে আবার যুটে অনেক বালাই।
শঠের শঠতা চেষ্টা ব্যর্থ করিবারে
শঠতার প্রয়োজন হয় হে সংসারে।
স্বদেশের শত্রু নাশ সাধন কারণ
তরবারী করে ধরা হয় প্রয়োজন।”
শুনি কহে ক্ষত্রবালা “সে দুঃখ করোনা
তরবার খেলা মোর আছে ভাল জানা।

যদি অনুমতি হয় যাইয়া মিবারে
পিতৃব্যে সাহায্য করি চিতোর উদ্ধারে।”
দেখিতে দেখিতে সে কুসুম সুকুমারী
উপজিল উগ্রমূর্ত্তি যেন রুদ্রনারী।
নয়নে ছুটিল ক্রোধ সৌদামিনী ছটা
ঝরিল আক্রোশবারি দুই এক ফোঁটা।
দেখিয়া সে ভীমভাব ভয় ভাবি মনে
পৃথ্বীরাজ কহিলা মধুর সম্ভাষণে।
অহো ক্ষত্রবালা সম্বরহ অভিমান
তোমার উদ্দেশ্য হবে বিলম্বে বিধান।
সান্ত্বনা করিয়া দারে চলে পৃথ্বীরাজ
নিয়মিত সময়ে যথায় দিল্লীরাজ।
দরবারে গিয়া যুবা হইল বিহ্বল
খলখল হাসে খল যতেক মোগল।
নগরে উৎসব বহু হয় অনুষ্ঠান
মিবার পতির আজি চূর্ণ হল মান।
দিয়াছেন প্রতাপ দারুণ মনঃক্লেশে
সন্ধির প্রার্থনা পত্র আজি যবনেশে।
কহে আকবর পৃথ্বীরাজ মুখোপরে
কহ তব প্রতাপ কেমন বীর্য্য ধরে।
স্বাক্ষরিত লিপি তার দেখ নেত্র অর্পি
মিনতি করিয়া কত লিখেছে সে দর্পী।
শুষ্কমুখ পৃথ্বীরাজ, কি হইল হায়
নামিল হৃদয় দেব অরাতির পায়।
শত বজ্রপাত কেন না হল মস্তকে
কেন বাদশাহ নাহি বিঁধিল সায়কে।
এ সংবাদ হতে ক্লেশ পৃথ্বীর জীবনে

আর কভু হয় নাই হবে না ঘটনে।
তথাপি ক্ষত্রিয় সুত উগ্র রাজপুত
কহিলা উত্তর আপনার মনঃপুত।
"অহো বাদশাহ ইহা প্রতাপের নয়
জাল সাজি করি কেহ ভেজেছে নিশ্চয়।
তথ্য লয়ে দেখ বীর কখন না হবে
প্রতাপী প্রতাপ হারি মানিবে আহবে।
যদি হারি হয় তাহে, বিনয় বচন
লিখিতে সে বীরশ্রেষ্ঠ জানে না কেমন।"
চাহিল ভ্রূকুটী করি শাহ পৃথ্বীপানে
ডুবায়ে ফেলিল যেন কোপের তুফানে।
এই সে প্রথম দৃষ্টি যুবরাজ পরে
চির অনুকুল শাহ ক্রোধসহ করে।
মূর্চ্ছিত হইত যদি হ'ত অন্য কেহ
লৌহের নির্ম্মিত হয় রাজপুত দেহ।
বিদায় হইয়া পৃথ্বী গৃহেতে চলিল
শাহের অমর্ষ তাঁহে কিছু না বিঁধিল।
নিরুত্তর বাদশাহ ভাবিলেন চিতে
একেবারে যুবরাজে প্রাণান্ত করিতে!
কিন্তু চিরবদ্ধ স্নেহ সহজে না যায়
সম্বরি দারুণ কোপ দিলেন বিদায়।
এদিগে বিষণ্ণ দীন পৃথ্বী মহাশয়
গৃহে গিয়া লিখে লিপি ওজোগুণময়।
অন্তরের মর্ম্মভেদী তিরস্কার তীর
গোপনে প্রতাপ কাছে পাঠাইলা বীর।
"কি কাজে গেলহে মতি মিবারের রবি
করিবে কি রাজস্থান নিবিড় অটবী।

সকলি হয়েছে হত শূরশূন্যধাম
আছিল কিঞ্চিৎ প্রাণ লয়ে তব নাম।
মর্য্যাদার বিনিময়ে ক্ষত্রিয় সন্তান
যবনের অনুগ্রহ করিল সন্ধান।
ক্ষত্রিয় রমণীগণ নরোজার দিনে
সতীত্ব বন্ধক রাখি রত্নরাশি কিনে।
কেবল হামীর বংশে এ কলঙ্ক নাই
একমাত্র জ্যোতিষ্মান্ দেখিবারে পাই।
বংশের প্রতিজ্ঞা রাখে প্রতাপী প্রতাপ
জগতে সহায় খালি অস্ত্র আর দাপ।
আজিও ক্ষত্রিয়কুল তোমার উপর
সুবীজ সৃষ্টির তরে করেছে নির্ভর।
সব খাটি বীর্য্য নষ্ট রাজপুতানায়
কেবল তোমারি বংশে আশা করা যায়।
ধর অস্ত্র কর রণ যাবত জীবন
মরিয়া রাখহ বীজ করিবারে রণ।
উজলি উদয়পুর উদয় তনয়
স্বীয় প্রতাপের যশে দেহ কর ক্ষয়।
গেছে রাজ্য আরো যাক্, আরো যাক্ প্রাণ
যাক্ সমুদায়, কিন্তু না যাবে সম্মান।"
কি ফল এ পত্র খণ্ডে করে উৎপাদন
মিবারের ইতিহাসে আছেতো বর্ণন।
পুন অগ্নিসম বল লভিয়া প্রতাপ
উদ্ধারিল মিবার যবনে দিয়া তাপ।
কুক্ষণে এ পত্রখানি দেখে জয়াবতী
নরোজায় যাইবারে হ'ল ব্যগ্রমতি
নরোজায় নারীকুল হারাইয়া কুল

করে যবনের করে সতীত্ব নির্ম্মূল।
ইহার বৃত্তান্ত তবে পৃথ্বী গুণবান্
পরিষ্কার করি সব পত্নীরে শুনান।
করি বহু দিগ্বিজয় বীর আকবর
নরোজার সৃষ্টি কৈল আপন নগর।
প্রাসাদের সন্নিধানে সুবিস্তীর্ণ হাট
চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত সহ সৈন্য ঠাট,
ভিতরেতে রক্ষী রহে নপুংসকগণ
তারপর রক্ষা করে নারী যোধগণ।
তাহার ভিতর রহে অপূর্ব্ব বাজার
রমণী ব্যতীত তথা কেহ নাহি আর।
রমণী বিক্রেতা, ক্রেতা কুলবতীগণ
নানাবিধ পণ্যদ্রব্য অগণ্য আপণ।
অপূর্ব্ব উদ্যান উৎস, বিশ্রামের স্থান
বিচিত্র বিহঙ্গ উড়ে বিস্তীর্ণ বিতান।
কোথা বা আকাশ খোলা পড়ে চন্দ্রকর
ঝলমল ঝকিতেছে রমণী নিকর।
বড় বড় রাজপুত মোগল পাঠান
আপন রমণীগণে নির্ভয়ে পাঠান।
বেচাকেনা করি তাঁরা যে যেমন চায়,
নিজ নিজ গৃহে ফিরি আসে পুনরায়।
যার যাহা শিল্পজাত বিক্রয় করিয়া
লভিত অনেক অর্থ এই হাটে গিয়া,
এমন কি বাদশার বেগম সকলে
স্বহস্তের কারুকার্য্য বেচিত সে স্থলে।
বিনা রমণীর মুখ নাহি অন্য মুখ
সুরক্ষিত হাট তাহে কে হয় সম্মুখ?

কিন্তু বাদশাহ তথা খোজা বেশ ধরি,
ফিরে নারীগণ মাঝে স্বরূপ সম্বরি।
যে নারীর রূপরাশি মনোনীত হয়
কৌশলে লইয়া যায় আপন আলয়।
নাশিয়া সতীত্ব তার হরষিত মন
বিদায় করিয়া দেয় দিয়া বহু ধন।
মাসের নবম দিনে এই মেলা হয়
কার ভাগ্যে ধর্ম্ম নাশ সেই দিন রয়।
শুনিয়া পতির বাণী জয়াবতী সতী
মেলা দেখিবার তরে চাহে অনুমতি।
বিপদ মানিলা পৃথ্বী নিষেধ করিলা
কিছুতে নিবৃত্ত তারে করিতে নারিলা।
কহে বামা "কেন নাথ ভাবহে অন্যথা
সতীর সতীত্ব নাশে কাহার ক্ষমতা।
যাদের সতীত্ব নষ্ট করেছে পামর
কখনো তাদের নয় পবিত্র অন্তর।"
নির্ব্বন্ধ এড়াতে নারি পত্নীব্রত বীর
অনুমতি দিয়া প্রীতি রাখিল নারীর।
কহিলা তখন বালা করিয়া বিনয়
"যদি ব্যথা পেয়ে থাক কহ মহাশয়।
তব প্রীতি বিনা প্রভু কিছু নাহি পারি
না যাইতে ইচ্ছু তব হৃদয় আঁধারি।
পীড়াপীড়ি বশে প্রভু দিলে অনুমতি
অনুমান অন্তরেতে চিন্তান্বিত অতি।
কি ছার মেলায় যাওয়া পতিরে ক্লেশিয়া
নাহি যাবে দাসী তোমা দুঃখিত রাখিয়া।"
উত্তরিলা পৃথ্বীরাজ মধুর বচনে

"কেন রাজপুত হয়ে ডরিব যবনে।
ভারতের বক্ষঃপরে বসিয়া পামর
নারীর সতীত্ব নাশে রবে নিরন্তর।
আমরা ভারতবাসী সহিব সে সব
ভারতের সার রত্ন হরিবে দানব।
যদি হও ক্ষত্রবালা, নির্ভয় হৃদয়,
মেলার বৃত্তান্ত হেরি ফিরিবে আলয়।"
চলিলা মোহনমূর্ত্তি মিবার-তনয়া
যথা দিনে নরোজায় স্মরিয়া অভয়া,
বন্দি-পতিপাদদ্বয় শিরে ধূলি লয়ে
অনুগত সখিগণে পরিবৃতা হয়ে।
অপরাহ্নে বসে হাট, দিল্লীর নগরে
অগণ্য কুলের নারী সাজ সজ্জা করে।
আজি তারামাঝে হ'ল চাঁদের উদয়,
মেলার ভিতরে রামা চলিল নির্ভয়।
সঙ্গে সহচরীগণ ছায়া সম ফিরে
পাছে বিপদের ছায়া ঘিরে রমণীরে।
ধীরে ধীরে হাটের হেরিছে সমুদয়
হেনকালে বৃদ্ধা এক পুছে পরিচয়।
বৃদ্ধার বচনে কারো না হল সংশয়
পরিচয় দিতে কেহ না করিল ভয়।
"শক্তের দুহিতা এই পৃথ্বীর মহিলা"
বৃদ্ধা মুখে খোজা-বেশী পাতশা শুনিলা।
চমকিল নৃপচিত দ্বিবিধ তরঙ্গে
এক ত লাবণ্য হেরি রমণীর অঙ্গে।
দ্বিতীয় মিবার কন্যা এই নারী হয়
সার্থক জীবন যদি অঙ্ক উজলয়।

শক্তসিংহ পিতা এর ত্যজিয়া আমায়
ভ্রাতার সহিত মিলিয়াছে পুনরায়।
পৃথ্বীরাজ আমার আশ্রয়ে সদা রয়
কিন্তু প্রতাপের গুণ অহরহ কয়।
এ নারীরে অঙ্কশায়ী করায় কিঞ্চিৎ
ধর্ম্মের কটাক্ষে নাহি হব সঙ্কুচিত।
এত ভাবি দূতীগণে করিলা প্রেরণ
মধুর আলাপে তারা করায় ভ্রমণ।
দেখিতে দেখিতে কোথা সহচরীগণ
রহিল পড়িয়া তার নাহি নিরূপণ।
দারুণ শঙ্কায় জয়া হইল বিহ্বল
দূতীগণ কাল বুঝি পাতিলেক ছল।
বলে, মেয়ে ভয় নাহি গণ অকারণ
এখনি আনিয়া দিব সহচরীগণ।
এত বলি চলি গেলা মধুর সম্ভাষি
আশা করি সরলা রহিলা তথা বসি,
বহুক্ষণ গেল কেহ ফিরি না আসিল,
এদিগে আকাশ পট আঁধারে ঘেরিল।
প্রমাদ গণিয়া হায় ধিক্কারে আপনা
কেন না শুনিনু হায় প্রাণেশের মানা।
কিন্তু কি হইবে বসি এ কুহক স্থানে
একাকিনী ফিরে যাই তোরণ যেখানে।
এত ভাবি যত রামা চলিতে লাগিল
চক্রবর্ত্ম পরিহরি যাইতে নারিল।
যে স্থান ছাড়িয়া যায় সেই স্থানে আসে
অদৃশ্যে পাতশা হেরি মনে মনে হাসে।
মোগল-রচিত চক্র পথ চমৎকার

তাহে পড়ি প্রমাদ ঘটিল অবলার।
ক্রমে মেলা সাঙ্গ করি রমণী নিকর
রূপের পসরা লয়ে গেল ফিরি ঘর।
ঘোর অন্ধকার রাশি জগৎ ঘেরিল
জয়ার হৃদয়ে আরো গাঢ় আক্রমিল।
ধ্বান্তভারে ক্লান্ত যেন হইলা অবলা
দুঃখের নিশ্বাস ছাড়ি বসিয়া পড়িলা
"হায় এতক্ষণে গৃহে আসি প্রাণেশ্বর
হতেছেন মমাভাবে কতই কাতর।
আকুল হইয়া চাহিছেন পথপানে
প্রমাদ গণেন সখীগণ বার্ত্তাদানে।
মেলায় প্রবেশ-পথ নাহিক পাইয়া
বিষম উদ্বেগ বশে হন দগ্ধহিয়া।"
এইরূপে মহাশোকে রমণীললাম
ভাবিয়া অস্থির হন স্বীয় পরিণাম।
কে যেন কহিলা হেন কালে বীরনাদে
"নিজ ঘরে ফিরে বালা যাবে নির্ব্বিবাদে
আমি লো অভয়া সদা সতী সঙ্গে ফিরি
চিন্তা পরিহর হৃদে ধৈরযেরে ধরি।"
চমকিত রাজবালা চাহে চতুর্দ্দিতে
কোথা হতে এ সান্ত্বনা পশিলা শ্রুতিতে,
কোনদিগে কিছুমাত্র না হেরিয়া ধনী
কাঁদিতে লাগিলা পুন পরমাদ গণি।
হেনকালে আলোকিত সহসা সে স্থান
দৃশ্য হেরি ললনার হল হতজ্ঞান।
সম্মুখেতে গৌরকায় সুদীর্ঘতা তার
শ্মশ্রুতে মণ্ডিত মুখ হাসি অনিবার,

"বালা, ভয় নাই তব দুঃখ হল দূর
বাদশা তোমার দাস প্রেমাশে অতুর;
বাহুযুগে বেঁড়ি লহ এ অধম জনে
হৃদয়ে রাজত্ব কর প্রেম আলিঙ্গনে
ও মুখের সুধা আশে মানস চকোর
চৈতন্য হারায়ে আছে লালসায় ভোর;
তুচ্ছ রাজ্য পাট, তুচ্ছ বীরত্ব বিভব
তব সনে পরিরম্ভ না হলে সম্ভব
লহ এ মুকুতামালা পরলো গলায়"
এত বলি ললনায় ধরিবারে যায়।
কিন্তু হায় একি কাণ্ড ভৈরব ব্যাপার
দেখিয়া চৈতন্যলোপ হল বাদশার
কুসুম-কোমল বালা নহে এবে জয়া
কমঠ কঠোর কায় ক্ষত্রিয় তনয়া
করে ধরি কিরিচ কম্পিত কলেবরে
বসাইয়া দিলা বাদশার বক্ষ'পরে,
বাহুবলে রোধিতে কৃপাণে আকবর
ছিন্নভিন্ন করিল আপন দুই কর
বজ্রের গঠন তনু ক্ষত্রিয় বালার
ক্রোধেতে করীর বল করেতে আবার।
ভয়ে ভীত ভূভৃৎ ভাবিছে কিবা করি
কিসে ছাড়ে আমারে ভৈরবী ভয়ঙ্করী।
চতুর তাতার বীর মানিল তখন
পরিত্রাণ নাই বিনা বিনয় বচন
কহে মাত, "রক্ষাকর অধম সন্তানে
না বুঝিয়া অপরাধী আছি ও চরণে
ভারত ভিতরে তুমি অদ্বিতীয়া নারী

দেবীর স্বরূপা তুমি নারী-রূপধারী
যা কর করিতে পার সন্দেহ কি তায়
রক্ষা করা উচিত যে জন ক্ষমা চায়।
হিন্দুর কলঙ্ক হবে আশ্রিতে মারিলে
অদ্যাবধি তুমি মোর জননী হইলে।”
শুনি কহে জয়াবতী” পাষণ্ড যবন
বড়ই কৌশলী তুমি জানিনু এখন
রাজপুত নারী কভু এমন না করে
শরণ লইলে তায় তরবারী ধরে
ধন্যরে মায়াবী তুই পাইলি নিস্তার
দেখিতিস্ নতুবা এখনি যমদ্বার।
কিন্তু তোরে ছাড়িবনা কররে শপথ
কুলস্ত্রীর ভ্রষ্ট না করিবি ধর্ম্মপথ।”
সেই দিন হতে আকবর মহামতি
ত্যজিল প্রবৃত্তি নিজ পরনারী প্রতি
ধন্য রাজপুত বালা অতুল সাহস
বাদশাহে শাসিয়া রাখিলে ভাল যশ
শপথ করিয়া সাহ পেয়ে অব্যাহতি
মহা সম্মানের সহ করিলা প্রণতি;
পাঠাইলা ললনায় পতি সন্নিধানে
দম্পতীরে প্রীতি কৈল বিবিধ বিধানে।
অদ্যাপি এ ইতিহাস রাজপুত গায়
ধন্য ধাতু ক্ষত্রনারী গঠিত যাহায়

জয়াবাই

ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১৫৫০—১৬০০) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সঙ্কলিত।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কন্যাকে সুরসুন্দরী কহিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত শশিচরণ দত্ত তাঁহার উপন্যাসমালায় ইহাঁকে জয়াবাই কহিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর আক্‌বরশাহের খোসরোজে ইঁহার নামই নাই। ইহাঁর নাম যাহাই হউক, ইনি বিকাণীর রাজসহোদর পৃথ্বীরাজের পত্নী ছিলেন ও মিবারের প্রতাপসিংহের সহোদর শক্তসিংহের কন্যা ছিলেন। শক্তসিংহ ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া মোগলদিগের আশ্রিত হন, এবং পৃথ্বীরাজ স্বীয় কবিত্বগুণে আকবরের স্নেহভাজন হন। কিন্তু শ্বশুর, জামাতা, উভয়েই রাজপুতজাতির প্রিয় চিন্তা করিতেন। শক্তসিংহ পুনরায় ভ্রাতার সঙ্গে মিলেন, পৃথ্বীরাজ নিরন্তর প্রতাপের গুণগান করিতেন। বীরাগ্রগণ্য প্রতাপ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও নানা ক্লেশে পড়িয়া, শেষে আকবরকে বিনয় পত্র দেন ও সে জন্য পৃথ্বীরাজ কর্তৃক তিরস্কৃত হন। আকবর নরোজায় বহুল রাজপুত নারীর সতীত্ব ধ্বংস করেন, কিন্তু জয়াবায়ের পারেন নাই।

রূপনগর কুমারী।

যোধপুর নরপতি যশোবন্ত সিংহ
প্রজার মনোজ্ঞ গুণে রণে দৃপ্ত সিংহ,
সাজাহান বাদশার সেনানী হইয়া
ভুজবলে বহুদেশ দিলেন জিতিয়া;
বিবাহ করেন বীর রাণা-দুহিতায়
যাদের বীরত্ব কথা কীর্ত্তিত ধরায়।
পিতৃবংশ উপযুক্ত গুণরাশি যত
সতত রাণীর চিত্ত রাখিত উন্নত,
কিসে রাজপুতগণ হইবে স্বাধীন
যবন সংসর্গ কিসে হইবে বিলীন,
হায় হিন্দু নিজভূমে নিজেই ভিখারী
অন্নহেতু যবনের আছে আজ্ঞাকারী।
একি ঘোর বিড়ম্বনা থাকি স্ব সীমায়
চেষ্টায় কি কোন এর নামিলে উপায়?
শুনিতেছি দিল্লীশ্বরে প্রাচীন হেরিয়া
শাহজাদাগণ লড়ে সাম্রাজ্য লইয়া,
দুরন্ত সে আরাঞ্জীব চতুর বিষম
কৌশলে সাধয়ে যাহা না সাধে বিক্রম!
যদ্যপি পতন তার সম্পাদিত হয়
তা হলে হিন্দুর ভাগ্য প্রসন্ন নিশ্চয়।
তীক্ষ্ণদর্শী তার সম আর কেহ নয়
সে মরিলে হিন্দুবল হবে উপচয়।

পিতৃদ্রোহী দুষ্ট তার শাসন উচিত
হয়েছেন পতিদেব বিরুদ্ধে প্রেরিত
যদি আরাঞ্জীব ধ্বংশ এই যুদ্ধে হয়
তা হলে মোগলবংশ পতন নিশ্চয় ;
পরে ভবিষ্যতে মিলি রাজপুতগণে
খণ্ড খণ্ড করিবেক পাষণ্ড যবনে
আশার আশ্বাসে রামা উদ্বেলিত মন ;
পতির তরেতে পথ করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে কুসংবাদ পৌঁছিল শিবিরে
পরাজিত হয়ে পতি আসিছেন ঘরে,
পঞ্চ সহস্রের বেশী বলী রাজপুত
ত্যজিল পার্থিব তনু যুঝিয়া অদ্ভুত।
দুর্গের ভিতরে ক্রমে শিবির হইতে
পৌঁছিল এ কু-বারতা রাণীর শ্রুতিতে,
রাণার দুহিতা রাণী ক্রোধে কম্পমতী
রোধিতে দুর্গের দ্বার দিলা অনুমতি।
বীর্য্যহীন কাপুরুষ না আসে ভিতরে।
যাক্ সে ফিরিয়া মুখ ঢাকিয়া অম্বরে।
হইয়া রাণার কন্যা একি বিড়ম্বনা
বীরপত্নী বলি লোক না করে গণনা
এদিগে রাঠোর পতি বাহির চত্বরে
গণিলা প্রমাদ বড় প্রেয়সীর তরে।
শ্বশুর-কামিনী কাছে দিলা সমাচার
মিটাতে যতন করি অমর্ষ জায়ার।
জননী বচনে রামা দ্বার সমুদায়
খুলিবারে দিল আজ্ঞা অতি অনিচ্ছায়।
প্রথমে রাজার সনে সাক্ষাৎ না করে

অনশনে বসি রয় আপনার ঘরে।
যদি বা সাক্ষাৎ হল না কহে ভারতী
অনেক মিনতি তায়ে করিলা ভূপতি।
তখন কহিলা রাণী অকরুণ স্বরে,
"কোন্ মুখ লয়ে এলে আমার গোচরে
ধিক্ কেন ফিরে এলে লইয়া জীবন
জাননা কি মোর কাছে হবে না যতন।
পরাভব শিরে করি আইলে ভূপতি
এখন জীবন মোর না রাখা যুকতি।
করহ অগ্নির কুণ্ড ঝাঁপিব তাহায়
তাহে যদি এ যাতনা কিঞ্চিৎ জুড়ায়।
কোথা মোর গর্ব্ব নাথ বীরপত্নী বলি
সকল গৌরব হায় গেল মোর চলি।
কেমনে সন্তোষি দেব আত্মায় এখন
তাই বলি শ্রেয়ঃ হয় ত্যজিতে জীবন।"
এত বলি কেশরাশি ছিঁড়িল রমণী
আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দেখিছে নৃমণি।
পুন কহে রাজবালা কুটুক্তি সহিত
নয়নে বহিছে খেদ বারি অপ্রমিত।
"যখন হারিলে দেব যদি সেইক্ষণ
অসি করে পশি রণে ত্যজিতে জীবন
ধরামাঝে বীরনাম রহিত তোমার
পশিত আগুনে দাসী পেয়ে সমাচার
কিন্তু তুমি পতি তাই সহি অপমান
ভবিষ্যতে রণে কিন্তু হবে সাবধান
হারিলে তোমার মুখ কভু না হেরিব
আপনি ধরিয়া অসি সমরে পশিব।

সত্বর সে আরাঙ্গীব রাজ্যপাট লবে
সেই পাপাচারে তোমা পুজিবারে হবে
অসতী নারীর মত তোমাদের মতি
যখন যে ধরে বল তারে কর নতি।
একজনে সেবিয়াছ তাহারি সেবন
কর তাঁহে লজ্জা নাই করি প্রাণপণ,
এতই কি রাজ্য-চিন্তা এতই কি ভয়
প্রভুর শত্রুর আগে লইবে আশ্রয়।
ক্ষীণপণ ক্ষীণপ্রাণ সঙ্কীর্ণহৃদয়
বিভব রক্ষার তরে মান বিনিময়!"
শুনিয়া রাণীর বাণী রাঠোর প্রবীর
অধোমুখে রহিলেন হেঁট করি শির।
কিঞ্চিৎ সাহস করি কহিলা বচন
"যা কহিলে বীরনারী করিনু শ্রবণ
অদ্যাবধি আমার প্রতিজ্ঞা এই হ'ল
কোন মতে বাড়াইব হিন্দু বাহুবল।
আরাঙ্গীব যদি হয় দিল্লীর ঈশ্বর
প্রকাশে রহিব আমি তার অনুচর
সুবিধা হেরিলে পরে ত্যজি তার দল
হিন্দুপক্ষে যোগ দিয়া করিব প্রবল।"
তথাপি রাণীর মন শীতল না হয়
মনোদুঃখে সাত দিন অনাহারে রয়
এ হেন রাণীর পতি কতদিন আর
অন্তরে হিতৈষীভাবে রবে বাদশার
বহু বর্ষ গতে বাদশাহ আরাঙ্গীব
যশোবন্তে না রাখিল সমর-সচীব
তাহাতেও সন্দেহ না হ'ল বিদূরিত

যশোবন্তে নাশিবারে হইলা চিন্তিত।
গোপনে বিষের গুলি করিয়া প্রদান
পাপাচার নাশিলেক হিন্দুপতিপ্রাণ।
অজিত তাহার পুত্র শিশু অতিশয়
চিন্তিলা তারেও পাপী দিতে যমালয়।
কৌশলে দিল্লীর পুর করি পরিহার
বাঁচাইলা তনয়েরে রাণী আপনার।
শুনিয়া সংবাদ দাড়ি ছিঁড়ে বাদশাহ,
পলাইল হিন্দুশিশু হয় অন্তর্দাহ।
রাঠোর সন্তান সেই নাজানি কি করে
কালানল জ্বালাইবে ভারত ভিতরে।
এদিগে অজিত মাতা পতিশোকে ম্লান
বাঞ্ছিল সমরে এর দিতে প্রতিদান।
নিরন্তর কর রণ—এই স্বধু রব
যাক্ জ্বলে রাজ্য যাক্ প্রাণী পশু সব,
রাজস্থান জ্বলুক—জ্বলুক হিন্দুস্থান
সে আগুণে জ্বলুক দানব মুসলমান।
বিষম রমণী-পণ প্রতিবিধিৎসায়
দৃঢ় মন নারীসম পুরুষ কোথায়?
দুর্গাদাস সেনাপতি আছিলা রাণীর
ভেটিলা তাহায় রাণী মিবারে অচির।
রাজসিংহ মহাবীর মিবার-ভূষণ
যবন বিরোধী হেরি হ'ল ফুল্লমন
মহা সমাদরে দুর্গাদাসে রাণা কয়
যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিজ্ঞাসা কি রয়?
আমার বংশের শত্রু মোগল দুর্দ্দান্ত
চিরদিন রব মোরা তাদের কৃতান্ত।

শিশোদিয়া রাঠোর হতেছে একদল
শুনি বাদশাহ চিত হইল বিকল।
এ দিগে আবার শুন দ্বিতীয় বৃত্তান্ত
যে কারণে বহু প্রাণী হইল প্রাণান্ত।
যোধপুর রাজ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল,
নাম সে রূপনগর স্থকীর্ত্তি রাখিল।
তথাকার পার্থিবের কন্যা এক ছিল
তাহার রূপের যশ চৌদিগে ব্যাপিল।
কি জানি কি ক্ষণে বিধি গড়ে কোন্ নারী
ভুলিয়া মনুষ্য মাঝে স্বজে বিদ্যাধরী।
অসংখ্য কুসুমমধু একত্র করিয়া
বুঝি রাখি দিল ওষ্ঠ-অধর ভরিয়া
কোটী পদ্ম সদ্ম ছাড়ি মুখে শোভা পায়
কিবা সে মোহন হাসি বিজলি খেলায়।
নয়ন শরদাকাশে তারা দুটি জ্বলে
সরলতা সুধা তাহে অবিরল গলে।
কমনীয় কায় কন্যা করুণ হৃদয়,
কারো না কঠোর কয়—কথা মধুময়।
পরদুখে কাতর সতত রাজবালা
বিনয়ে কহিলে বাণী শোভে কুন্দমালা।
একদিন বসিয়া সঙ্গিনীগণ সনে
যাপিছেন রাজবালা কুতূহল মনে।
হেনকালে বৃদ্ধা এক আসি সেই স্থলে।
দেখাতে লাগিল চিত্র যুবতী সকলে।
এ কাহার চিত্র বুড়ী কহে একজন
কহে বুড়ী বাবর এ মোগল ভূষণ।
দেখিয়া হইলা প্রীত সহচরীগণ

রাজবালা নাহি দিল তদুপরে মন।
"দ্বিতীয় এ চিত্র কার ?" বুড়ি উত্তরিলা
"নুরজাহাঁ জাহাঙ্গীর প্রেয়সী মহিলা
সংসার ললাম যদি বয়ান সুন্দর
বিদ্যাধরী লজ্জা পায় রূপ মনোহর।"
"হা ধিক্ অসতী চিত্র রাখ্ লুকাইয়া"
সমস্ত সঙ্গিনীগণ উঠিল বসিয়া।
"তৃতীয় এ আলাউদ্দীঁ পাঠান বাদশা।"
এ মূর্ত্তি দেখিতে কারু না হল লালসা।
"কাণা এটি কোন্ জন কহলো স্থবিরা"
"রাণা সঙ্গ যার যশ গাইছে কবিরা।"
লইলা রাজার কন্যা ছবিখানি হাতে
হেরিয়া পবিত্র মূর্ত্তি থুলা তাহা মাথে।
"এ বা কোন্ বীরবর বিশাল লোচন
কটাক্ষে ধ্বংসিছে যেন বীর অগণন ?"
"মিবারের পতি এই প্রতাপ প্রতাপী।"
দেখিবারে কন্যাগণ পড়িলেক ঝাঁপি,
মস্তকে রাখিল চিত্র রাজার নন্দিনী।
অন্য চিত্র কথা পরে জিজ্ঞাসে সঙ্গিনী
এ কাহার চিত্র হেরি কহলো প্রাচীনা
দেব কি মানব বলি নাহি যায় চেনা
উত্তরিলা বৃদ্ধা এ মোগল চূড়ামণি
আকব্বর নাম যার ঘেরিয়া অবনী।
"ও কেও সুন্দর মুখ করুণার ধাম ?"
"আকব্বর পিতা ইনি হুমায়ুন নাম।"
জাহাঙ্গীর জাঁদরেল সাহজাহাঁ জবর।
তারপর একি দেখি পুরুষ প্রবর।

"কার এ কহ গো চিত্র কুটিল নয়ন
ইঙ্গিতে করিছে যেন ধরিত্রী শাসন?"
উত্তরিলা বৃদ্ধা "ইনি হন আরাঞ্জীব
বর্ত্তমান বাদশাহ হ'ন চিরঞ্জীব।"
শুনি রাজবালা লয় সে চিত্র সুন্দর
চরণের নীচে চিত্র স্থাপিল সত্বর।
আহা সে কাচের পর শোভে রাঙাপদ
নির্ম্মল সরসীবক্ষে যেন কোকনদ।
দেখিয়া অবাক্ বুড়ী ডরে সখিগণ
হায় কি করিলি বালা ছাড়্রে চরণ।
ভারতের শীর্ষস্থানে মোগল বাদশা
তাহার করিলি তুই এ হেন দুর্দ্দশা!
শুনি মৃদু মৃদু হাসে রাজার দুহিতা
না হও সঙ্গিনীগণ ইথে চমকিতা।
"কহ বুড়ী আর তোর আছে সঙ্গে ছবি।"
হতবুদ্ধি কহে বুড়ী "ছেড়ে দাও দেবী
ছবি বেচি কাজ নাই প্রাণ যদি বাঁচি
পুরাইব পোড়া পেট মুষ্টিভিক্ষা যাচি।"
শুনি রাজকন্যা তায় দিলা মুক্তামালা।
লোভে বুদ্ধি খুলে গেল নহে হালা কালা।
বিলক্ষণ সিয়ানা প্রাচীনা কহে তবে
লইয়া অপর চিত্র হর্ষ মন্দ রবে।
"রাজসিংহ মিবারের বর্ত্তমান রাণা
কি করিবে কর কন্যা বিদ্যা যাবে জানা।"
লইয়া সে চিত্রখানি রাজার দুলালি
বক্ষোপরে ঝুলাইল হয়ে কুতুহলী
পুরস্কার পেয়ে বৃদ্ধা গেল নিজ স্থান।

বিধির লিখিত বিধি কেবা করে আন।
কহে এ বারতা বৃদ্ধা পুত্রে আপনার
দিল্লীতে সে বস্ত্রের করয়ে কারবার।
উপপত্নী ছিল তার অতি ভালবাসা
করে সেই সদা "রাজবাড়ী যাওয়া আসা।"
রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার কুমারী
যা করিল সমুদয় শুনিল এ নারী।
এই নারী মুখে শুনি প্রবীনা বেগম
বাদশাহে জানাইল বৃত্তান্ত বিষম।
অন্তরে জ্বলিল শাহ মুখেতে হাসিল
প্রত্যক্ষে উপেক্ষা করি বেগমে কহিল।
শিশুমতি বালিকায় কিবা নাহি করে
কোন্ বুদ্ধিমতী ধর্ত্তব্যের মধ্যে ধরে?
বিদায় লইয়া রায় নিভৃতে চলিল
কুটিল বুদ্ধির সনে যুকতি করিল।
বাদশাহে মন্ত্রভেদ কারু নাহি করে
সু-গুপ্ত যুকতি যত আপন উদরে।
ধন্য সেইজন যেই করি পাপ রাশি
হজম করিয়া রাখে কারু না প্রকাশি।
ধন্য তার অন্তরের আঁধার প্রসার
শিকার করিতে সদা বাগুরা বিস্তার।
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অমাত্য-প্রধানে
"শীঘ্র যেতে রূপপুর রাজসন্নিধানে।
দ্বিসহস্র সৈন্য মাত্র সঙ্গে যেন রয়
কিছুমাত্র না দেখাও আক্রমণ-ভয়।
কহিবে প্রীতির ভাবে রাজা মহাশয়ে
বাদশা ভেটিল রাজকুমারী আশয়ে।

শুনিয়া এ শুভ বার্ত্তা অবশ্য ভূপতি
কন্যা সমর্পণে শীঘ্র দিবেন সম্মতি;
বিবাহের আয়োজন এখানে হইবে
কন্যারে লইয়া তুমি অবশ্য আসিবে
যদি পরিণয় কার্য্যে নাহি দেখ মন
করিবে তখনি তার রাজ্য আক্রমণ।
কাড়িয়া কুমারী লয়ে আসিবে এথায়
সর্ব্বযুক্তি নাশ যেন করোনা হেলায়।”
শুনিয়া শাহের বাক্য অমাত্য-প্রধান
সৈন্য লয়ে হিন্দুরাজ্যে হন আগুয়ান।
বিভক্ত করিয়া সৈন্য রাখেন পথেতে
অল্প মাত্র লয়ে যান রূপ নগরেতে।
পৌঁছি রূপনগরে মিলিলা রাজসনে
মহা অনুগ্রহ বলি রাজা মনে গণে।
কহিলেন অমাত্য বাদশা-অভিপ্রায়
শুনিয়া রাজার মনে উল্লাস যুয়ায়।
খেলিল আশার হাসি অধরের প্রান্তে
কহিলা রাজন্যবর অমাত্যের অন্তে।
সুপ্রভাত আমার জানিবে মহাশয়
না জানি কি পুণ্য আছে দাসের সঞ্চয়।
বাদসাহ কন্যা লবে, এত আয়োজন
কেন করিলেন, নাহি ছিল প্রয়োজন।
দূতমুখে সংবাদ পাইলে অকিঞ্চন
পৌঁছিয়া আসিত কন্যা তাঁহার ভবন।”
এদিগে শুদ্ধান্তঃমাঝে তনয়া রাজার
দারুণ প্রমাদে পড়ি হেরিছে পাথার।
কি উপায় করা যায় ভাবিয়া না পায়

কেমনে উদ্ধার হব এ দারুণ দায়।
যে মোর হৃদয়-বিষ জাতিধর্ম্ম-রিপু
কেমনে তাহার করে সমর্পিব বপু।
কহিলে মনের ব্যথা কমে কিছু তায়
ডাকিলেন তাই প্রিয়সখি নির্ম্মলায়।
এমন সময় পিতা দুহিতার কক্ষে
দ্রুতগতি আসিলেন স্নেহাকুল চক্ষে।
শুভক্ষণে জনমিলে কুমারী আমার
তব পিতা হইয়া সুখের নাহি পার।
দিল্লীর ঈশ্বর আরাঙ্গীব বাদশাহ
হয়েছে বাসনা তাঁর তোমায় বিবাহ।
এসো মা, তোমার শিরে কর দান করি
বেগম হইয়া বাপে থেক না পাশরি।
ও কি মা নয়নে কেন অশ্রুধারা গলে
আমার কথায় কি মা মনে দুঃখ পেলে?
তুমি মোর গুণভরা পণ্ডিতা কুমারী
তুমি কি থাকিতে পার আমায় বিস্মরি।"
কহিতে দারুণ কথা এমন পিতায়
দয়াবতী কুমারীর বাক্য না যুয়ায়।
অনেক যতন করি কহিলা অবলা
"আমার যে অভিলাষ কহিবে নির্ম্মলা।"
কহিলা রাজন, সত্য, বিবাহ কথায়
স্ত্রীজাতি সহজে হয় মলিন লজ্জায়।
দূরে গিয়া নির্ম্মলায় করিলা আহ্বান
কহিলা নির্ম্মলা তবে আনত বয়ান।
"রাজবালা নিরন্তর দুঃখি এ বিবাহে
সদা চিন্তা করে ইহা নাহি ঘটে যাহে।

সতত উদাসি ইনি পেয়ে এ বারতা
বিষসম হইয়াছে বিবাহের কথা।”
শুনি চমকিত রায় কহিলা কন্যায়
“বিধাতা নির্ব্বন্ধ বিধি বল কে খণ্ডায়।
ঘরের দুয়ারে তব বাদশাহ-চর
নাহিক আমার সাধ্য দিতে কু-উত্তর।
প্রস্তুত হইবে, বিভা লঙ্ঘনীয় নয়,
এ নহে তোমার সনে বিচার সময়।
পশ্চাতে বুঝিবে তুমি এ কিবা সম্বন্ধ
তখন বিচার ক’রো ভাল কিবা মন্দ।”
কহিলা ক্ষত্রিয়বালা ত্যজি লাজভয়
“কেন যবনের সনে করি পরিণয় ?
সেই কপিমুখ জাতি-শত্রু আরাঞ্জীব
তাহারে প্রাণেশ বলি কেমনে তুষিব ?
ভারতে কি রথী নাই মোর যোগ্য হয়
সে বর, বরিব যারে, মোগলে কি ভয় ?”
শুনি দুহিতার বাণী চলিলা রাজন
ক্রোধে মুখে না সরিল একটী বচন।
মহিষীরে সম্ভাষিয়া কন নরপতি
কন্যা হতে সর্ব্বনাশ হইবে সম্প্রতি।
নির্ব্বোধ দুহিতা মোর পশ্চাৎ না ভাবে
বাদশাহ-কোপে মোর ধন প্রাণ যাবে।
পতিরে বিষণ্ণ দেখি মহিষী আসিয়া
দুহিতারে অঙ্কে ধরি কন বুঝাইয়া।
“এ কেমন পণ কন্যা কর এ সময়।
সম্মুখে শমন দেখি চেতনা না হয়।
তোমার কারণে রাজ্য হইবে বিনাশ

এমন সাধনে কেন করিছ প্রয়াস !”
কহে কন্যা জননীরে কোমল ভাষায়
“বরিতে মা, বাদশাহে প্রাণ নাহি চায়
যার প্রতি মন নাই দেখিলে বিকার,
কেমনে দেহের তারে দিব অধিকার।
মাগো প্রণয়ের রীতি আছে স্বষ্টিময়
হৃদয়-বিরোধী জনে প্রেম নাহি হয়।
কেন মোর প্রতিকূলা হও গো জননী
কখন না হব আমি মোগল-ঘরণী।
পীড়াপীড়ি করিলে মা ত্যজিব পরাণ
সকলেরি যন্ত্রণার হবে অবসান।”
শুনিয়া কন্যার কথা জননী চিন্তিত
দুই প্রতিদ্বন্দী ভাবে হন আকুলিত।
রাজ্য বাঁচাইব কিম্বা কন্যা বাঁচাইব
স্নেহ বলে নাহি কর কন্যার অশিব।
দুহিতার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা
কখন উচিত নহে বুঝিলেন ত্বরা।
অথচ উৎসাহ তাহে দান ভাল নয়
এই ভাবি গেলা রাণী আপন আলয়।
নির্ম্মলায় ডাকি তবে কহে রাজবালা
ধ্রুব, রাজসিংহ গলে দিব বরমালা।
লিখিব তাঁহারে পত্র যদি বীর হয়
আমার উদ্ধার তরে যুঝিবে নিশ্চয়।
এ যুকতি সংগোপনে রেখো সহচরি
রোধিবে শুনিলে রাজা দৃঢ় পণ করি।
যাও তুমি পুরোহিত দাদার আলয়
সত্বর আমার গৃহে আসি উপজয়।

পাঠাইয়া নির্ম্মলায় পুরোহিত ঘরে
লিখিতে লাগিল পত্র মিবার-ঈশ্বরে।
আমি রূপনগরের রাজার দুহিতা
মোগলে করিতে চান পিতা পরিণীতা।
বাদশার অমাত্য দুয়ারে উপস্থিত
লইয়া যাইতে মোরে বড় ত্বরান্বিত ;
কিন্তু সেই কপিমুখ মোগলের সনে
বিবাহ করিতে মোর বাঞ্ছা নাই মনে।
ভারতে কি বীর নাই হিন্দুর সমাজে
মোগলে হরিয়া লবে মরে যাই লাজে।
উদ্ধারিবে যে মোরে দানব হস্ত হতে
সেই মোর প্রাণেশ্বর উভয় জগতে।
সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা গণ
জীবন পতন, নহে কথার খণ্ডন।
বীর তুমি সূর্য্যবংশ-অবতংস হও
তোমার বংশের কীর্ত্তি ভুলে নাহি রও।
একমাত্র দীপ্তমণি উজ্জল, ভারতে
একমাত্র তব বংশ কীর্ত্তিত জগতে।
অবলার অনুনয় না করিবে হেলা
ত্বরিত উদ্ধার চেষ্টা কর এই বেলা।
পত্র লিখি সমর্পিল পুরোহিত-করে।
"যাও দাদা পত্র লয়ে মিবারে সত্বরে।
রাণারে সঁপিবে পত্র অন্যথা না হয়।
প্রকাশ না কর কথা মনে যেন রয়।
বিবিধ রতন তোমা দিব পুরস্কার
চিরদিন উপকার স্মরিব তোমার।"
পত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ, কন্যায় স্নেহবান্

সত্বর মিবার প্রতি হন ধাবমান।
পাইয়া অপূর্ব্ব পত্র চমকিত রায়
চারু ইচ্ছা নারীর পুরাতে চিত চায়।
হউক মোগল মোর প্রতি খড়্গহস্ত
করুক যতন রাজ্য করিবারে ধ্বস্ত,
অবলার উদ্ধারে জীবন কিবা ছার
এ মধুর বীরকার্য্যে কিসের বিচার।
রাজ্যপদ শান্তি সুখ ভাবে ভ্রান্তগণ
সৎকীর্ত্তি রাখাই হয় বীরের লক্ষণ।
সেই কমকলেবরা যদি একবার
আশার কটাক্ষে মোরে দেয় পুরস্কার,
শতজন্ম সংগ্রামেই রহিবারে পারি
কি ছার জীবন এই দণ্ড দুই চারি।
এত ভাবি রাজসিংহ লিখিল উত্তর
তোমার সাহায্যে ভদ্রে, যেতেছি সত্বর।
ভয় নাহি করহ কঠোর মোর পণ
কি সাধ্য লইতে পারে তোমায় যবন।
যেখানে রহিবে তুমি যাইয়া সেখানে
উদ্ধার করিব তোমা জেনো দৃঢ় জ্ঞানে।
যদি দিল্লী-অন্তঃপুরে করহ প্রবেশ
সেখানে দেখিবে তুমি রাজসিংহ কেশ।
উত্তর আনিয়া বিপ্র দিল কুমারীরে
পড়িয়া ভাসিল বালা আনন্দের নীরে।
এ দিগে বিভার ক্রমে হইল উদ্যোগ
উৎসবে বাধিল চারিদিগে গোলযোগ।
রাজকন্যা দিল্লীপুরে করিবে গমন
বিদায় দিবার তরে ব্যস্ত প্রজাগণ

উপহারে রাজগৃহ পরিপূর্ণ হ'ল
কন্যার সমক্ষে সব তীব্র হলাহল।
শুভদিনে রাজকন্যা উঠে শিবিকায়
নিকটে লইলা প্রাণসখি নির্ম্মলায়।
এ দিগে মিবারপতি আখেটীর বেশে
চলিলা দ্বিশত সৈন্যে প্রিয়ার উদ্দেশে
অরণ্য পর্ব্বত রাজি করি অতিক্রম
নগরের উপকণ্ঠে পৌঁছে বীরোত্তম।
রাখিয়া সমস্ত সৈন্য ছদ্মবেশ ধরি
জানিলেন রাজকন্যা ছেড়েছে নগরী।
অমনি সাজিয়া রায় দস্যু-পরিচ্ছদে
চলিলা লঙ্ঘিয়া বহু বন গিরিনদে।
বিশ্বস্ত অশ্বস্থগণ ছায়ার সমান
রহিল রাজার সনে করি পণ প্রাণ।
কিছু দূর এইরূপ করিয়া গমন
দেখিলেন রাজসিংহ যেতেছে যবন
অমনি আপন সৈন্য দুই ভাগ করি
দুই পার্শ্বে পাঠাইল পর্ব্বত উপরি
যখন ঘাটির মধ্যে সন্ধ্যার সময়
পৌছিল যবন গণ শ্রম বারি বয়;
শিবির সম্বদ্ধ করি বিশ্রাম কারণ
ব্যস্ত হয়ে সকলেই করে আয়োজন;
প্রত্যন্ত হইতে নামে রাজপুত গণ
শত মাত্র সংখ্যা কিন্তু ভীষণদর্শন।
বিষম ফাঁফরে পড়ি শাহ সৈন্যচয়
কে কাহার ঘাড়ে পড়ে নাহিক নিশ্চয়।
রক্ষিবারে রাজকুমারীর শিবিকায়

বিষম যতন করে যবন সেনায়।
হুঙ্কারি মিবারীগণ কাটে শত্রু শির
স্তূপাকার হল মৃত যবন শরীর।
তখনো শিবিকা-পাশে উৎকট বিক্রমে
লড়িছে যবনগণ শ্রান্ত নহে শ্রমে।
কিন্তু একে একে ক্ষয় হইল যবন
লাফায়ে রমণী করে অসির ক্ষেপণ।
"রাজসিংহ অনুচর আমরা জননী
তোমার উদ্ধার তরে জীবনেরে পণি,
লুণ্ঠক ভাবিয়া মাত বধ নাহি কর
অদূরে রাণায় চল ভেটিতে সত্বর।"
শুনি সম্বরিয়া রামা সেই রণাঙ্গণে
রাণার সহিত দেখা চাহেন তৎক্ষণে।
চিরেপ্সিত ঘটনার হেরি অভিনয়
হর্ষে রমণীর গণ্ড উজলিত হয়।
পাদদ্বয় বন্দনা করিলা ভূপতির
উপজিল চারুনেত্রে কৃতজ্ঞতা-নীর।
শিবিকায় উঠাইয়া প্রাণের প্রিয়ায়
চলিলা মিবার পানে রাজসিংহ রায়।
কিন্তু যবনের সৈন্য অনেক এখন
ভিন্ন স্থানে মন্ত্রীকৃত আছয়ে স্থাপন।
পলাতকগণ মুখে শুনি সর্ব্বনাশ
দস্যুর বিনাশ আশে পাইলা প্রয়াস।
অবশেষে রাজপুতে করিয়া নির্দ্দেশ
চৌদিকে আচ্ছন্ন করি ঘেরিলা বিশেষ।
সহস্র অধিক সৈন্য সুবিধা করিয়া
শতমাত্র রাজপুতে লইল ঘেরিয়া।

নিশ্চয় মরণ ইথে নাহিক সংশয়
তথাপি শত্রুর কাছে না হবে বিনয়।
কহিলেক বীরগণ এস ভাই সব
মিটাইয়া রণসাধ ত্যজিব এ ভব।
হও এক এক বীর সম দশ বীর
ঘন অস্ত্রাঘাতে কাট অরাতির শির।
নির্ণিমেষ তরবারী ঘুরাওরে করে
চিরিয়া ফেলহ শূন্যে শত্রুদেহ ধরে।
ঘোর বেগে পশ গিয়া যবনের বক্ষে।
বিঁধি অস্ত্র পুঞ্জ তাহে সংহার বিপক্ষে,
বজ্র বেগে অল্পসংখ্য রাজপুত-সেনা
মারিল যবনে না রাখিল একজনা।
ঘটাল মিবার-পতি বিষম ব্যাপার
যথাকালে দিল্লীতে পৌছিল সমাচার।
দস্যু নহে রাজপুত জানিলা মোগল
অন্তরের স্তরে স্তরে জ্বলে দাবানল।
এত যে কুটিল বুদ্ধি ঋদ্ধির কিঙ্কর
প্রয়োজন বিনা কভু না করে সমর।
রাজ্যলাভ অর্থাগম যেখানে না হয়
পাঠাইয়া সেনা নাহি করে অর্থব্যয়।
মিবারের রণে কিছু লাভ নাহি হবে
রাঠোর সহায় তাহে হইবে আহবে,
কিন্তু রাজসিংহ কৃত এই অপমান
হরিল হৃদয় হতে সমুদয় জ্ঞান।
উদ্দীপিল ঘোরামর্ষ সে কুটিল মনে,
প্রতিহিংসা বিবেকেরে হারায় সে ক্ষণে।
লইয়া অসংখ্য সেনা শাহ মহাশয়

ধাবিল উদয়পুরে করিতে প্রলয়।
এ সেনা সামান্য নয় অযুত অযুত
সাম্রাজ্যের সেনা হতে বাছা মজবুত।
যাক্ সুবা সব, যাক্ দিল্লীর নগর
বিশাল সাম্রাজ্য যাক্ নহিক কাতর,
শাসিয়া উদয়পুর বধিয়া রাণায়
একদিন বাঁচি যদি সুখ সে বাঁচায়।
দুরন্ত হিসাবী শাহ ক্রোধে কৈল ভর
রাজস্থান ছাঁর খারে হৈলা অগ্রসর।
হইল দারুণ রণ ইতিহাসে কয়,
মরিল উভয় পক্ষে বহু সৈন্যচয়।
কখন রাঠোর যুঝে কভু শিশোদিয়া
সম্মিলিত দুইজাতি উৎসাহিত হিয়া।
মোগলের সৈন্যনাশ ক্রমাগত হয়
বাদশাহ পলাইলা মনে পেয়ে ভয়।
দুইমাস শত্রু হস্তে শাহের বেগম
বন্দীভাবে কাটাইলা না পায় নির্গম।
পরে সন্ধি প্রস্তাবে বেগমে পেলা বীর
পুনঃ পুনঃ অপমানে হইলা অধীর।
যদিও বেগম ছিল বিপুল সম্মানে
(নারীর মর্য্যাদা বড় রাজপুত জানে)
কিন্তু দিল্লীশ্বর দুথি অন্তর মাঝারে
জ্বলে গেল কলেবর অমর্ষ-অঙ্গারে।
আবার বিপুল ঠাট করিয়া সংগ্রহ
পুনরায় রাজস্থানে চালায় বিগ্রহ।
চলিল তুমুল রণ সাত বর্ষ ধরি
অগণ্য উভয় পক্ষে সৈন্য গেল মরি।

শেষে আরাঞ্জীব দেখে এ বিষম রণ
এর দেখাদেখি জাগে অন্য শত্রুগণ
রুক্মিণী হরণে যথা শিশুপাল দশা
সেইমত অধোমুখে ফিরিল বাদশা।

রূপনগর কুমারী।

ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১৬৫০—১৭০০) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সঙ্কলিত।

বঙ্কিমবাবু ইঁহাকে চঞ্চল কুমারী কহিয়াছেন। গল্পটী প্রায়শঃ রাজসিংহ অবলম্বন করিয়া লিখিত।

লেখক যোধপুর রাজ যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী ও রাণার দুহিতার বীর বাক্য সকলের উল্লেখ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহা এই গল্পেই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। স্বতন্ত্র গল্পে লিখা অনাবশ্যক। যোধপুর রাজমহিষীর কথা বর্ণিয়ার স্বকীয় মুসলমানেতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের লক্ষ্মণসিংহের বৃত্তান্ত ও নায়ক বিভাগটী বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত। উক্ত বিদ্যাপতি হম্বীর, সাহবুদ্দী ও জয়চন্দ্রের কথাও জানিতেন। ইহাতে বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে ভারতের মধ্য সময়ের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

গাণোর রাজমহিষী।



দোস্ত মহম্মদ নামে ছিল আবগান
উচ্চ অভিলাষে অন্ধ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
কোন রূপে রাজ্য এক করিয়া স্থাপন
স্বনাম রাখিবে বলি সতত যতন।
একদা নৈরুণ রাজ্য জিনিবার তরে
গাণোর ভূপের কাছে সৈন্য ভিক্ষা করে।
গাণোরের ভূপতি নেবাল যাঁর নাম
হিন্দুকুল-চূড়ামণি মহত্ত্বের ধাম।
প্রকৃতির হিতে রত সাধু সদাশয়
মহম্মদ-ইচ্ছা শুনি মানিল বিস্ময়।
পর রাজ্য হরিবারে চাহ মোর বল
কেমনে প্রার্থনা তব পূর্ণ করি বল।
যদ্যপি আমার ইথে নাহি কোন পাপ
আমা হতে কাহার না জন্মিতেছে তাপ।
কিন্তু তব দুষ্ট ইচ্ছা কর সম্বরণ
মোর রাজ্যে বাস কর হয়ে হৃষ্টমন।
অগত্যা দোস্তের মত হইল তাহায়
অন্তরের পাপব্রত না কহে রাজায়।
মনে মনে সদা চিন্তা নৈরুণ বিজয়ে
রাজা হতে বড় ইচ্ছা সতত হৃদয়ে।
একদা দোস্তের ভাগ্য হইল প্রসন্ন
বিধির প্রসাদ বল কে করিবে অন্য।

দিল্লীপতি আরঙ্গীব গাণোরের প্রতি
পাঠায় অগণ্য সৈন্য সহ সেনাপতি।
সে বিপদে মহম্মদ কৈল ঘোর রণ
যুঝিল হিন্দুর তরে করি প্রাণপণ।
বিধ্বস্ত মোগল সেনা কৈল পলায়ন।
বিপদ উদ্ধারে রাজা হরষিত মন।
দোস্তেরে বহুল সৈন্য করিল প্রদান
রাজধানী মাঝে চারু করে দিল স্থান।
এদিগে বিক্রমী দোস্ত লয়ে সৈন্যগণ
নৈরূণ আক্রমি করে মানস পূরণ।
সেই রাজ্য লাভ করি দুরাশা বাড়িল
অন্তরে নারকী এক বাসনা রাখিল।
নিজ উপকারী বন্ধু গাণোর রাজায়
বিনাশি গাণোর তাঁর লইবারে চায়।
অন্তরে গাঁথিয়া এই পঙ্কিল বাসনা
করিলা পশ্চাৎ দুষ্ট রাজারে ছলনা।
লিখন ভেজিল এক রাজার নিকট
প্রার্থনা করিল তাহে করিয়া কপট।
"নৈরূণ সম্পত্তি রাশি করি অধিকার
বড়ই করিছে হর্ষ মোর পরিবার।
বাসনা তাদের বড় ভবদীয় ধামে
সহচরীগণ সনে রাণীরে প্রণামে।"
সরল উদারমতি গাণোর ঈশ্বর
মত দিয়া প্রার্থনায় ভেজিল উত্তর।
সাতশত শিবিকায় করি সুসজ্জিত
সখী বলি দিল দোস্ত সেনা সুশিক্ষিত।
সরল উদার রাজা আপন ভবনে

যাপিছেন রাণী সহ হরষিত মনে।
হঠাৎ বিপদ ঘোর! হা ধিক্ যবন!
উঠিলেন মহারাজ করিবারে রণ।
কিন্তু কেবা কোথা রয় যুটাতে সত্বর
যবন সদর্পে উঠে প্রাসাদ ভিতর
মহারাজ সেইখানে পাইলা বিনাশ
পলাইলা মহারাণী ত্যজি রাজ্য-আশ।
নর্ম্মদার কূলে ছিল গিরি দুর্গ যথা
অনুচর গণ সনে প্রবেশিলা তথা।
পামর পাঠান ছুটে পশ্চাৎ পশ্চাৎ
দুর্গের নীচেতে দুষ্ট গেল অকস্মাৎ।
উপরে রাণীর কাছে প্রেরিল সম্বাদ
পড়িয়া সে লিপি রাণী গণিলা প্রমাদ।
"প্রেমের ভিখারী আমি প্রেম যদি পাই
হয়ে রব তব দাস রাজত্ব না চাই।"
মন্ত্রণা বুঝিয়া রাণী ভাবে মনে মনে
এর শাস্তি দিতে হবে দুরন্ত যবনে।
পতিকে করিয়া নাশ বিশ্বাসঘাতক
তাহারি নারীর হয় প্রেমের যাচক।
লজ্জা নাই নারকীর বেহায়া কামুক,
হিন্দুনারী কত সতী আজি সে জানুক।
অস্বীকারে ফল নাই জানি মহারাণী
যবনে উত্তর দিলা লিখি মিষ্টবাণী।
রমণীর রীতি এই জয়ী যে যখন
তাহারি আশ্রয় লতে করে সে যতন।
যেমন বায়ুর কোলে তৃণ উড়ে যায়
সেই মত নারী বীর-অঙ্ক সদা চায়।

কিন্তু এক নিবেদন আছে বীরবর
রাণীর মর্য্যাদা যেন নাহিক বিস্ময়।
বিনা বিবাহেতে মোর অঙ্গে অধিকার
ধর্ম্ম-অনুসারে বীর নাহিক তোমার।
হউক গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ এখন
কিন্তু রূঢ় হস্ত অগ্রে না কর অর্পণ।
পরিণয়-যোগ্য পাঠাইনু পরিচ্ছদ
পাঠাইনু আতর গোলাব মৃগমদ,
উজ্জ্বল মৌক্তিক দুটি গলেতে পরিয়া
আসিবে উঠিয়া বীর মোহন সাজিয়া।
পাইয়া লিখন, উহু, উল্লাসে অধীর
না পায় আনন্দ সীমা আফগান বীর।
সুন্দরী হিন্দুর বালা হৃদয়ে ধরিব
আদরে অধীর করি অধর চুম্বিব।
না জানি কি মহাসুখে দিব সন্তরণ
বিধি কি সুখের দিবা করিলা সৃজন।
বিধাতা ঘটক এর পুরোহিত কাম
মহিষীর আলিঙ্গনে হব পূর্ণকাম।
এত ভাবি পরিচ্ছদ পরিয়া পাঠান
মুকুরে আপন মুখ দেখিবারে যান।
কিঞ্চিৎ হইল ক্লেশ হেরিয়া বদন
কিঞ্চিৎ গেঁজেল ভাব যুগল নয়ন।
কিঞ্চিৎ নারেঙ্গা দুটী উচু দেখা যায়
কিঞ্চিৎ রদনচ্ছদ ঝুলে বাহিরায়।
আর কিছু দোষ নাই উঁচু দন্তপাটী
ওষ্ঠ-দোষে মাড়ি দুটি শোভিছে প্রকটি।
সব দোষ ঘুচে গেছে বর্ণের শোভায়

উজ্জ্বলতা হেরিয়া কোকিল লজ্জা পায়।
দাড়ীতে কিঞ্চিৎ বিশ্রী দেখাত বদন
এঁকে বেঁকে সুধারিতে করিল যতন।
সামান্য এসব দোষ ক্ষত্রিয়-অঙ্গনা
গ্রাহ্য নাহি করিবেক বীরাসক্ত-মনা।
এত ভাবি বীরবর চলিল উপর
যথায় শোভিছে রাণী কম কলেবর।
হেরিয়া রূপের ছটা ভাবিল যবন
যশের হয়েছে হার বর্ণিতে এজন।
সমাদরে রাণী বসাইল স্বর্ণাসনে
তুষিতে লাগিল বীরে মিষ্ট আলাপনে।
মধুর বদন তাহে মধুর বচন
নিশ্চল হইল যবনের দুনয়ন।
পান করে প্রাণ ভরে নয়নের দ্বারা
ত্রিদিবদুর্লভ বদনের সুধা ধারা।
দণ্ডমাত্র গত হল কথোপকথনে
কহিলেন রাণী বিবাহের আয়োজনে।
কোথা সখীগণ এসো কর শঙ্খধ্বনি
ব্যস্ত হয়েছেন বড় হৃদয়ের মণি।
কিন্তু একি আফগান হাঁপায় কেমন
গ্রীষ্মের জ্বালায় বীর ছিঁড়িল বসন।
দেখিতে দেখিতে বীর করে আই ঢাই
পাখা কর পাখা কর প্রাণ যায় ভাই।
তখন কহিছে রাণী পরিষ্কার স্বরে।
করিলে বাসনা কেন পরনারী'পরে
পরিচ্ছদে তীব্র বিষ দিয়াছি অধম
না হেরি উপায় অন্য বাঁচাতে ধরম।

এখনি মরিবে তুমি বিলম্ব নাহিক
আমি এই বেলা যাই পতির অন্তিক।
দেখ্ হিন্দুবালা রাখে কেমনে ধরম
নরকের ক্লেশ তোর হবে কিছু কম।
এত বলি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিল অনাসে
শিখার সহিত আত্মা চলিল আকাশে।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার মরিল যবন
সমাধি করিল সবে করিয়া যতন।
ভূপালে এখনো তার বংশধরগণ
করিছে রাজত্ব করি প্রজার রঞ্জন।
বর্ত্তমান বেগম ইংরাজ মহীপালে
সন্তোষ রেখেছে ভাল বুদ্ধির কৌশলে।
প্রাচীন নেবল বংশে যারা অবশিষ্ট
উপযুক্ত সম্মানে বেগম রাখে তুষ্ট।

গাণোর রাজমহিষী।



ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১৭০০ র নিকট) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সঙ্কলিত।

ম্যালকলমের Memoirs of Central India তে দোস্ত মহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতা এত বিশদ করিয়া লিখা নাই, কিন্তু টডে বিলক্ষণ লেখা আছে।

অহল্যাবাই।

আর এক রতন ভারত খনি হতে
বিকাশি আপন প্রভা দেখাল জগতে
সুবিখ্যাত মলহাররাও হুলকার
যবন নাশিতে যিনি কল্কী অবতার
মাহেশ্রী নগরে করি নিজ রাজধানী
পালিলেন প্রজাগণে পুত্রসম মানি।
একমাত্র কুন্দিরাও পুত্র জাঠস্থানে
যুদ্ধে ত্যজিলেন প্রাণ পিতা বর্ত্তমানে।
রহিল বিধবা তাঁর সংসারললাম
একমাত্র শিশু পুত্র মালিরাও নাম।
অই কুন্দিরাও পত্নী অহল্যা সুন্দরী
যাঁহার নামের যশ সদা গান করি।
পুত্রের রক্ষকরূপে করেন কর্ত্তৃত্ব
কিন্তু পুত্র দোষে রাণী সদা দুখিচিত্ত।
উন্মাদ স্বভাব তার লোকে দেয় ক্লেশ
রাজপুত্র হইয়া বুদ্ধির নাহি লেশ।
মহারাণী দানশীলা ব্রাহ্মণের তরে
উপযুক্ত দ্রব্যজাত আয়োজন করে।
রাজপুত্র গুপ্তভাবে বৃশ্চিক রাখিয়া
হাসিতেন বিপ্রগণে উত্যক্ত করিয়া।
হাহাকার করিতেন অহল্যা সুন্দরী
পুত্রের দুষ্কৃতিরাশি হৃদয়েতে স্মরি।
সুবর্ণবণিক এক ভ্রষ্টতা বশত

যুবরাজ দাসী সনে হয়েছিল রত।
মহাক্রোধে যুবরাজ লম্পট বণিকে
বধিলেন বসাইয়ে আপন অন্তিকে।
ক্রমে সেই ভূত হয়ে ঘাড়েতে চাপিল
ঘোররূপে উন্মত্ততা বাড়িতে লাগিল।
অহরহ অহল্যা পুত্রের শয্যাপাশে
কাতরে ঈশ্বরে ডাকে রোগশান্তি আশে।
কিন্তু ভূত শক্ত অতি ছাড়িবার নয়
করিল অচিরে কুমারের প্রাণ লয়।
কুমারের মরণেতে প্রাবীণ সচীব
গঙ্গাধর নাম তাঁর হলেন উৎগ্রীব।
ভাবিলেন রাজ্যে তাঁর বাড়িবে ক্ষমতা
পাড়িলেন পোষ্যপুত্র লইবার কথা।
উড়াইয়া দিলা রাণী এ হীন যুকতি
আপনি রাজ্যের ভার লতে কৈলা মতি।
পেশোয়ার পিতৃব্য রাঘব দাদা নাম
হইয়া মন্ত্রীর পক্ষে চাহিল সংগ্রাম।
পেশোয়ার উপযুক্ত সম্মান করিয়া
পাঠাল অহল্যা রাণী লিখন লিখিয়া।
নারীর বিরুদ্ধে যদি করেন সংগ্রাম
কোনকালে তাহার না হইবে বিরাম।
এত বলি সৈন্য লয়ে করিলা গমন
শুনিয়া হইল ভীত রাঘবের মন।
অহল্যার রাজ্যপাটে দৃঢ় মত দিল
বিনা রক্তপাতে সব আপদ মিটিল।
অহল্যাকে প্রজাগণ মা বলি ডাকিত
এমন না ছিল কেহ নাহি ছিল প্রীত।

তুকাজী হুল্কার ছিল সমরসচীব
যাঁর বাহুবলে হ'ত সব যুদ্ধে শিব।
মা ব'লে ডাকিত বীর যদিও স্থবির
অহল্যার আজ্ঞায় সতত নত শির।
অন্নপূর্ণা সম রাণী দানে অকাতর
দুঃখীর দূরিতে দুঃখ আগ্রহ অন্তর।
বড়ই সন্তোষ প্রাপ্ত হতেন জননী
প্রজার শ্রীবৃদ্ধি আর অরোগতা শুনি
সদা তাঁর মুখে ছিল এই মাত্র কথা
কিসে প্রজা না জানিবে দুঃখের বারতা।
যদি কর্ম্মচারীগণ পীড়িত কাহায়
আছিল রাণীর আজ্ঞা, তাঁহাকে জানায়।
উপযুক্ত তথ্য লয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনে
উদ্ধার করিত রাণী অতীব যতনে।
দুষ্টের শাসনে রাণী দৃষ্টিহীন নন
কঠিন শাস্তিতে কিন্তু নাহি ছিল মন।
এ জন্য শত্রুও শীঘ্র মিত্র হয়ে যেত
অপমান-বহ্নি কারু মনে না জ্বলিত।
একদা মিবারপতি অরিসিংহ নাম
অকারণ রাজ্য'পরে করেন সংগ্রাম
কিন্তু পরাজয় পেয়ে সন্ধি চাহিলেন
অমনি অহল্যা তাহে সম্মতি দিলেন।
কিন্তু ভীল[illegible] যদি করিত আক্রম
তাদের শাসনে রাণী হইতেন যম।
প্রতিদিন পূজা সন্ধ্যা দান ধ্যান করি
নিরামিষ খাইতেন মহেশ্রী-ঈশ্বরী।
বর্ত্তমান ইন্দোর আছিল এক গ্রাম

অহল্যা করিল তারে মহেন্দ্রের ধাম।
তীর্থস্থানে অহল্যার নাম নাহি জানে
নাহি দেখি অদ্যাবধি এমন ব্রাহ্মণে।
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড় মন্দির সুন্দর
কাশীতে তাঁহার নাম করেছে অমর।
মহাপুণ্যবতী রাণী দয়ার আধার
শাসিল বিস্তীর্ণ রাজ্য ধর্ম্ম করি সার।
ত্রিংশ বর্ষ রাজ্যভার করেন গ্রহণ
ষষ্ঠীতম বর্ষে স্বর্গে করেন গমন।
এমনি আছিল তাঁর জ্ঞানপূর্ণ মন
সদা রাখিতেন তিনি এ কথা স্মরণ।
ঈশ্বরের সন্নিধানে রাজ্যের ব্যাপারে
হইবে জবাব দিতে মরণের পরে।
রাণীর প্রশংসা রাশি করিয়া গ্রন্থন
বিপ্র এক করেছিল গ্রন্থ প্রণয়ন।
শুনাইলে রাণী তাহে দিলা পুরস্কার
বিদায় হইলে বিপ্র, কহিলেন সার,
পাপিনী অযোগ্যা আমি এত প্রশংসার
ফেলাইয়া দাও গ্রন্থ জলে নর্ম্মদার।
যদি কোন কর্ম্মচারী কোন দোষী'পরে
কঠিন আদেশ দিতে অনুরোধ করে
কহিতেন রাণী ধীর মধুর বচন
ব্যস্ত নাহি হও অ[illegible]হে মর্ত্ত্যগণ
ঈশ্বরের চারু শিল্প ভাঙ্গিবার আগে
সবিশেষ বিবেচনা আবশ্যক লাগে।
কিবা হিন্দু মুসলমান ঈশ্বর সকাশে
প্রার্থনা করিত অহল্যার শুভ আশে।

টিপু সুলতান আর নিজাম প্রভৃতি
সম্মান রাখিত সদা অহল্যার প্রতি।
অহল্যার সনে বিপক্ষতা আচরণে
ঘোর পাপ বলিয়া ভাবিত রাজগণে।
মনঃক্লেশ অহল্যার হয়েছে বিস্তর
পুত্রকন্যা-শোকে দগ্ধ সতত অন্তর।
আছিল তনয়া তাঁর মুক্তাবাই নাম
তার পতি ভাও যশোবন্ত গুণধাম।
নথিয়া নামেতে ছিল এক যে তনয়
ইহাতেই মুক্তাবাই সদা সুখী রয়।
কিন্তু ভাগ্যদোষে বিধি হয়ে প্রতিকূল
পতি পুত্র দুই জনে করিল নির্ম্মূল।
পতিসনে চিতাশয্যা চাহিল সুন্দরী
আগুণে নিবাতে শোক পতিপদ ধরি।
শুনিয়া অহল্যা মাতা হইয়া কাতর
কন্যারে নিবৃত্ত হতে বুঝালে বিস্তর।
কেন কন্যা জননীয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে
ভাসাইতে অশ্রুনীরে চাহিছ মানসে,
মালিরাও পুত্র মোর হইয়াছে মৃত
কিন্তু তব মুখ চেয়ে আছিরে জীবিত।
মা বলিয়া ডাকিবার নাহি মোর কেহ
তোর মাতৃ-সম্বোধনে সদা সুখী দেহ।
কহিলা নন্দিনী শুনি জননীর বাণী
যা কহিলে সত্য মাত অন্যথা না মানি।
কিন্তু মাত বৃদ্ধা তুমি অল্প দিন পরে
নিজ পুণ্যফলে যাবে অমর নগরে।
আমি পতি-পুত্র-হীনা, তুমি যতক্ষণ,

তোমার চরণ সেবি যাপিব জীবন।
কিন্তু তব মৃত্যু পরে এ ছার জীবন
মোর পক্ষে হবে মাত শোকের গহন।
তবে কেন প্রতিষেধ করহ জননী
গৌরবে পতির সহ জ্বলিতে এখনি।
হায় হায় করেন অহল্যা গুণবতী
কঠিন কন্যার পণ না শুনে মিনতি।
বুঝায় ব্রাহ্মণগণ রাজকুমারীরে
না জ্বলিতে পতিসনে সজীব শরীরে।
কারু কথা না শুনিল অহল্যা-দুহিতা
চলিল পতির সনে হতে অনুমৃতা।
কি করেন অহল্যা কন্যার সনে ধায়
পড়িয়া কন্যার সনে জ্বলিতে চিতায়।
দ্বিজ দুইজন ধরি দুই কর রহে।
পাছে দাহ দেখি রাণী আপনিই দহে
যখন তনয়া উঠে চিতার উপর
রাণীর নয়ন যেন বর্ষে ধারাধর।
যখন জ্বলিল শিখা ভুজঙ্গী সমান
করদ্বয় মহারাণী ছাড়াবারে চান।
বুকে হানিবার ইচ্ছা; কিন্তু নাহি পারে
কঠোর শক্তিতে বিপ্র দুজন নিবারে।
বিষম চেষ্টায় তাঁর বাহু হল ক্ষত!!
আহা এ কি সাজা তাঁহে নহেক সঙ্গত।
যখন চিতার অগ্নি হইল নির্ব্বাণ
হৃদয় আবেগে রাণী দেখিতে না পান,
কিন্তু মহাবুদ্ধিমতী মহোদয়া রাণী
সম্বরি শোকের বেগ চলিলা আপনি।

স্নানাদি করিয়া পরে গৃহেতে যাইল
শোকে তিন দিন মুখে অন্ন না উঠিল।
যে স্থানে অহল্যাবালা মুক্তাবাই সতী
আগুণে আপন তনু করিল আহুতি
সেই স্থানে ছত্র রাণী করিলা নির্ম্মাণ
রাখিতে বিষাদ-কীর্ত্তি আজো বর্ত্তমান।
যে স্থানে বক্ষেতে কর করিয়া স্থাপন
কাতরে কন্যার চিতা করে নিরীক্ষণ
আজো সেই পূত স্থান আছে বিদ্যমান
দেবতার পদচিহ্ন সমান সম্মান।
এইরূপে শোক পেয়ে ইন্দোর-দেবতা
জীর্ণ দেহ ত্যাগ করি হন স্বর্গগতা।
যে দিন জীবন তাঁর দেহ হতে যায়
সমস্ত রাজ্যের লোক করে হায় হায়।
আপন জননী গেলে বালক যেমন
সেই মত শোকাকুল পুরবাসীগণ।
শব সনে পিছে পিছে নাগরিক ধায়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সবে দুকুল ভিজায়।
প্রজা প্রজা করি রাণী সতত পাগল
কেন তাঁর মরণে না দিবে অশ্রুজল।
অশ্বগণ বিমর্ষ গজের গণ্ডে জল
হাম্বারব করে গাভী হইয়া বিকল।
কত দিন জনপদ রাজধানী আর
রাণীর মরণ হেতু করে হাহাকার।

অহল্যাবাই

ঘটনাসময় খৃষ্টীয় অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

(ম্যাল্‌কলমের মেময়ার অব সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া)

অহল্যাবাই যেরূপ যশস্বিনী তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তাঁহার সুকৃতি সকল বর্ণন করিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। কোন রাজা তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি ত্রিংশবৎসর বয়সে রাজ্য গ্রহণ করেন এবং ত্রিংশবর্ষ রাজত্ব করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এ সময়ে তাঁহার ভাগ্যে কেবল সুখ্যাতিই ঘটিয়াছিল। ইংরাজ, মুসলমান, রাজপুত ও মহারাষ্ট্র তাঁহার প্রতি সমান সম্মান করিত। তুকাজী হুলকার সমরসচীব ছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি সকল সংগ্রহ করিলেও এক পুস্তক হয়। গঙ্গাধর রাজস্বসচীব ও তুকাজী হুলকারে ঈর্ষ্যা বিদ্যমান থাকিলেও অহল্যার গুণে কথন কোন গোলমাল হয় নাই

পেশোয়াপত্নী রূপসম্পন্না কিন্তু দুষ্টমতি অনন্তিয়াবাই অহল্যার সুখ্যাতিতে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র ছিলেন। তিনি দাসী প্রেরণ করিয়া অহল্যার মুখশ্রী কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হন। দাসী আসিয়া কহিল যে, মুখসৌষ্ঠব যদিও উত্তম নহে কিন্তু তাহা এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। তাহা শুনিয়া অনন্তিয়া-বাই কহেন "হাঁ মুখসৌষ্ঠব উত্তম নয়।" যেন অনন্তিয়া ঐ টুকু সংবাদে একটু সুখ অনুভব করিলেন।

—:—

অহল্যাবাই ঠিক সেই সময়ের লোক যখন দিল্লীর মোগলসিংহ শৃঙ্খলিত। হিন্দু ক্ষমতা নবতেজে অভ্যুত্থিত। তাই আমরা সেই সময়টীকে এত প্রাণের সহিত স্মরণ করি।

কৃষ্ণকুমারী।

এক ভীমসিংহ নাম শুনেছ পাঠক
মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ পদ্মিনী-নায়ক।
আর এক ভীম সিংহ, শতবর্ষ গত
উজলিত সিংহাসন মিবারে সতত।
তাঁহার সময়ে চিরশত্রু মুসল্মান
ধ্বস্তভাবে দিল্লীপুরে যাপে হতমান।
আর তাহাদের পূর্ব্ব পরাক্রম নাই
বিষহীন সর্পসম গরজে বৃথাই।
মহারাষ্ট্র মহাদুষ্ট কবলি যবন
আপনার অস্থিমাংস করিছে বর্দ্ধন।
মিবারের কিন্তু তাহে কিছু শান্তি নাই
দুষ্ট মহারাষ্ট্র গণ হইল বালাই।
কভু হুলকার লুঠে কভুবা সিন্ধিয়া
শান্তি রাখে ভীমসিংহ অর্থদণ্ড দিয়া।
পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনে রাজ্যের সর্ব্বধন
মহারাষ্ট্র ভাণ্ডারেতে করিল গমন।
সহে সমুদায় ক্লেশ দুরবস্থা স্মরি
উপায়-বিহীন ভাবে দিবস সর্ব্বরী।
যুদ্ধে কোন ফল নাই দস্যুর সহিত
অর্থব্যয় রক্তপাত হিতে বিপরীত,
দস্যুতায় মহারাষ্ট্র অদ্বিতীয় হয়,
কি দিব তাহার শঠতার পরিচয়।
প্রতিজ্ঞা করিতে তারা প্রস্তুত যেমন

অবিলম্বে অনায়াসে করে তা লঙ্ঘন।
প্রজাগণ সর্ব্বনাশ হয় নিতি নিতি
হৃত হয় শস্যচয় গোধন প্রভৃতি।
ধীরে সহে মহারাণা বিপদ সকল,
কিন্তু ভাবি ভাবি দশা হৃদয় বিকল;
স্বধু এই নহে রাজা আরো বিধিমতে
দুর্ভাগ্যের লক্ষ্য হয়েছিলেন জগতে।
বহুসংখ্য সন্তানের কিছু নাহি ছিল
দুইজন মাত্র ছাড়া সকলি মরিল।
তনয় যৌবনসিংহ আয়ত-নয়ন
কুমারী কৃষ্ণকুমারী রূপে অতুলন।
তথাপি সমস্ত শোক অই দুটি হেরি
ধৈর্য্যশীল মহারাণা ছিলেন পাশরি।
নানা দুখে দুখি রাজা ম্লান অহর্নিশ
হেরি কুমারীরে স্বধু হইত হরিষ।
সত্য কহিয়াছে তায় রাজ-কবিগণ
স্বর্গের কুসুম সেই সংসার-শোভন।
যেমন মধুর অঙ্গে লাবণ্যের লীলা
সেই মত গুণপুঞ্জে মণ্ডিত সুশীলা,
আয়ত সে আঁখি দুটী শরদ সরসী
তাহে তারা দুটী ভাসে নলিনী রূপসী,
স্থবরণ ললাট ভাবের ভরা বহে
মহিমায় ক্ষরিছে দ্যুলোক-দ্যুতি তাহে।
ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ ললাট শিখরে,
যেন ঘন কাদম্বিনী ঘিরে শশধরে।
যেন সে কেশের কোলে কমনীয় কত
ত্রিদিব-গভীর ভাব রক্ষিত সতত।

ক্ষিতিমাঝে বিচরে মোহন মধুহাসি
যেন কোন দেবকন্যা আছে পরবাসি।
যেন কোন পুণ্যধামে যেতে সে উদাসি
ছায়াসম মায়াবশে ভ্রমে ভাসি ভাসি।
কিষণ্ কুমারী বলি ডাকিত সকলে
যে দেখিত মূর্ত্তি, সেই ধিয়ে বক্ষঃস্থলে।
বয়স ষোড়শ যবে পাইলা রূপসী
জয়পুররাজ তার হইল প্রত্যাশী।
শিশোদিয়া কছাওয়া মিটেছে বিবাদ
সম্বন্ধে দৃঢ়িতে তাহা মনে কৈলা সাধ।
পাঠাইলা দূত ভীমসিংহ-বিদ্যমান
মহামান্য রাণাকে ভেটিয়া যোগ্য মান।
উচ্চমতি ভীমসিংহ হইয়া সদয়
প্রার্থনা পুরিতে তাঁর করিলা নিশ্চয়।
উপযুক্ত সমাদরে পাঠান সম্মতি
প্রফুল্ল জগৎসিংহ জয়পুর-পতি।
রাণার তনয়া হবে প্রেয়সী আমার
জয়সিংহ ভিন্ন ভাগ্যে ঘটেনি কাহার।
জয়পুরে এ সম্মান অতি বাঞ্ছনীয়
শোভিল জগৎসিংহ হয়ে বরণীয়।
সসৈন্যে উদয়পুরে করিলা প্রয়াণ
সাহপুরে উপজিয়া কৈলা অবস্থান।
অতি সন্নিকটে জয়পুর-অধিপতি
শুনি রাণা মহাশয় হন হৃষ্টমতি।
কিন্তু হায় যাহারে দুর্ভাগ্যে ঘেরিয়াছে
প্রতি ঘটনায় যেন বিঘ্ন আছে পাছে।
সামান্য বারিদ যথা ঢাকি দিনমণি

ঘটায় অবনীতলে মধ্যাহ্ণে রজনী
সেই মত সমস্ত সুযোগ মধ্যভাগে
দুর্ভাগার, বিঘ্ন যেন কোথা হতে লাগে।
সমস্ত আশার জ্যোতি করি আবরিত,
বিষাদ বিশাল হয়ে গ্রাস করে চিত।
ওদিগে রাঠোররাজ মাড়োয়ার-পতি
কন্যালাভে আসিছেন সৈন্যের সংহতি।
মানসিংহ নাম ধরে যোধপুরেশ্বর
না পাইলে কন্যা সেই বাধাবে সমর।
সিন্ধিয়া মার্হাট্টাপতি জয়পুরে গিয়া
কিছু পায় নাই তথা ভূপে ধমকিয়া;
এই হেতু জয়পুর-পতি প্রতি তার
বিষম আক্রোশ করে অন্তরে বিহার।
সত্বর মিবারে দূত করিল প্রেরণ,
করি জয়পুরের সম্বন্ধ নিবারণ।
"কন্যা যদি দিতে হয় মানসিংহে দাও
নতুবা সমস্ত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে মিটাও।"
দুর্ব্বলের নানা দুঃখ শাস্ত্রের লিখন
হীনবল রাণার আকুল হল মন।
কথা দিয়া জয়পুরে কেমনে ফিরাই,
কেমনে অসত্যে মজে নরকেতে যাই।
যদিও নির্ব্বল এবে বলীর ত বংশ
এখনো বীরের রক্ত হয় নাই ধ্বংস।
কেন সত্য লঙ্ঘনে কলঙ্ক আনি দেশে?
প্রবল শত্রুর সনে যুঝিব বিশেষে।
আবার ভাবিছে রায়—হায় কিবা করি
রাঠোর মার্হাট্টা দুই ভয়ানক অরি।

সামান্য কন্যার তরে রাজ্য নাশ হবে
অনাথ হইবে প্রজা, শত্রু সব লবে।
বিবেচনা এখন উচিত অতিশয়
আগুণে আগুণ ঢালা বিহিত না হয়।
এদিগে সিন্ধিয়া-পতি বিলম্ব না সয়
সত্বরে উদয়পুরে হইল উদয়।
মহারাষ্ট্র রাজপুতে বিচিত্র মিলন
গন্ধর্ব্বে অসুরে যেন হইল দর্শন।
হেরিয়া রাণার পুরাতন আড়ম্বর
স্তব্ধ হয়ে সিন্ধিয়া করিছে সমাদর
সিন্ধিয়ার সম্ভাষণে রাজপুতগণ
পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে দিল দরশন।
ঈর্ষ্যায় পীড়িত বটে কিন্তু বীরবর
অন্তরে রাণার করে প্রশংসা বিস্তর।
এদিগে রাণার মনে আশঙ্কা তুফান
করিতেছে আন্দোলিত আকুলিত প্রাণ;
কি প্রস্তাব করিবে দুরন্ত মহারাষ্ট্র
এখনি মস্তকোপরি ফেলিবেক লোষ্ট্র।
হেরিয়া কাতর মহারাণা ম্লানমুখ
মহাত্মা টডের হৃদে উপজিল দুখ।
সে স্মৃতি টডের মনে টলিবার নয়
দূরিতে রাণার দুঃখ বাঁধিল হৃদয়।
কিন্তু তথা সুবিধা না হেরি মহাশয়
রাণার সে কষ্ট গূঢ় অন্তরেতে সয়।
রাণার নাহিক ইচ্ছা ফিরাতে জগতে
উত্তরিলা ধীরভাবে সিন্ধিয়ার মতে।
"শুন মহারাষ্ট্রপতি করি নিবেদন

রাণাবংশ নাহি করে বাক্যের হেলন।
আশাসুখে আসিয়াছে জয়পুর-পতি
তাহারে ফিরাতে মোর নাহি লয় মতি।'
কহিল সিন্ধিয়া—ওহে হতবুদ্ধি রাণা
নীচ ঘরে কন্যা দিতে করিলাম মানা
চিরদিন যবনের আশ্রয়-ভাজন
কি গৌরব ধরে বল জয়পুরী গণ
লইতে তোমার কন্যা কি তার সাহস,
জাতি-শত্রু যবনের চিরদিন বশ !
পূর্ব্বপুরুষের পণ চাও রাখিবারে
ফিরাইয়া দাও রাণা অাম্বের রাজারে।
শুনি ভীত মহারাণা কহেন বচন
"যদিও উচিত নহে রীতির লঙ্ঘন
মর্য্যাদা দেখিতে গেলে, জয়পুর-পতি
জাতি-শত্রু-অনুগত অশ্রদ্ধেয় অতি;
কিন্তু চিরদিন নাহি একভাব যায়,
পূর্ব্বে পুরুষের পাপ সন্তান মিটায়।
ভূপতি জগৎসিংহ বুদ্ধিমান অতি
যবন সংসর্গে তাঁর নাহি আর মতি।
যদি দোষ ধর বীর, সম দোষে দোষী
যবনের চিরদাস মাড়োয়ার-বাসী।
শুদ্ধ রাজপুত বংশ আছে অতি কম
জয়পুরে কেন তবে গণি হে অধম ?"
এত শুনি কহিলেন সিন্ধিয়া ভূপতি
পরামর্শ বৃথা যেই চায় অধোগতি।
দয়া বশে অন্ধ তুমি ভাবি নাহি ভাব
ফুরাইল মোর সনে বান্ধবের ভাব।

ভয়ে সশঙ্কিত রাণা কথা নাহি কন
বুঝিল মার্হাট্টা দুষ্ট মহারাণা-মন।
যথাকালে মহারাষ্ট্র বিষম বিক্রমে
জয়পুর-সেনাগণে সাপুরে আক্রমে।
পরাজিত হয়ে জয়পুর-মহারাজ
নিজরাজ্যে ফিরিলেন মনে বাসি লাজ।
মাড়োয়ার-পতি হয় সকল কারণ
তারে আগে ধ্বংসপুরে করিব প্রেরণ
ভাবিয়া জগৎসিংহ করে আয়োজন
সমর-উৎসাহে পূর্ণ জয়পুরী গণ।
একলক্ষ সৈন্য লয়ে সাজে মহারথী
ধ্বংসিবারে মানসিংহে স্বকুল সংহতি।
পৌঁছিয়া পর্ব্বতেশ্বরে করিলা শিবির।
মানসিংহ প্রতি বাম যুটে বহুবীর।
নিজ যোধপুর মাঝে হ'ল দুই দল
এক পক্ষ মানসিংহে নাহি দেয় স্থল;
রাঠোর যুবকে এক রাজা করি মানে,
লইয়া আসিল জগতের সন্নিধানে।
আদরে জগৎসিংহ রাখিল তাহায়
বিধিমতে হইলেন তাহার সহায়।
শুনি বার্ত্তা ক্রোধে হতমতি মানসিংহ
জগতেরে আক্রমিল যেন মত্ত সিংহ।
সে স্থান পর্ব্বতেশ্বর নামেতে বিখ্যাত
যেখানে দুপক্ষে হল প্রবল সংঘাত।
পরাজিত মানসিংহ যোধপুরে যায়
পশ্চাতে বিপক্ষ সৈন্য তাড়াতাড়ি ধায়।
গিয়া যোধপুরে কিছু না হইল সুখ,

মানসিংহ পুনঃ রণে হইল বিমুখ।
লুণ্ঠন আরম্ভ হৈল যোধপুর মাঝে
জয়েতে জগৎসিংহ সেকেন্দর সাজে;
কিন্তু বীর সত্বরেই করিল প্রয়াণ
লুঠ-প্রাপ্ত দ্রব্যজাতে ভরি যত যান।
নিরখিয়া জ্বলে উঠে রাঠোরের প্রাণ
অন্তদ্রোহ দূরে গেল যুদ্ধ করে দান।
যুবকে ছাড়িয়া দিল ভাগ্যের উপর
এক বাক্যে সব বীর ধাইল সত্বর।
মিবারের সন্নিকটে পার্ব্বত্য প্রদেশে
জয়পুর-সৈন্য'পরি আক্রমে আক্রোশে।
হইল বিষম রণ-জয়পুরীগণ
হইল ছেদিত তৃণ শস্যের মতন।
বিমুখ জগৎসিংহ ফিরে জয়পুর
অন্তরে নৈরাশ্য-ব্যথা রহিল প্রচুর।
এ দিগে উদয়পুরে রাণা মহাশয়
বিপদের ভয়ে সদা ভীত হয়ে রয়।
জগতের পরাজয়ে হইল দুঃখিত
কন্যাহেতু কি উপায় হইবে বিহিত।
মনে মনে জানে রাণা সিন্ধিয়ার মনে
সু-গুপ্ত বাসনা আছে কন্যার গ্রহণে।
জাতিতে মার্হাট্টা বলি ভরসা না হয়
রাজপুত-সমক্ষে প্রস্তাবে পরিণয়।
প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে, পাইলে গোপনে
প্রস্তাব করিবে তুষ্ট রাণার সদনে।
এ হেন সুন্দরী যাবে জগতের কোলে
ঈর্ষ্যায় অন্তর জ্বলে কথা মনে হলে।

মরমে মরিছে বীর প্রকাশ না করে
মুখেতে সম্পূর্ণ তার ভিন্ন ভাব ধরে।
মানসিংহে দিতে কন্যা চাহে বীরবর
জগৎ না পায় কন্যা সদা এই স্বর।
অন্তরে জগৎ আর মানসিংহ সম
সদা চিন্তে কেমনে সে বালা হবে মম।
বুদ্ধিমান্ ভীমসিংহ বুদ্ধির নয়নে
দেখিছেন স্পষ্টরূপে সিন্ধিয়ার মনে।
কিন্তু ভয় বাসে রাণা সিন্ধিয়ার বলে,
যদি বল করে দুষ্ট হারিয়া কৌশলে;
তা হলে বিপদ বড়—মার্হাট্টা দুর্বার
ঘন ঘন লুঠপাটে ধ্বংসিবে মিবার।
রাণার আছিল মন্ত্রী নামেতে অজিত
চন্দায়ত বংশ বটে হৃদয় কুৎসিত।
অর্থেরে বাসিত ভাল ন্যায় পরিহরি
রাখিল অযুক্তি মনে ধর্ম্ম না বিচারি।
মানসিংহ সৈনিক পাঠান দুরাচার
আমীর খাঁ নাম ভ্রষ্টমতি কু-ব্যভার।
তার পরামর্শ মতে চলিল অজিত
ঘোর দাগে রাণাকুল কৈল কলঙ্কিত।
যে ভীষণ কল্পনার করিল প্রবন্ধ
শুনিলে শিহরে অঙ্গ খুলে স্নায়ুবন্ধ।
শুনহ পাঠক আমীরের যে স্বভাব
পশ্চাৎ কহিব পাপী করে যে প্রস্তাব।
থাকিত প্রথমে মানসিংহ-সেনা মাঝে,
কৃত্রিম রাঠোর-রাজে তার পরে ভজে।
পরে পুনরায় অর্থ-লোভে নরাধম

মজাইল যুবকেরে হয়ে তার যম।
গোপনে মানের অর্থে পুরিছে ভাণ্ডার
মুখে যুবকের সনে প্রণয় অপার।
সমস্ত ভরসা রাখে কৃত্রিম রাজন
একদা পামর সনে করিল গমন,
পাপাত্মার বন্ধু মধ্যে মস্জিদ নিকটে
পিশাচের মিষ্টতায় ভুলিল সঙ্কটে।
মস্জিদের সাক্ষাতে দানব কদাশয়
প্রতিজ্ঞা করিল যুবকের ভাঙ্গি ভয়।
করিলাম পণ খোদাতাল্লার সন্নিধি
উপকার তোমার করিব নিরবধি।
হায় নিশিযোগে যবে স্বদল সহিত
প্রগাঢ় নিদ্রায় সুখে আছয়ে মোহিত,
সেই কালে নিজ জনগণ সঙ্গে লয়ে
নির্দ্দোষ রাঠোরগণে ভেজে যমালয়ে।
এইরূপ নারকীর প্রস্তাব শুনিয়া
অজিত দিইল কুলে কলঙ্ক ঢালিয়া।
পরামর্শ দিল দুষ্ট কৃষ্ণকুমারীরে
বধ করি সব চিন্তা ঘুচাও অচিরে।
কেহ না করিবে আর রাজ্য আক্রমণ
হইবে বান্ধব পুনঃ প্রতিপক্ষগণ।
ফুটন্ত গোলাবে দুষ্ট শার্দ্দুল-নখরে
বাসনা করিল মনে বিদারিত করে।
অর্থ-লোভে অজিত শুনিল তার বাণী
পাঠানের দুষ্ট সৈন্যে পুরে রাজধানী।
অতর্কিতে অনেক দানব-বেশধারী
নগরের পথে পথে করে পাদচারী।

অজিত রাজার কাছে পৌঁছিয়া সত্বর
নিবেদিল, মহারাজ সম্মুখ-সমর;
জয়পুরে কন্যা যাবে সহিতে না পারি
মানসিংহ পাঠাল পাঠান পাপাচারী
আছে তারা নগর ঘেরিয়া চারি দিকে
উচিত ভেজিতে দূত তাহার অন্তিকে।
সদাশয় মহারাণা ভয় বাসি মনে
ভেজিল চতুর দূত দুষ্ট সন্নিধানে।
দূত-মুখে শুনিয়া রাজার অভিলাষ
সাক্ষাত করিতে দুষ্ট চলিলা উল্লাস।
বন্দিয়া রাণায় কহে দুষ্ট দুরাচার
বদনে নিঃসরে মধু হৃদে ক্ষুরধার।
মহারাজ আশঙ্কা না করিহ এমন
শত্রুভাবে এথায় করেছি আগমন।
জানেন আপনি আমি কারু ভৃত্য নই,
সতত বাসনা তব ভৃত্য হয়ে রই।
আমার যুকতি এই ক্ষম মহারাজ
কহিতে সরে না বাণী মনে হয় লাজ।
কিন্তু বন্ধু-উপকারে কহিতে উচিত
শুনিতে হলেও মন্দ যুকতি বিহিত।
যে সকল বীরগণে ঘেরেছে আপনা
কেহ কম নহেন সমান তিন জনা।
সহস্র বর্ষের রাজ্য মান্যে অদ্বিতীয়
সমরে শ্মশান হয়ে হবে পরকীয়
এ কথা উদিলে মনে কাঁদে এ পরাণ
সেই জন্য এই মোর যুকতি বিধান।
তনয়ায় স্বর্গধামে করিয়া প্রেরণ

করুন অরাতিগণে বন্ধুত্বে বন্ধন।
ভয়েতে দুর্ব্বলমতি ভীম সিংহ রায়
ভাবিল পড়িনু আমি কি বিষম দায়।
অতর্কিতে ছলকারী সসৈন্যে আসিয়া
আমার উদয়পুর রহেছে ঘেরিয়া
যদি না প্রস্তাবে আমি করি কর্ণপাত
এখনি আক্রমি করিবেক ধূলি সাথ।
ছিন্নমতি মহারাণা রহে চুপ করি
চক্ষু হতে ছল ছল বহে নেত্রবারি।
শত রাজ সিংহাসনে করি আরোহণ
হায় কি কদর্য্য দশা হইল ঘটন।
দেখ হে খোমান বীর যবন-অন্তক
দেখ হে সমর সিংহ বংশের পাবক।
কোথা ভীমসিংহ কোথা লক্ষ্মণ অজয়
কোথা অরিসিংহ কোথা হামীর নির্ভয়
তোমাদের সন্তানের হের গো দুর্গতি
প্রাণে দেয় আঘাত পাঠান পাপমতি।
হায় কোথা ক্ষেত্রসিংহ কোথা কুম্ভবীর
দেখ রায়মল্ল পৃথ্বী কোথায় সুধীর।
স্বর্গেতে রাজত্ব পেয়ে ভুলিয়ে চিতোরে
আছ কিহে পিতৃগণ বিস্মৃত অন্তরে,
যে দেশের তরে রক্তধারা করি পণ
আলিঙ্গন করিয়াছ সমর-অঙ্গন।
কোথা হে প্রতাপসিংহ বীরের অগ্রণী
সে বিশাল নয়ন কি মুদেছ এখনি
উদ্ধারিতে চিতোর উদয়পুরে এলে
অবিশ্রাম রণবীর্য্য দেখালে মোগলে।

প্রাণের যে প্রাণ হতে হেরিতে মিবার
ছলে কাড়ি লইছে পাঠান পাপাচার।
কোথা হে অমরসিংহ গুম্ফ পাকাইয়া
রণসাজে দেখা দেও সম্মুখে আসিয়া।
জাহাঙ্গীরে হারাইলে পুনঃ পুনঃ রণে
সে প্রিয় উদয়পুর যায় গো এক্ষণে।
এস রাজসিংহ রাজসিংহ-মূর্ত্তি ধরি
পাঠাও পাঠানে বলে যমের নগরী।
অন্তরে দারুণ ক্রোধ অগ্নি হেন জলে
আঁখিদ্বয় ভরে গেল অভিমান-জলে।
বুঝিয়া মনের ভাব সুমিষ্ট বচনে
পুনঃ কহে যবন নরেশ সন্নিধানে।
"ক্ষম মহারাজ যদি দোষ করে থাকি
আমিও পুত্রের পিতা স্নেহ হৃদে রাখি।
হারাতে তনয়া যদি ব্যথিত হৃদয়
কার সাধ্য পুনঃ কথা তব অগ্রে কয়?
যাই ফিরি যোধপুরে রাঠোরের ঠাঁই
আপনার মর্ম্মদুঃখ তাঁহারে জানাই।"
এত বলি পাঠান ত্যজিল সভালয়
যথায় সজ্জিত স্বীয় সৈন্য সমুদয়।
কর্কশ বিধর্ম্মী ছলী পাঠান এখনি
আক্রমিবে নগর যেমন কালফণী।
শুষ্কমুখ মহারাজ কহিল অজিতে
করহ অজিত তব যাহা লয় চিতে।
উহু কি বিষম নাট্য ঘটিবে এবার
লিখিতে লেখনী মম বাধে অনিবার।
অজিত আমীর এরা মিলিয়া দুজনে

চিত্তে রাজকুমারীর নিধন সাধনে।
কে চালাবে চারু অঙ্গে লৌহের অশনি
হেন জন ঢুঁড়ে দুটি মিবারের শনি।
মহারাজ মহাত্মা দৌলতসিংহ রায়
তাঁর কাছে আজ্ঞা মন্ত্রী প্রথম পাঠায়।
শুনিয়া শিহরি দূরে ফেলি দিল লিপি
ধিক্ যে লিখিল হেন ধিক্ সেই পাপী।
তার পরে ভূপতির দাসীজাত ভ্রাতা
রাজন্য যৌবন দাসে পৌঁছিল বারতা।
অঙ্গীকার করিল সে বধিতে অবলা
অন্তঃপুরে চলিল লইয়া লৌহফলা।
রূপের প্রতিমা রাজদুহিতা যখন
পবিত্র অঙ্গের জ্যোতি করি বিকীরণ,
নম্রমুখী নীতা হল ঘাতক সকাশে
হাত হতে অস্ত্র তার ভূমিতলে খসে।
অন্তঃপুরে প্রকাশিত হল অভিপ্রায়
কাঁদিয়া কন্যার মাতা ভূমিতে গড়ায়;
কখন ইহারে ধরে কভু বা উহায়
মিনতি করিলা রাণী যারে অগ্রে পায়।
কে তাঁহার কথা শুনে কাঁদে পাগলিনী,
তখন কহিলা মায়ে রাজার নন্দিনী;
"পবিত্র অতুলধারা প্রাচীন কুলেতে
জনমি মা কেন এত অধৈর্য্য মনেতে,
আমরা জনম হতে মৃত্যুর ছায়ায়
আবৃত হইয়া সদা ফিরিগো ধরায়,
রাজপুতবালা বল কোন্ বয়সেতে
নাহি প্রস্তু আছে মাত মৃত্যুর গ্রাসেতে।

এজন্য না কর শোক মা তুমি এখন
টলিবে তা হলে মোর অটল এ মন।”
অক্ষম অস্ত্রের দ্বারা বিনাশ সাধনে
দৃঢ় পণ যবন চিন্তিল বিষদানে।
অজিত, মন্ত্রেতে মুগ্ধ সর্পের সমান
পালন করিছে দ্রুত যা বলে পাঠান।
অমনি কুসুম্বা বিষ হইয়া রক্ষিত
অন্তঃপুর নারী দ্বারা হইল প্রেরিত।
চাঁদবিবি নামে নারী সম্পর্কে ভগিনী
বিষদানে নিল ভার বিষাদগামিনী।
বিষপাত্র প্রদানার্থ নন্দিনী গোচর
চলিতে কেহই নাহি হয় অগ্রসর।
তখন কহিছে বালা হা ধিক্ তোমরা
অমৃত প্রদানে মোরে হতেছ কাতরা।
পিতৃদত্ত প্রসাদ এ, শক্তিতে ইহার
অনা'সে ত্রিদিব বাস হইবে আমার।
এ মোর বিবাহ দিন, ইহারি কারণ
হতেছিল এত দিন নানা আয়োজন,
এত বলি নিজ করে বিষপাত্র লয়ে
পান করিলেন বালা অকাতর হয়ে।
কিন্তু বুঝি সুকুমারী দেহ অধিকারে
বিষের সে বিষ-দেহে করুণা সঞ্চারে।
বিবর্ণ না হল বালা সে বিষ ভক্ষিয়া
শুনিয়া চিন্তিত হল পাপীদের হিয়া।
আবার ঘাতক দ্বয় প্রেরিল গরল
পুনঃ স্মিতমুখে কন্যা গিলিল সকল।
সে বারেও প্রকৃতি না চাহিল গরলে

উদরে চলিল বটে শরীর না টলে।
আহা যৌবনের এই চারু সমাগম
জীবনের জিজীবিষা প্রবল বিষম।
কুমারী বিনাশ চায়, ধমনী না চায়
অমৃত হইয়া বিষ উদরে মিশায়।
হা ধিক পাষণ্ডদ্বয় তথাপি না ছাড়ে
চৌষট্টি নরক যেন চড়িয়াছে ঘাড়ে।
পাঠাইল পুনরায় অত্যুগ্র গরল
এবার পানেতে বালা হইল বিকল।
সে মঞ্জু অধর-কোণে মসী রেখা দিল,
সে মঞ্জু নয়নচ্ছদ ঈষত মুদিল।
সোণার প্রতিমা ভূমে ঢলিয়া পড়িল
হাহাকারে রাণীগণ কাঁদিয়া উঠিল।
পবিত্র মিবারভূমি হায় সেই দিন
কি পঙ্কিল পাপ কাজে হইল মলিন!!
সমস্ত জাহ্নবী নীরে ধুয়িতে না পারে
নাহি ক্ষয় যার জগতের তিরস্কারে।
সাধিয়া অসাধু কাজ অজিত যখন
আমীরের সন্নিধানে করিল গমন
উপযুক্ত ঘৃণা-স্বরে কহিল পাঠান
ধিক্‌রে ক্ষত্রিয় তোর জাতি-অভিমান
কেমনে কুসুম পরে ঢালিলি গরল
ধিক্ তোর স্বার্থচিন্তা মন্ত্রণা-কৌশল।
শুনিয়া অজিত চক্ষে ভেঙ্গে গেল ঘোর
যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!
শত্রুকুল তুষিবারে স্বকুলের প্রতি
প্রতিকূল যেই তার যোগ্য এ দুর্গতি।

ইহার উপরে আরো শুনে কুলাঙ্গার
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবংশ হতে তিরস্কার ;
শক্তাবংশ-আভরণ সংগ্রাম যে নাম
মৃত্যুর চতুর্থ দিনে এল রাজধাম।
প্রথম রাজার প্রতি সকোপ কটাক্ষে
কহিতে লাগিলা বীর সভার সমক্ষে
হা ধিক্ রে মতিচ্ছন্ন মিবার-ভূপতি
কোন্ নরাধমে দিল তোমা এ দুর্মতি !
এই কি হে তোমার বংশের মান রাখা
যে বংশ ভারতে স্থিরদ্যুতি সম রাকা,
শত রাজা যে বংশ করিল সমুজ্জ্বল
রাখিল অতুল কীর্ত্তি ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল,
সে বংশে হে ক্ষীণমতি লইয়া জনম
কি কাজ করিলে মূঢ় ক্ষত্রিয়-অধম !
অথবা কাহাকে বলি ক্ষত্রিয় কি আছে
প্রতাপ অমর সনে ক্ষত্রিয় গিয়াছে ;
যদি কিছু ছিল এই পাপে হল হত।
রাণাবংশ এই বার হল উপরত।
এই কথা বলি বীর ফিরাল নয়ন,
ঢাকিলেন ভীমসিংহ বসনে বদন।
কহিলা সংগ্রাম তবে অজিতের প্রতি
কোথায় রে চন্দায়ত কষাই দুর্ম্মতি।
এই কিরে পাপাচার মন্ত্রণা তোমার
ধিক্ তোর ভীরুতায় দাস নীচতার !
পাঠান কি করেছিল মিবার আক্রম
অন্তঃপুর পবিত্রতা নাশ উপক্রম ?
কি কারণ তার তুষ্টি করিতে বিধান

হরিলি রে কুমারীর পবিত্র পরাণ!
অথবা যদিই সেই পুরী আক্রমিত
নাহি কি শরীরে তোর ক্ষত্রিয়-শোণিত?
প্রাণ দিয়া বীরধর্ম্ম কেন না রাখিলি
কেন চিরোজ্জ্বল বংশে কলঙ্ক ঢালিলি?
যদি প্রাণ সমর্পিয়া পাঠান অসিতে
মরিতিস্ পাপাচার পুরী উদ্ধারিতে,
না যেত কি নারীগণ অসি ধরি করে
নাশিতে যবনে কিম্বা মরিতে সমরে?
অথবা জহর করি অগ্নি আলিঙ্গনে
না যেত কি নারীগণ অমর ভবনে?
লক্ষ প্রাণী যদি মরে দেশের কারণ
সেও ভাল, যোগ্য নহে কুমারী-হনন।
হা ধিক্ পড়ুক ধূলি তোর শির'পরে
আর সেই যবন যে হেন যুক্তি ধরে।
না রহুক বংশ তোর বীজ রাখিবারে
তোর সনে কন্যাবধ ঘুচুক মিবারে।
সংগ্রামের অভিশাপ ফলিল সত্বর,
কন্যা-শোকে মহারাণী ত্যজে কলেবর
একমাত্র কুমার যৌবন সিংহ নাম
করিল বিবাহ চারি বিধি কিন্তু বাম।
একটি তনয় নাহি জনমিল তায়
সংগ্রামের শাপ ফলে জানিল সবায়।
চন্দায়ত অজিতের পুত্র কন্যাগণ
অবিলম্বে গেল তারা শমন সদন।
ভিক্ষাদান তীর্থবাস রাম নাম করি
বার্দ্ধক্যে অজিত ক্লিষ্ট নিজ পাপ স্মরি।

কৃষ্ণকুমারী

ঘটনা সময় আনুমানিক খৃঃ (১৭৯০—১৮০০) ইহার মধ্যে।

ঐতিহাসিক অংশ।

টড হইতে সঙ্কলিত।

এই উপন্যাস আশ্রয়ে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী লিখিত হয় ও বিবিধার্থ-সংগ্রহের কৃষ্ণকুমারী লিখিত হয়।

আমীর খাঁ অতি ভয়ানক লোক। সে প্রথম যোধপুররাজ মানসিংহের পক্ষে থাকে। পরে যোধপুরের কৃত্রিম রাজা মানসিংহের প্রতিপক্ষ যুবকের দলে যায়। পুনরায় গোপনে মানসিংহের অর্থ লইতে আরম্ভ করে ও সরল যুবককে কষাইয়ের ন্যায় হত্যা করে। ইহারই পীড়াপীড়িতে কৃষ্ণকুমারীর সুকুমার দেহ বিষে জর্জ্জরিত হয়। যে সময় এই ঘটনা হয় তখন মধ্যভারত ও রাজপুতনায় বিষম হুলস্থূল হইয়াছিল, ম্যালকলম তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাণা ভীমসিংহকে অতি দুর্ব্বল প্রকৃতি করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার সত্যপরায়ণতা ও চক্ষুর্লজ্জার বিষয় ভাবিতে গেলে মহদ্বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত দুর্ভাগ্য রাণা শোকে ও উৎপীড়নে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী।

পুঁটিয়ার রাজবংশ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গে
কণ্ঠভূষা পুঁটিয়া বঙ্গের চারু অঙ্গে।
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত সদাচার
পাপেতে বিরতি ধর্ম্মে মতি সবাকার।
সেই বংশে ছিল রাজা দর্পনারায়ণ
মন্দিরে পূজারি তাঁর শ্রীরঘুনন্দন।
একদা প্রভাতে রাজা বাহির মহলে
সেবেন সুমন্দ সমীরণ কুতূহলে
সহসা মন্দির প্রতি দৈবানুসারিণী
পড়িল রাজার দৃষ্টি ক্ষেম-বিধায়িনী।
দেখিল সুন্দর এক ব্রাহ্মণ তনয়
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে দুয়ারেতে রয়
বোধ হল মন্দিরের পূজারী সে হয়
গ্রীষ্ম হেতু করিয়াছে অঙ্গন আশ্রয়।
নিদ্রিত যুবার শুভ লক্ষণ সকল
হেরিতে লাগিলা রাজা হয়ে অচঞ্চল।
চরণের চিহ্ন হেরি ভাবিলেন মনে
অবশ্য এ জন রাজা বিধির লিখনে।
হইয়া পরম প্রীত চলি গেলা রায়
ডাকাইয়া পাঠাইলা ব্রাহ্মণ যুবায়।
চমকে যুবক শুনি রাজার আদেশ
কি হেতু এ আজ্ঞা ভৃত্যে জিজ্ঞাসে বিশেষ।

উত্তর ভৃত্যের মুখে কিছু না জানিল,
শঙ্কা ও উল্লাসে মনে দ্বন্দ্ব উপজিল।
উল্লাস বলিছে আজি কিবা সুপ্রভাত
অকিঞ্চনে রাজার করুণা অকস্মাৎ।
উপাসনা করি লোক দর্শন না পায়
অযাচিত অনুগ্রহ করিলা আমায়।
মন স্থির হও যেন আমোদে বিহ্বল
রাজার পুরতঃ গিয়া না হও চঞ্চল।
চিন্তিয়া বচন কবে অর্থ-অলঙ্কৃত
আননের ভাব রবে একান্ত বিনীত।
অশিক্ষিত বলি রাজা অবজ্ঞা না করে
রহে পুন দর্শনেচ্ছা রাজার অন্তরে।
অমনি যুবার হৃদে উঠিল আশঙ্কা
কেন মন করে এত সু-উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।
বঞ্চনা-চতুর হন নরপতিগণ
রাজারে প্রত্যয় যার মূঢ় সেই জন।
কি জানি কি ভাবে কারে করেন স্মরণ
সৌভাগ্য অর্পেণ কিম্বা করেন নিধন।
অমনি যুবার মনে তড়িতের প্রায়
দ্বারপাল হস্তে খড়্গ চমকে বিভায়;
অথবা বন্ধন-গৃহ অন্ধকারময়
কালান্তক যম সম রক্ষীগণ রয়।
কিন্তু বিচক্ষণ যুবা বুঝিলা অন্তরে
নির্দ্দোষ জনেরে জগদীশ রক্ষা করে।
ধীরে ধীরে হল নীত রাজার সভায়
কে রাজা চিনিতে নারে ঠেকিলেন দায়।
সকলে সমান বেশ রাজা সভ্যগণ

দুষ্কর রাজারে চিনা বিনা সিংহাসন।
কর্ম্মচারী করে ধরি বিমূঢ় যুবায়
রাজার সম্মুখে ধীরে ধীরে লয়ে যায়।
হেরিয়া যুবক দশা করুণ হৃদয়
কহেন ভূপতি বাক্য মধুরতা-ময়—
"নির্ভয়ে ব্রাহ্মণযুবা পার্শ্বে এস মম
হেরিয়া তোমায় মোর পিরীতি পরম।
অনুমান ভদ্রবংশে জনম তোমার
কহ করিয়াছ লেখা পড়া কি প্রকার"
আশ্বস্ত নবীন বিপ্র কহিলা রাজায়
"কিবা নিবেদিব মহারাজ আপনায়।
লেখা পড়া জানি বটে নহে সমুচিত
নতুবা পুস্তক কার্য্যে কেন লবে চিত।
জন্ম মম সাধুবংশে কিন্তু দীন হীন
শোণিত উজ্জ্বল বটে বেশেই মলিন।
অনেকে এ অবস্থায় মৃত্যু করি পণ
নীচ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করে কখন
কিন্তু আমি বিবেচনা করিলাম রায়
সমাজ বলুক যাহা কি দোষ পূজায়?
পরিশ্রমে উপার্জ্জন না বিনাশি ধর্ম্ম
ঈশ্বরের চক্ষে কভু নহে নীচ কর্ম্ম।"
যখন কহিলা হেন সুমহিম ভাষ
বদনে গৌরব ভাতি পাইলা বিকাশ।
শুনি রাজা প্রীতি ভরে কহিলা বচন
অদ্যাবধি পরিহর ব্যবসা আপন।
আমার নিকট থাকি কর বিদ্যার্জ্জন
রাজনীতি রাজকার্য্য করহ চিন্তন।

এইরূপে সৌভাগ্যের প্রমোদিত মনে
উচ্চাশয় মহারাজ পালেন ব্রাহ্মণে।
ক্রমে যবে যোগ্য হল, নবাবের সনে
মিলাইয়া দিল রাজা সে রঘুনন্দনে।
ইতিহাসে সবিস্তার আছয়ে বর্ণন
নবাবের রাজকার্য্য করিলা যেমন।
ক্রমে বহু রাজ্য তাঁরে যবন নৃপতি
প্রদান করেন হয়ে পরিতুষ্ট অতি।
নিজ বুদ্ধি বলে তাহা করিয়া বর্দ্ধন
নাটোরে বসালে রঘু নগরী আপন।
সুন্দর নাটোর ধাম নয়নরঞ্জন
সহোদর সহ তথা যাপিলা ব্রাহ্মণ
নিজে রাজ্য নাহি লয় শ্রীরঘুনন্দন
সহোদর রাজা হল শ্রীরাম জীবন।
রাম জীবনের পুত্র রামকান্ত রায়
পিতা পিতৃব্যের পরে শোভিলা তথায়।
রূপে গুণে মহারাজ সকলের প্রিয়
সেইরূপ আছিলেন বনিতা তদীয়।
ভবানী রাণীর নাম কেনা জানে বঙ্গে
দিন শুভ যায় যাঁর নামের প্রসঙ্গে।
সুখে মহিষীর সনে রামকান্ত রায়
কিছু দিন পালে রাজ্য মহেন্দ্রের প্রায়।
কিন্তু তিনি পূর্ব্বমন্ত্রী দয়ারাম প্রতি
কোন কারণেতে রন অসন্তুষ্ট অতি।
পদচ্যুত করিলেন করি অপমান
মুরশিদাবাদে মন্ত্রী সেই দুঃখে যান।
কহেন নবাব অগ্রে কুৎসার সহিত,

রামকান্ত রীত যত করি বিপরীত।
পাগলের মত ছিল নবাব সকল
দয়ারাম বাক্যে হ'ল ক্রোধেতে বিকল।
এখনি সে রামকান্তে রাজ্যভ্রষ্ট করি
দেও রাজ্য যোগ্য বুঝে জ্ঞাতি কার'পরি।
কহিলেন দয়ারাম—আছে গুণধাম
রামকান্ত জ্ঞাতি দেবীপ্রসাদ যে নাম।
পথের ভিখারী হয়ে রামকান্ত রায়
ত্যজিলেন রাজ্যপাট নবাবের রায়।
রাণী ভবানীর অঙ্গে কিছু ভূষা ছিল
সেগুলি বিক্রয় করি খাইতে লাগিল
মুরশিদাবাদে এক সামান্য ভবন
ভাড়া করি তথা বাস করিলা রাজন।
বহু কষ্টে করে রাজা সময় যাপন
একমাত্র পুত্র ছিল হরিল শমন।
গর্ব্ভিণী ভবানী রাণী বিষম বিপদ
চিন্তায় আচ্ছন্ন রাজা চিন্তে হরিপদ।
একদা ভবন পার্শ্বে রাজপথ দিয়া
পূর্ব্বমন্ত্রী দয়ারাম যেতেছে চলিয়া,
সত্বর নামিয়া রাজা সম্ভাষিল রায়
এখনো কি ক্রোধ তব না মিটিল হায়!!
নাহি দয়ারাম মোর রাজ্যের লালসা
হয়ে রাজরাণী রাণী দাসীসম দশা,
বাকী এবে বৃন্দাবনে ভিক্ষার সেবন
সংসার আমার কাছে বিজন কানন।
শুনি পূর্ব্বভাব সব করিয়া স্মরণ
দয়ারাম হৃদিমাঝে হইল চেতন।

কহিলা রাজার অগ্রে চিন্তা নাহি কর
আপনার সিংহাসন পাইবে সত্বর।
এত বলি দয়ারাম গিয়া স্বভবন
বিহিত উপায় হেতু করিলা চিন্তন।
অতিশয় বুদ্ধিমান দয়ারাম ধীর
অচিরে মন্ত্রণা এক করিলেন স্থির।
প্রভাতে নবাব যবে উপাসনা হতে
অঙ্গনের পানে চলিবেন রাজপথে
সে সময় দয়ারাম পাড়িবেন কথা
আর এক পুরবাসী বলিবেক তথা
হা ধিক্ দেবীপ্রসাদ হতভাগ্য অতি
টলিবে সে কথা শুনি নবাবের মতি।
এইরূপ বার বার দুই তিন জন
দুর্ভাগ্য দেবীপ্রসাদ কহিবে বচন।
সেই মত আয়োজন করি মন্ত্রীবর
বুদ্ধিবলে নিজকার্য্য সাধিল সত্বর।
শুনিয়া নবাব তিন মুখে এক মত
ক্রোধবশে হইলেন বিবেচনাহত।
দুর্ভাগ্য দেবীপ্রসাদ, বিরুদ্ধে যাহার
পুরবাসীগণ মন্দ কহে বার বার;
কখন রাজ্যের সেই উপযুক্ত নয়
পদচ্যুত করি রাজ্য দাও যারে হয়।
সিংহাসন উপযুক্ত আছে কেহ আর
সত্বর আমারে তুমি দিবে সমাচার।
কহিলেন দয়ারাম করি যোড় হাত
রামকান্ত নগরেতে আছে নরনাথ!
উপযুক্ত শাস্তি তার হয়েছে বিধান ,

পুনঃ নিজ রাজ্য তাঁরে করুন প্রদান।
তখনি প্রার্থনা পূর্ণ করি যবনেশ
ফিরাইয়া দিল রামকান্তে নিজ দেশ।
মন্ত্রী সনে মহানন্দে রামকান্ত রায়
অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে জীবন কাটায়।
কালবশে দেহ তাঁর হইলে পতন
বিধবা ভবানী রাজ্য করেন গ্রহণ।
শিশু পুত্র বহুদিন হইয়াছে গত
দুহিতা বিধবা তারা তরানাথ মত।
যেমন অহল্যাবাই মহারাষ্ট্র স্থলে
সে রূপ ভবানী রাণী বাঙ্গালা উজলে।
দানে ধর্ম্মে তপস্যায় আজিও সে নাম
প্রাতঃস্মরণীয় রূপে খ্যাত বঙ্গধাম।
বর্ণিব সে সব কিবা সংখ্যা তার নাই
সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত রাণী ছিলেন সদাই।
দীনের দারিদ্র্য নাশ করিবার তরে
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণ বঙ্গের ভিতরে
অন্য নরপতিগণ পরামর্শ আশে
আসি দেখা করিতেন রাণীর সকাশে,
পবিত্র চরিত্র সাধ্বী বিধবা রমণী
সুযশের সহ রাজ্য পালেন আপনি।
কিন্তু রাণী কন্যা দুঃখে ছিলেন দুঃখিত
যার জন্য চির দিন হতেন তাপিত ;
রূপের লহরী কন্যা ঘোষে যশ বঙ্গে
তুলনা তাহার নাহি হয় কার সঙ্গে
বর্ণে চাঁপা ফুল হারে ভঙ্গীতে অনঙ্গ
ইঙ্গিতে করিতে পারে যোগীরে পতঙ্গ

কিন্তু নারী ধৈর্য্যবতী আছিল এমন
কখন শরীরে পাপ করেনি গমন।
যদিও নয়ন ফাঁন্দে বাধিত প্রমাদ
কভু ব্যাধ সম নাহি পাতিয়াছে ফাঁদ,
ঝলসি বিজলি খসে সে মুখের হাসে
রহিতে অধরে মিশি হাসে সেই ত্রাসে।
হেরিলে অঙ্গের চারু উজ্জ্বল বরণ
মোহিত মানব তাই সদা আবরণ,
পাছে লোক ভ্রান্ত হয় কেশ অন্ধকারে
এই হেতু রাখে তাহা কবরী আকারে,
পাছে গিরি দরশনে শিরোঘূর্ণ হয়
এই হেতু সদা তারা অবনত রয়।
একদা রাণীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ
জ্ঞানবীর যুবাশ্রেষ্ঠ স্বভাব উৎকৃষ্ট
হেরিলা তারারে যারে হেরেনি কখন
বিষম তরঙ্গে হল সমাকুল মন।
এ হেন যুবতী বদ্ধ সংসার-পিঞ্জরে
না জানি কেমনে কাল অতিপাত করে।
এ দিগে তারার দুটী নয়ন-সফরী
পড়িল সহসা রামকৃষ্ণের উপরি।
অমনি বিধবা বালা চিত্তের বিকার
বুঝিয়া সম্বরে তার বেগ দুর্নিবার।
যেমন অঙ্কুশাঘাতে মত্ত করী বশ
সেই মত সুকুমারী শাসিল মানস।
ত্যজিয়া সে স্থান চলি গেল অন্য স্থানে,
ধন্য রমণীর ধৈর্য্য রমণী তা জানে।
কিন্তু রামকৃষ্ণ মনে তারার সে তারা

উদিয়া রাখিত তাঁয় সুখ-শান্তি হারা।
আর কভু না যাইত অন্তঃপুর ক্ষেত্রে
তারার কাতরা মূর্ত্তি পাছে পড়ে নেত্রে।
কিন্তু হৃদয়ের মাঝে সে চারু আকার
একবার মাত্র পশি ফিরিল না আর।
মিশ্র বিশেষের পরে আলোক যেমন
চিরস্থায়ী হয়ে যায় না হয় মোচন,
সেই মত তারার সে মুখ আধিময়
দয়ায় দ্রবিত চিতে ফুটিল অক্ষয়।
পিঞ্জর মাঝারে শুক করিলে গমন
বদ্ধ হয় সে কবাট না খুলে যেমন,
সেই মত তারার সে মোহন মূরতি
মনের কবাট হতে না পেলে মুকতি।
কিন্তু জ্ঞানবীর নহে স্মর-পরবশ
এ নহে কুসুমপীড়া,—করুণা পরশ!
মনে ভাবে এ বামার বিবাহ উচিত
উপযুক্ত পাত্র এর করিব নিশ্চিত।
নিজে আশ্বাসিব যদি সমাজেতে দোষে
দাস হয়ে রব সদা দম্পতীর পাশে।
যে দেশে গঞ্জনা নাই গিয়া সেই ঠাঁই
দূরিব সমাজ শোক তুষিয়া সদাই।
যাক্ মোর সুখস্পৃহা সম্পত্তি বিভব
তারারে করিলে সুখী তবে সুখী হব।
তারার চন্দ্রমা মুখ যত দিন ম্লান
তত দিন কোন সুখে সুখী নহে প্রাণ।
কিন্তু বুদ্ধিমান্ যুবা বুঝিল সত্বর
বিধবার বিবাহেতে ব্যাঘাত বিস্তর।

রাণীর না হবে মত, যদি তাই হয়,
লজ্জাভয়ে নিজে তারা রোধিবে নিশ্চয়।
অবোধ কুলের বালা ত্যজি সর্ব্বসুখ
মরিবে বৈধব্য তাপে সবে চিরদুখ।
চিরপ্রথা পরিহার ভোগ সুখ তরে
সুশীলা কুলের বালা কিছুতে না পারে।
পরদুখপীড়িত যুবক রামকৃষ্ণ
দুষিল বিস্তর মনে তাহার অদৃষ্ট।
দুখের তাহার আর নাহি দেখে পার
অবশেষে ইচ্ছা কৈল ত্যজিতে সংসার।
তারার যে সুখ নাই না রবে আমার
আমি তার মত করি ব্রহ্মচর্য্য সার।
বিলাস শয্যায় আমি না শুইব কভু
আজি হতে হৃদয়ের হইলাম প্রভু।
দৈবাধীন সুবিধা এ হয়েছে আমার
কষ্টে কষ্ট জ্ঞান নাই স্মরি তারাকার।
পঙ্কে পঙ্ক মিশিবে না রবে কলেবর
বাসনা [illegible] এই সুযোগ সুন্দর।
এত ভাবি [illegible]ভ্যাসে তরুণ বয়সে
সাধের সংসার ত্যজি বনে যুবা পশে।
গঙ্গাতীরে বিজনে বসিয়া যুবরাজ
এক মনে ধিয়ে দুর্গা ধরি যোগী সাজ।
এমনি ভক্তের শক্তি আদ্যাশক্তি যিনি
রূপ ধরি আবির্ভূতা ভুবনমোহিনী।
"কে মা তুমি তুমিই কি সাধনের ধন
দাঁড়াও মা কিছুক্ষণ দেখি ও চরণ।"
কহিলা জননী বাণী জলদগম্ভীর

মুক্তির বিলম্ব তব আছে জ্ঞানবীর।
মা তোমার অশ্রুধারা সদা করে পাত
সেই হেতু হল তব সাধনে ব্যাঘাত।
যাও গৃহধামে, তুষ মায়ের অন্তর
রাজ্য কর মহাসুখে না হও কাতর।
অন্তিমে আমার সনে হইবে সাক্ষাৎ”
এত বলি মূর্ত্তি তিরোহিত অকস্মাৎ—
হায় হায় করে রায় গৃহপানে যায়,
পুনশ্চ সংসার ভার লইল মাথায়।
এদিগে তারার রূপ করিয়া শ্রবণ
নবাবের মন বড় হল উচাটন।
সিরাজ উদ্দৌলা ছিল নবাব তখন
নিষ্ঠুর, লম্পট, সদা কুকার্য্যেতে মন।
অতুল বিভব তাহে নূতন যৌবন
তাহে বিদ্যারসশূন্য, প্রভুত্ব আপন।
চারি দোষ সম্মিলিত ছিল এক ধারে
অস্থির বাঙ্গালী তার পাপ অত্যাচারে।
ভেজিল অসংখ্য সৈন্য লভিতে তারায়
বলে ছলে সে রতনে আনিবে ত্বরায়।
শুনি এ দারুণ বার্ত্তা নাটোর নগরে
শান্ত হিন্দু অধিবাসী হাহাকার করে।
সংবাদ শুনিয়া জলে ভবানীর মন
হা ধিক এ অত্যাচার না যায় সহন।
কতদিন বঙ্গ তুমি বিধর্ম্মীর ভয়ে
যাপিবে দুঃখের দিন সঙ্কুচিত হয়ে।
একি তব ভূমি নয় বাঙ্গালী সকল
কেন বীর্য্যমত্ত ফিরে বৈদেশিক দল।

একি নহে জন্মভূমি তোমা সবাকার
পবিত্র ত্রিদিব হতে হৃদয়ের হার।
হেন ভূমি পরপদ কলঙ্কিত হেরি
আছহ বাঙ্গালী তুমি আপনা পাশরি।
লুঠে ম্লেচ্ছ ধন রত্ন সতীত্ব নারীর,
কাপুরুষ বঙ্গজন রহিয়াছ স্থির।
মানীর সম্মান আর রাজার রাজত্ব
নারীর ধরম আর দ্বিজের দ্বিজত্ব,
তৃণ হেন জ্ঞান করে ম্লেচ্ছ দুরাচার
অনায়াসে সহিতেছ হয়ে নির্ব্বিকার।
কেন দেহ পাত করি রণে নাহি মাত
হউক বঙ্গের মাঝে রুধিরের খাত।
না থাকুক একজন বঙ্গের নিবাসী
যাউক বাঙ্গালী নাম কালগর্ভে ভাসি।
সেও ভাল কিন্তু বাঁচা অপমান লয়ে
কোনমতে যোগ্য নহে এ ..র্ত্তা আলয়ে।
কি সুখ মানব আশে এ ছার জীবনে
চিরদিন ঘিরা যাহা রোগে ও মরণে।
মান রূপ সুধারস পিয়িবার তরে
সতত যতন করে জগতের নরে।
সেই মানচ্যুত হয়ে না রহিব আর
এখনি করিব আমি এর প্রতিকার।
সমরে পশিব, পাপ এ তনু ত্যজিব
আগুনে প্রাণের তারা আহুতি অর্পিব,
কিন্তু যবনের সেনা নাটোর ভবনে
করিবেক অত্যাচার সম্মান হরণে,
এ কভু না সহে প্রাণে, পুরবাসীগণ

যার যেবা অস্ত্র লয়ে কর প্রাণ পণ।
রাণীর আশ্রিত ছিল নাগা অগণন
প্রভুর বিপদে তারা পণিল জীবন।
লইয়া কুড়াড়ি খস্তা দা বঁটি বল্লম
যবনে মারিতে লাগে কালান্তক যম।
একে একে হত সবে ভয়ার্ত্ত যবন
অবশিষ্ট ছিল যারা করে পলায়ন।
এইরূপে বাঙ্গালার সুবিশুদ্ধ কুল
দেখালে জগতে নিজ মহিমা অতুল।
বাঁচাইলা মর্য্যাদায় দৃঢ় পণ সহ
গায় তাই কবিকুল আজো অহরহ।
যথাকালে ত্যজে মাতা মানবী শরীর
রামকৃষ্ণ হৈল রাজা যুবা জ্ঞানবীর।
রাণী ভবানীর নাম যে করে প্রভাতে
সুখে দিন যায় তার খ্যাত বাঙ্গালাতে।

সম্পূর্ণ।